সুলোচনা কাব্য।

শ্রীশ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু বদনচন্দ্র নস্কর

প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মান্না ফ্রেণ্ড এবং কোম্পানির

কাশীখণ্ড যন্ত্রে মুদ্রিত।

সাহানগর ১৬ নং ভবন।

সন ১২৮২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

বহুদিন হইল আমি এই উপাখ্যানটী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, একাল পর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কন করিতে সাহস করি নাই। এক্ষণে কএকটী বন্ধুর প্রবৃত্তনায় তাহা মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার রচনা যে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে আমার ততদূর ভরসা নাই। তবে যদি জন সমাজে ইহা প্রচারিত হইলে, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নেত্রপথে পতিত হইয়া দোষাদোষ বিবেচিত হয় তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে। সকল কার্য্যেই ক্রমশঃ পটুতা জন্মে, যদি এইরূপ করিয়া দুই এক খানি কাব্য লিখিতে লিখিতে লেখকশ্রেণীর অনুবর্ত্তী হইতে পারি, এই আশাযষ্টি অবলম্বনে এই পদবীতে পদার্পণ করিলাম।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে অঙ্গীকার করিতেছি যে বেহালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বদনচন্দ্র নস্কর মহাশয় মুদ্রাঙ্কন ব্যয়, স্বীয় বদান্য গুণে প্রদান না করিলে আমার সঙ্কল্পিত কার্য্য কোনরূপেই সম্পন্ন হইত না।

শ্রীশ্রীমাধব শর্ম্মা

নবদ্বীপ।

সুলোচনা কাব্য।

প্রথম অঙ্ক।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার রাজধানী মুরসিদাবাদ নগরীর উপকণ্ঠে অর্থাৎ যে স্থলে প্রসন্নসলিলা জহ্নুতনয়া, পবিত্র তীর্থ স্বরূপা সগরবংশাবতংশ পরম কীর্ত্তিবান্ ভগীরথের নির্ম্মলকীর্ত্তি ভাগীরথী চিরপ্রবাহিত; তত্তীরে উপনগরী নসীপুরনামে এক রম্য স্থান আছে, তথায় ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব বীরজিৎসিংহ নামধেয় মহাবল পরাক্রান্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত নরপতি বাস করিতেন। ইঁহার রাজত্বকালে প্রকৃতিপুঞ্জের সুখের পরিসীমা ছিল না। প্রজাগণ সতত এই মনে করিত যে, রাজা রামচন্দ্রের যে কুলে জন্মগ্রহণ হইয়াছিল; ইনিও সেই ক্ষত্রকুলোদ্ভব, বুঝি সূর্য্যবংশের রাজাদিগের প্রজাপালনের রীতি একই রূপ হইবে। বাস্তবিক প্রজাগণ তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালীর গুণে সর্ব্বদা সর্ব্ব-

বিষয়ে প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিত। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য কি দস্যুবৃত্তি, কি পরপীড়ন, এ সকল নাম মাত্র ছিল কার্য্যতঃ কিছুই দৃষ্ট হইত না ; তাহারা ঐ সকল কথা অলীক উপন্যাসের ন্যায় জ্ঞান করিত। বীরজিৎসিংহের ভুজবলে, তৎকালে কোন প্রকার অত্যাচারই অধিকার মধ্যে হইবার সম্ভাবনা ছিলনা।

কুলক্রমাগত শৌর্য্যবীর্য্যের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না, পারিপার্শ্বিক রাজন্যবর্গ, তদীয় অপ্রতিহত প্রতাপে নতশির ছিলেন ; কেহই তাহার বিপক্ষে মস্তকোত্তলন করিতে সাহসী ছিলেন না। বীরজিৎসিংহের অনন্য সাধারণ ভুজবল সত্ত্বেও পরস্বাপহারক অর্থগৃধ্নু নরপতিদিগের ন্যায়, পরস্বলোভে লোলুপ ছিলেন না। তিনি শরণাপন্নকে আশ্রয় দান, বিপন্নের বিপদোদ্ধার, দীন দরিদ্রের প্রতি বদান্য ও নিরাশ্রয় অনাথদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক ছিলেন। মহীপতির সুমতীনাম্নী মহিষী ছিলেন ; ইঁহাকে লক্ষ্মী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুমতীর স্বভাবসিদ্ধ সদ্গুণে নরপতি এরূপ বাধ্য হইয়া ছিলেন যে, সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী তুল্য রূপলাবণ্যবতী, কোন কামিনীর হাবভাব লাবণ্য সন্দর্শনেও তদীয় মন তাহাতে

আকৃষ্ট হইত না। ফলতঃ মহারাজ সুমতীর প্রণয়পাশে একান্ত আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে উদ্বেগশূন্য হইয়া প্রসন্নমনে প্রফুল্লচিত্তে রাজমহিষীসহবাসে যৌবনসুখানুভব করিতে লাগিলেন। বীরজিৎসিংহের বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে রাজ্যের আর কোন প্রকার অমঙ্গল সম্ভাবনা রহিল না, তিনি নিশ্চিন্তভাবে প্রজাদিগের পরিপালন ও মহিষীর মনানন্দ বর্দ্ধন করতঃ পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে রহিলেন। রাজার এরূপ অসুলভ সুখসম্ভোগ সন্দর্শনে ঈর্ষাবিষদগ্ধহৃদয় বিধাতার অন্তঃকরণ উদ্বেল হইয়া উঠিল। সুতরাং কিয়দ্দিবস অতীত হইতে না হইতে কোন এক দুর্লক্ষ সূত্র অবলম্বন করিয়া দুঃখ তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিল।

ইত্যগ্রে সুমতীর গর্ভে শরদেন্দু বিনিন্দিত অতি সুকুমার একটী নবকুমার জন্ম পরিগ্রহ করেন। শৈশব হইতে কুমারের নির্ম্মল শশধরের ন্যায় যশঃকিরণ বিকাশ সন্দর্শনে এবং লক্ষণবিৎ পণ্ডিতগণের প্রমুখাৎ ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণে যশোবর্ণাত্মক শ্বেত নাম প্রদান করিয়া জাতকর্ম্মাদি সমুদয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায়, দিন দিন শ্বেতের বয়োবৃদ্ধি

সহকারে শরীর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বালকটীর বুদ্ধি-শক্তির প্রভাব দর্শনে, অনেকেরই মনে এরূপ ভাবোদয় হইত যে, বুঝি কোন কার্য্যগতিকে বৃহস্পতিদেব শাপ-গ্রস্ত হইয়া স্বর্গবাসের অনুপযুক্ত হওয়ানন্তর নরদেহ-ধারণপূর্ব্বক রাজা বীরজিৎসিংহের সঞ্চিত পুণ্যফলে তাঁহাকে কৃতার্থ করিবার অভিলাষে তদীয় সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। শ্বেতের বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতে না হইতেই সুমতীর দ্বিতীয়বার গর্ভ লক্ষণ আভাস্‌মাত্রে প্রকাশ পাইল। পুরস্ত্রীবর্গ মহিষীর অবস্থা দৃষ্টে পরস্পর কাণাকানী করিতে আরম্ভ করিল। পরম্পরা ঐ কথা শ্রুতিগোচর করিয়া বীরজিৎসিংহ একদিন কৌতূহলচিত্তে রাজ্ঞীর নিকট উপনীত হইয়া প্রফুল্লবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! পুরনারী মধ্যে যে কথার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা কি সত্য? নৃপতি কৃত প্রশ্ন শ্রবণে মহিষী, স্ত্রীজাতি স্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর প্রদান না করিয়া মৌনীব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অবনতবদনে পৃথিবীর প্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। মহারাজ বারম্বার অনুরোধ করায়, স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে চলচিত্ত

হইয়া আর লজ্জার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া, অগত্যা কৌশলে এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, সৌভাগ্য-দেবীর অনুগ্রহে দশজনের কথা মিথ্যা হইবে এরূপ বোধ হয় না। মহারাজ মহিষীর নিকট ঐরূপ উত্তর শুনিয়া মনে মনে বিশ্বস্ত হইয়া আশার কুহুকে নিপতিত হইয়া মনে মনে এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন; আমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী নরপতি সংসারে অতি বিরল। এই পৃথ্বিতলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতি দেখিতে পাই না; সকলেই ভুজবলে হয় অধিকার ভুক্ত না হয় মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন; রাজলক্ষ্মী চঞ্চলস্বভাবা হইয়াও আমার গৃহে স্থিরভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং কস্মিন্‌কালেও যে অর্থের অনাটন হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না; আবার অদৃষ্ট ক্রমে যে ভার্য্যা পাইয়াছি তাহা, হরের পার্ব্বতী, ইন্দ্রের শচী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী এ সকল হইতে, কি রূপে, কিগুণে, কোন অংশেই ন্যূন নহেন। এক্ষণে সংসারাশ্রমের সারভূত যে সন্তান, যাহার অভাবে নরগণ পুন্নামনরক হইতে উদ্ধার হইতে পারে না; এবং যে সন্তান ভিন্ন অর্থ অনর্থের কারণ, দেহভার দুর্ব্বিসহভার

জ্ঞান, জীবনে বিড়ম্বনা জ্ঞান হয়; তাহাতেও একপ্রকার সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। পরন্তু এক পুত্রে বিশ্বাস নাই বলিয়া বিধাতা অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বিতীয় সন্তান প্রদানেও উদ্যত হইয়াছেন, সুতরাং কোন দিকেই আর আমার অসুখ সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বীরজিৎ-সিংহের অন্তরে এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা হওয়াতে সৌভাগ্যগর্ব্ব উপস্থিত হইল।

এদিকে রাজমহিষীর গর্ভ দিন দিন উপচীয়মান হও-য়াতে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া পুরস্ত্রীগণের নয়নানন্দ-দায়িনী হইতে লাগিলেন। যখন রাজ্ঞীর গর্ভ পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত, তৎকালে মহারাজ আর প্রতিদিন অন্তঃপুরে গমন করিতেন না, সপ্তাহে এক দিন মাত্র প্রেয়সীর তত্ত্বা-বধান জন্য গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু এই সপ্তাহ কালান্তেও রাণীর নব নব ভাবের আবির্ভাব অনুভূত হইত। এইরূপে নবম মাস অতীত দশম মাস প্রবৃত্ত, এমন সময়ে এক দিবস রাজমহিষী নরপতি-গোচরে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, মহারাজ! এবার আমার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ বোধ হইতেছে; বিশেষতঃ দিবাভাগে যখন আলস্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া নিদ্রা যাই,

তখন নানামত কুস্বপ্ন সন্দর্শন করি অতএব এবারে যে, একটা বিষম বিভ্রাট্ ঘটিবে, তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ সকল, অগ্রসূচী লক্ষিত হইতেছে। মহিষীর বাক্যাবসানে ভূপতি কহিলেন, প্রিয়ে! প্রায় মাসাবধি হইতে আমার মনোমধ্যে একটী অভূতপূর্ব্ব ভয়সঞ্চার হইয়া অশেষবিধ অনিষ্টসূচন করিতেছে; পূর্ব্বে তোমার যখন গর্ভের পূর্ণ লক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিল তৎকালে অন্তঃকরণে দিন দিন নবনব ভাবোদয় হইয়া আনন্দসঞ্চার হইত। এবারে কেন যে এত আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে তাহার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে কালযাপন করিতেছি; পাছে এ অবস্থা শুনিয়া তোমার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয় এই ভয়ে এতদিন মনের ভাব গোপন রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে উভয়ের মনের অবস্থা একরূপ্ দেখিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আহা! অকৃত্রিম প্রণয়ের কি মহিয়সীশক্তি, কি সুখ কি দুঃখ উভয় অবস্থাই যুগপৎ উভয়ের উপস্থিত হইয়া থাকে।

শরৎকালে পৌর্ণমাসী রজনী পৃথিবী চন্দ্রিকাবসনে আবৃতাঙ্গ হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত, চকোর চকোরীগণ একবার ঊর্দ্ধ্ব দিকে একবার নিম্নভাগে দোদুল্যমান

দোলার ন্যায় গমনাগমন করতঃ সুধাকরের সুধাপানে সুতৃপ্ত হইতেছে। উজ্জ্বল চন্দ্রমালোকে নভমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় না। কোকিল কোকিলাগণ জাগ্রত হইয়া প্রদীপ্তচন্দ্রকিরণে দিনমান মনে করিয়া মধুরস্বরে কুজন করিতেছে। পেচকগণ নির্ম্মল আলোক সন্দর্শনে ক্ষুব্ধচিত্তে গুপ্তস্থানে অবস্থান করিতেছে। এরূপ সময়ে রাজমহিষীর প্রসববেদনা উপস্থিত, কিছুকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটী আশ্চর্য্য পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সদ্যপ্রসূত সন্তানের অঙ্গকিরণে সূতিকাগার আলোকময় হইল। পুত্রের মুখাবলোকনে সুমতী প্রসবের দুঃসহ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন। পুরীর অভ্যন্তরে শঙ্খধ্বনি, হুলুহুলুধ্বনি প্রভৃতি নানাপ্রকার মঙ্গল ধ্বনি; লাজাবর্ষণ, মঙ্গল কলস স্থাপন, তদুপরি চ্যুতশাখা প্রদান; বহির্দ্বারে চ্যুতশাখার মালা প্রদত্ত হইল; পরদিন নগর উৎসবপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সুমতির অন্তর্জ্বালা নিবৃত্তি হইল না, দিন দিন অসুখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; রাজ্ঞীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া পুরস্ত্রীগণ শঙ্কিত হইতে লাগিলেন, পুষ্টিকর খাদ্য সকল প্রদত্ত হইতে লাগিল,

তথাপি শরীরে বলাধান হইল না; এরূপে দুই এক করিয়া পঞ্চমদিবস অতীত, ষষ্ঠদিবসে মহারাজ সূতিকা-ষষ্ঠি পূজোপলক্ষে সূতিকাগারে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের মুখচন্দ্রিমা রত্নদানে সন্দর্শন করিবার উপক্রম করিতেছেন, মহিষীও মহারাজকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিবার নিমত্ত সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতে ছিলেন, শরীরের দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন মস্তক বিঘূর্ণিত হওতঃ ভূমিতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। নৃপতি রাজ্ঞীর দশা দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে সেই নিষ্প্রভ মুদিত নয়ন ও মলিন-বদন নিরীক্ষণে একবারে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রা-র্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। পরিচারিকাগণ, কেহবা তালবৃন্ত হস্তে লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল; কেহবা সুবর্ণের পানপাত্র বারিপূর্ণ করিয়া মহিষীর বক্ষঃস্থলে, মস্তকে এবং মুখে অনবরত জলসেচন করিতে লাগিল; কেহবা শুষ্কবস্ত্র দ্বারা গাত্রের স্বেদবিন্দুসকল বিদূরিত করিতে লাগিল; কেহ অতি সাবধানে ধাতুময় শলাকা দ্বারা দন্তসংযোগ নষ্ট করিতে লাগিল; এইরূপে চেতনা সম্পাদনের জন্য নানা উপায় হইতে লাগিল।

মহারাজ সেই ভাবে শূন্যনয়নে কিছুকাল অলক্ষিত দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সভামণ্ডপে মন্ত্রিগণসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় সকলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে, ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎ-সক ব্যতিরেকে ইহার আর উপায়ান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই। তদনুসারে নানা স্থানে দূত প্রেরিত হইল, অনতি-বিলম্বে সূতিকাক্ষেত্রের চিকিৎসায় পারদর্শী এরূপ দুই তিন জন চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিছুকাল শুশ্রূষার পর রাজ্ঞীর চেতনা সঞ্চার হইল, পরে কিঞ্চিদ্দুগ্ধ পান করিয়া মৃদুস্বরে বাক্য কহিতে লাগিলেন। পরিচারিকাগণ মহিষীর চেতনাসম্বাদ মহা-রাজের গোচর করিয়া আসিল। বীরজিৎসিংহ আগ-ন্তুক চিকিৎসকগণকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণী বসনাঞ্চলে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন, এবারে আর পূর্ব্বের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন না। চিকিৎ-সকেরা প্রথমতঃ শরীর পরীক্ষা করিয়া পরে রোগের সমু-দায় বিবরণ শ্রবণানন্তর চিকিৎসারম্ভ করিলেন, কিন্তু

সেই অনুপশম্য দুশ্চিকিৎস্য করালকাল রোগের হস্ত হইতে মহিষীর পরিত্রাণ করিতে পারিলেন না। নরপতি প্রতিদিনের অবস্থা দর্শনে হতাশ হইতে লাগিলেন; অবশেষে সহসা একদিন মনে উদয় হইল "নচ দৈবাৎ পরংবলং," এই প্রাচীন বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে বেদবিধিজ্ঞ আচার্য্যের দ্বারা স্বস্তয়ন ও যপাদি মাঙ্গল্য আপদোদ্ধারক অনুষ্ঠান করিতেও ত্রুটী করিলেন না। রীতিমত চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও দৈবকার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ যত্ন ও চেষ্টা হইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই জীবন রক্ষা হইল না। ক্রমাগত দুই মাস কাল, রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে জীবনের সহিত যাতনার শেষ হইল।

মহিষীর মৃত্যু হইলে, বীরজিৎসিংহ ছিন্নমূল তরুর-ন্যায় ভূতলশায়ী এবং গতচেতনা হইলেন। সহসা ভূপ-তিকে ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া সমীপস্থ ব্যক্তি মাত্রেই আস্তে ব্যস্তে দ্রুতপদে নিকটস্থ হইয়া তদীয় চৈতন্য-সম্পাদন জন্য ব্যগ্রতার সহিত কেহবা ব্যজন, কেহবা জলসেচন, কেহবা ঘর্ম্মনিবারণ জন্য অঙ্গে হস্তমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বহুতর শুশ্রূষারপর মহারাজ সচেতন

হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, কহিতে লাগিলেন, হা প্রিয়সি! হা প্রাণপ্রিয়তমে! হা লোচনানন্দদায়িকে! হা হৃৎপথপ্রকাশিনি! হা সর্ব্বসন্তাপনাশিনি! হা জীবিতেশ্বরি! হা সুহাস্যবদনি! হা কুরঙ্গনয়নি! তুমি এ হতভাগ্যকে, এ নরাধমকে, এ পাপাত্মাকে পরিত্যাগ করিলে কেন? আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আর জন্মাবচ্ছিন্নে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না? তোমার সহিত আর বাক্যালাপ হইবে না? তোমার সহিত আর একত্রে অবস্থান করিতে পাইব না? তুমি সেই অসামান্য স্নেহ, দয়া ও মমতা কিরূপে বিস্মৃত হইলে? যদি আমার কোন দোষ হইয়া থাকে ক্ষমা করিয়া একবার দেখা দাও; তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তুমি কোথা গিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি করিতেছ, এই তোমার প্রতিমা নিস্পন্দভাবে আমার নেত্রপথে পতিত রহিয়াছে; কৈ ওত আমার হৃদয় শীতল করিতে পারিতেছে না। আমার এই হৃদয়বিদারক কাতরধ্বনি শুনিয়াও কি তোমার করুণার উদয় হইতেছে না? তুমিত এত নির্দ্দয়, এমন পাষাণহৃদয়, এরূপ নির্ম্মম ছিলেনা; তুমি যে কখন

আমার দুঃখ সহ্য করিতে পার না, তবে আজি এভাবে কোথায় রহিলে? প্রিয়ে একবার আসিয়া আমার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও? তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে যাতনায় আমার প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে? হা প্রাণাধিকে তুমি কি আর এজন্মে আমার মুখাবলোকন করিবে না? এমন কি অযথা ব্যবহার দেখিয়াছ যে, একেবারে আমায় পরিত্যাগ করিলে? এমন কি অবিচার হইয়াছে যে, এরাজ্যে আর বাস করিবে না? আচ্ছা! যদি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকি, কি অন্যায় আচরণ হইয়া থাকে, না হয় আমাকেই পরিত্যাগ করিবে? তোমার এই সন্তানগণ কি দোষ করিয়াছে যে, তাহাদিগের স্নেহ, দয়া ও মমতায় জলাঞ্জলি দিলে? যদিও শ্বেতের কোন প্রকার দোষাচার সম্ভবে; কারণ ও প্রায় পঞ্চম বর্ষীয় বালক; কথঞ্চিৎ তাহার দুর্ব্বাক্য কহিবার ও আদেশলঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, কিন্তু এই সদ্যজাত, উপায়বিহীন, অনন্যগতি শিশুর ত আর কোন প্রকার অপরাধ সম্ভবে না, তবে উহাকে পরিত্যাগ করিতেছ কেন? তোমার অভাবে যে, ইহার জীবনধারণ করা কঠিন হইবে? এত আর প্রসূতি ভিন্ন অন্যকে জানে

না, এত আর তোমা ব্যতিরেকে জীবিত থাকিবে না, ইহার দশা কি হইবে? ইহাকে কে প্রতিপালন করিবে? আহা! জীবিতাধিকে! তুমি কি জন্য যে, ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক উপরত হইলে, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইয়াছি! যদি একান্তই এ পাপপুরীতে অবস্থান না কর, তবে অন্ততঃ একবার আসিয়া তোমার বিরক্তির ও অসন্তোষের যে কারণ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার উৎকণ্ঠাকুল চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া যাও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আর এ জীবন সত্ত্বে তোমার অবাধ্য হইব না; তুমি অন্ততঃ এই কুমার দুইটীর মুখ চাহিয়া একবার গাত্রোত্থান কর, একবার নয়ন উন্মীলন কর, একবার মাত্র পরিত্যাগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমার এই দুরপনেয় সংশয়ের মূলচ্ছেদ কর, নতুবা আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হইব।

রাজা মহিষীর শোকে অনুতপ্তহৃদয় ও ব্যাকুলিত-চিত্ত হইয়া নির্জনে বসিয়া কেবল দিবারাত্রি শোক ও বিলাপ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজ-

কার্য্যের সংস্পর্শপর্য্যন্ত একবারে পরিত্যাগ হইয়া আহারনিদ্রা প্রভৃতি অন্তর্হিত হইল। কিন্তু অপত্য-স্নেহের কি অসীম পরাক্রম এমন প্রবল শোক-কেও পরাভূত করিল, এই বিষম অবস্থাতেও সেই সদ্যজাত সন্তানের প্রাণবিয়োগশঙ্কা তাঁহার অন্তঃকরণে অনুক্ষণ জাগরূক রহিল; তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নবকুমারের রক্ষাবিষয়ে মনো-নিবেশ করিলেন। বুদ্ধিমান সুচতুর সভাসদ্গণের সহিত উপায়চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে স্থিরীকৃত হইল, বিশুদ্ধচরিত্রা, মৃদুস্বভাবা, সুরূপা ও সুলক্ষণা একটী নবপ্র-সূতা কামিনীকে আনয়নপূর্ব্বক তদীয় হস্তে এই নবকুমা-রের প্রতিপালনভার অর্পিত হইলে ইহার জীবনরক্ষাবি-ষয়ে প্রত্যাশাপন্ন হইতে পারেন, নতুবা উপায়ান্তর নাই। যেরূপ পরামর্শ, কার্য্যে তাহাই পরিণত হইল, কথিতরূপ লক্ষণাক্রান্তা একটী নবপ্রসূতিকে আনয়নপূর্ব্বক রাজ-পুরীর অভ্যন্তরে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া ঐ কুমারটীকে তদীয় হস্তে অর্পণ করিলেন, আর কহিলেন তোমার যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে দাস দাসীর নিকট প্রার্থনা করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবে।

সুকুমারমতি শিশু জননীর বিয়োগে একেবারে বিকলান্তঃকরণ হইয়া অনবরত রোদন করিতেছিল, এক্ষণে ঐ প্রসূতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় গর্ভধারিণীর বিয়োগদুঃখ দিন দিন বিস্মৃত হইয়া তাহাকে নিজ জননীর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ কুমারের সেই বিকাশোন্মুখ কমলকলি সদৃশ মুখারবিন্দ, জননীর জীবননাশসন্তাপে আকুঞ্চিত হইয়াছিল, এক্ষণে সুধাংশুর অংশুসম প্রসূত্যন্তর প্রাপ্তিতে তদীয় স্তন্যরূপ সুধাবর্ষণে তাহার সজীবতা ও প্রফুল্লতা সম্পাদন করিল। যখন দেখিলেন নবকুমারের বয়োবৃদ্ধির সহিত শরীরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন মহারাজ ঐ বিষয়ে এক প্রকার নিরুদ্বেগ হইলেন। কিন্তু কেমন বিধাতার বিড়ম্বনা তথাপি সুস্থচিত্ত হইতে পারিলেন না। নরপতির মনে মহিষীশোক পুনর্ব্বার নবভাবে আবির্ভূত হওয়াতে সর্ব্বদা জ্বলিতাঙ্গ হইয়া অন্যের গতি প্রতিরোধপূর্ব্বক নির্জনপ্রদেশে বিষণ্নমনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে নবকুমারের অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত দেখিয়া পুরোহিতগণ সমবেত হইয়া ভূপতিসন্নিধানে উপনীত হইলেন। বীরজিৎসিংহ পুরোহিতবর্গের একত্রে

সমাবেশ দেখিয়া, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন ; মহারাজ ! দ্বিতীয় রাজকুমারের অন্না-শনের কাল অতীত হয় বলিয়া সম্বাদপ্রদানে আসিয়াছি; এক্ষণে জ্যোতির্ব্বিদ্‌পণ্ডিত দ্বারা রাশির নিরাকরণ ও দিনাবধারণ করুন।

মহারাজ পুরোহিতদিগের বাক্যে অনুমোদন করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। আর অনর্থ কাল হরণ না করিয়া মুখ্যকালের মধ্যে ক্রিয়া সম্পাদনার্থ নরেন্দ্র রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌পণ্ডিতদিগকে আনয়ন করিয়া শুভকর্ম্মের দিনাবধারণ, দ্রব্যাদির আয়োজনভার যোগ্যপাত্রে অর্পণ ও নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণপূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানে গিয়া তদবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এমন আহ্লাদের কার্য্য, তথাচ মহারাজের মনে আমোদ সঞ্চার হইল না ; তদ্দর্শনে অধীনস্থ রাজন্যবর্গ, মন্ত্রিগণ ও পুরো-হিতবর্গ এবং প্রজাপুঞ্জের মনে বিশেষ আক্ষেপ উপস্থিত হইল। তাঁহারা ভূপেন্দ্রের অবস্থা দৃষ্টে রাজ্যের বিশৃ-ঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কায় পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে, ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ ব্যতিরেকে মহারাজের মনঃস্থির হই-বার সম্ভাবনা দেখিতেছি না ; দ্বিতীয় রাজকুমারের শুভান্ন-

প্রাশনের পরে পরিণয় প্রস্তাব করাই সদ্যুক্তি বিবেচনা হইতেছে।

বীরজিৎসিংহ নির্দ্ধারিত দিবসে নান্দিমুখাদি বৃদ্ধি সমাপনান্তে রাশি সম্বন্ধীয় নামাতিরিক্ত যে কালে শুভ-কর্ম্ম হইল সেই ঋতুনামানুসারে বসন্ত নাম রক্ষা করি-লেন। এইরূপে কুমারের অন্নপ্রাশন নির্ব্বাহ হইল; মহারাজ মহিষীর শোক বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, তিনি দিবাবিভাবরী সেই প্রণয়িনীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির মতানুসারে প্রধান মন্ত্রী উদয়নারায়ণ ও সভাপণ্ডিত অচ্যুতানন্দ তর্কবাগীশ, এই উভয়ে নরেন্দ্রসমীপে গমন করিলেন। মহারাজ, প্রধান মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিতকে সমীপস্থ দেখিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে যে, গৃহী ব্যক্তি গৃহশূন্য থাকিলে নানা-প্রকার অনর্থ সংঘটন হয়; অতএব আপনি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া সাংসারিক নিয়মাধীন হইয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন, নতুবা ঔদাস্য প্রকাশ হওয়ায় নানা-মতে অনিষ্টসূচনা হইতেছে। আরও দেখুন ইহাও শাস্ত্রের চিরপ্রসিদ্ধ বচন বটে, "সস্ত্রীকধর্ম্মমাচরেৎ" স্তুত

রাং গৃহীব্যক্তি স্ত্রীশূন্য হইলে শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হইলে সস্ত্রীক হইয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য ; বিশে-ষতঃ রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করা রাজাদিগের সাধ্য তাহা সস্ত্রীক ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং নানাকারণে আপনকার বিবাহ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বীরজিৎসিংহ উদ্বাহের কথায় কোন উত্তর দান না করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল, হা প্রিয়সি! হা চিত্তরঞ্জনকারিনি! হা প্রাণেশ্বরি! তোমার স্নেহ, দয়া, মমতাতে একেবারে জলা-ঞ্জলি দিয়া আমি আবার কি পরিণয় আমোদে আমোদিত হইব ? আবার কি প্রণয়ডোরে আকৃষ্ট হইব ? আমি কি এমনি পাপিষ্ঠ, এমনই নরাধম, এমনি কৃতঘ্ন যে, প্রাণা-ধিক প্রিয়তমার প্রণয় বিস্মৃত হইয়া, নিতান্ত পামরের ন্যায়, অপরস্ত্রীতে আসক্তি প্রকাশ করিব? পুনরায় বিবাহ করিব? অন্য কামিনীকে মন সমার্পণ করিব? আবার কৌতুকরসে মজিব ? তাহা কখনই হইবে না; এবম্প্রকার আত্মভৎর্সন শ্রবণ করিয়া অনুরোধকারী ব্যক্তিদ্বয় মনে করিলেন ; আপাততঃ এ প্রস্তাব করা অনুচিত, এক্ষণে সান্ত্বনাবাক্যে

প্রবোধ দান করাই কর্ত্তব্য। এরূপ দুঃখাকৃষ্টচিত্তকে সহসা সুখাস্বাদনের প্রলোভনে প্রলোভিত করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

এইরূপ কল্পনা হওয়াতে উদয়নারায়ণমন্ত্রীর ও তর্ক-বাগীশের মনে উদয় হইল যে, এক্ষণে প্রতিদিন গতায়াত ও সান্ত্বনাবাদ দ্বারা প্রবোধ দান ভিন্ন মনঃস্থির করিতে পারা যাইবে না। প্রবল প্রবাহে কি মৃত্তিকাবাঁধ রক্ষা পায়, যতই মৃত্তিকা প্রদত্ত হয় সমস্তই খরস্রোতে স্থানচ্যুত ও বিগলিত হইয়া দূরে চালিত হয় তবে ক্রমে ঐ প্রবাহ মন্দীভূত হইলে, তৎকালে পূর্ব্বোপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। অতঃপর উভয়ে প্রতিদিন ভূপতি সন্নিধানে উপনীত হইয়া মহিষীর গুণানুকীর্ত্তন ও তৎসংক্রান্ত নানাকথার আলাপন দ্বারা প্রবোধ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। কি শোক, কি তাপ, কি মনঃপীড়া, কোন ভাবই স্বভাবের সহিত সমভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। নরপতির শোকানল দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। মহারাজের মনের অবস্থা ক্রমেই সুস্থির হইতে দেখিয়া, সময় বুঝিয়া তাঁহারা উদ্বাহ প্রস্তাব করিলেন। কালগতিকে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তণ হইলে বীরজিৎসিংহও তাঁহাদিগের

প্রবর্ত্তনায় দার পরিগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন। মহারাজ বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এই কথা রাষ্ট্র হইবা-মাত্র চারিদিক হইতে পাত্রীর সম্বাদ আসিতে আরম্ভ হইল। সম্বাদানুসারে ভট্টগণ নানাপ্রদেশে গমন ও কন্যাদিগের প্রতিমূর্ত্তি আলেখ্যে অঙ্কিত করিয়া আনয়ন করিতে আরম্ভ করিল। বীরজিৎসিংহ ঐ সকল চিত্র-পটস্থ প্রতিকৃতি নির্জনে বসিয়া সন্দর্শন করিতে করিতে সহসা একটী কন্যার প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন ও মনের বিনোদকারিনী বলিয়া মনোনীত করিলেন। তদনু-সারে তাঁহারই পাণিগ্রহণ মনস্থ করিয়া ঐ আলেখ্যখানি সভাসদ্গণের হস্তে বিন্যস্ত করিলেন। তাঁহারা আলেখ্য-অঙ্কিত প্রতিকৃতির রূপলাবণ্য দর্শনে মনেমনে স্থির করিলেন যে, মহারাজ যোগ্য পাত্রীতে প্রকৃষ্ট হইয়াছেন, অতএব জ্যোতির্ব্বিদ্‌পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহার লক্ষণ সকল বিবেচিত হইলে যদি ইনি যোগ্যপাত্রী হন, তবে যথোপযুক্ত পরিণয়ই হইবে। পরে লক্ষণবিদ্‌পণ্ডিত দ্বারা সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষিত হইয়া সেই কন্যা সর্ব্বসুল-ক্ষণা স্থিরীকৃত হইল। তখন তাঁহারা একবাক্যে নৃপতিগোচরে বিজ্ঞাপন করিলেন, মহারাজ! এই

কুমারী সর্ব্বাংশে আপনকার যোগ্যপাত্রী, কি রূপলাবণ্য, কি আঙ্গিক লক্ষণ, কোন অংশেই নৃপাসনের অননুরূপ নহেন; ইহাঁর সকলই শুভলক্ষণ। এমন কি ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইনি কস্মিন্‌কালেও দুঃখভাগিনী হইবেন না। ইহাঁর ভাগ্যলক্ষ্মীতে আকৃষ্ট হইয়া মহারাজের রাজলক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হইবেন; অতএব আমাদের বিবেচনায়, মহারাজের সম্মত হইলে এই কন্যার পাণিগ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ভূপতির অনুমত্যানুসারে পরিণয়দিনাবধারণ হইয়া অচিরাৎ উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। বীরজিৎসিংহ পূর্ব্বমহিষীশোক একেবারে বিস্মৃত হইয়া অল্পকালের মধ্যে নবপ্রণয়িনীর প্রণয়পাশে দৃঢ়তর আবদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে রাজার এরূপ অবস্থা ঘটিল যে, একবার মাত্র রাজসভায় পদার্পণ করিয়াও ক্ষণিক বিরহযাতনায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, একান্ত ব্যস্ততার সহিত যে কিছু অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য, তাহারই অবস্থা বিবেচনায় নিষেধ ও বিধির ব্যবস্থা করিয়াই পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন। কোনদিন বা তাহাও সম্পন্ন হইয়া উঠিত না, এক এক দিন এমন ঘটিত যে, কার্য্যগতিকে

কালবিলম্বের সম্ভাবনা থাকিলে, মুখভঙ্গীতে বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইত। এইরূপে নববধূর প্রণয়ে ও কুমারদ্বয়ের স্নেহে, বীরজিৎসিংহ অপার সুখের এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া সতত সানন্দচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কি সাংসারিক, কি বৈষয়িক কোন বিষয়ে তাঁহার আর কোন প্রকার অসুখ রহিল না। নব মহিষীর যৌবনকাল অতীত হইল তথাপি সন্তান সন্ততি হইবার কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না, তদ্দৃষ্টে পুরোস্ত্রী-বর্গের মধ্যে ঐ কথার আন্দোলন আরম্ভ হওয়াতে, কর্ণ-পরম্পরায় রাণীর কর্ণগোচর হইল, তাহাতে রাজমহিষী মনে মনে ক্ষুণ্ণ ও নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই অবধি রাজমহিষী আর কেশবিন্যাস করিয়া কবরী বন্ধন করিতে চাহেন না, অপরাহ্নে আর গাত্রে গন্ধদ্রব্য লেপন করেন না, আভরণাদি দ্বারা আর অঙ্গের সৌষ্টব সাধন করেন না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিচিত্র বসন আর পরিধান করেন না, মহারাজের সহিত আর পূর্ব্বের ন্যায় কৌতুক-রসে মগ্ন থাকেন না। নরপতি নবপ্রণয়িনীর পূর্ব্বভাবের বৈষম্য দৃষ্টে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া নানা বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন, পুরস্ত্রীদিগকে মহিষীর মান-

সক ভাব পরিজ্ঞানার্থ অনুরোধ করিলেন; সখিভাবাপন্ন সহচরীরা রাজমহিষীর অবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন বটে কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভূপতির নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন যে, আমরা রাজ্ঞীর উন্মনার বিষয় জানিবার জন্য বিধিমতে যত্ন ও চেষ্টা করিলাম, কোনরূপে তিনি মনের কথা ব্যক্ত করিলেন না; বোধ হয় কোন গুহ্য কারণ সংঘটন হইয়া থাকিবে, নতুবা আমাদিগের নিকট গোপন রাখিবার তাৎপর্য্য কি?

রাজ্ঞীর বিষণ্ণভাব দর্শন করিয়া বীরজিৎসিংহ প্রায় সপ্তাহকাল অন্তঃপুরে গমন করিলেন না; তিনি মনে করিলেন যে,আমি সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে প্রিয়ার অসুখবৃদ্ধি হইতে পারে, কারণ দুঃখের সময় আমোদোপকরণ প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না; অতএব অন্তঃপুরগমনে প্রতিনিবৃত্ত থাকাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু স্ত্রৈণ পুরুষ স্ত্রীর মুখাবলোকন না করিয়া শুদ্ধ সখিদিগের প্রমুখাৎ অবস্থা শুনিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। লাবণ্যময়ী কয়েকদিনের পর হৃদয়বল্লভের আগমনে দ্বিগুণতর অভিমানভরে অনর্গল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভূপতি প্রেয়সীর

তাদৃশী দশা দর্শনে একান্ত খিদ্যমান হইলেন; দশদিক অন্ধকারময় অনুভূত হইতে লাগিল; যেমন পূর্ণচন্দ্র ঘনঘটায় আচ্ছাদিত হইলে পৃথিবী তিমিরাবৃত হয়, নরপতি মহিষীর মুখশশী ম্লান দেখিয়া তদবস্থাপন্ন হইলেন। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতির পর, নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক, কথঞ্চিৎ রাজ্ঞীর মনঃ স্থির করিয়া নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজমহিষী, প্রাণবল্লভের ব্যাকুলতা ও নির্ব্বন্ধতা দর্শনে, আর ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া, সরলভাবে মহারাজের গোচরে বিষণ্ণতার কারণ ব্যক্ত করিলেন। বীরজিৎ এইরূপে লাবণ্যময়ীর মনোদুঃখের বৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া আশ্বাসিতবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু অনেক চিন্তা ও বিবেচনার পর সেই প্রদীপ্ত অন্তরাগ্নি নির্ব্বাণের উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, পুরস্ত্রীগণকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তাহারা কোনরূপ আর অপুত্রতার দোষ কীর্ত্তন করিয়া কোন কথার আন্দোলন না করে। এইরূপে ভূপেন্দ্র রাজ্ঞীর চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া, স্বয়ং নিশ্চিন্তভাবে সুস্থমনে পূর্ব্বভাবে কালাতিপাত

করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইতে না হইতে একটী অপ্রতিবিধেয় বিষম অনিষ্ট সংঘটন হইয়া উঠিল। মহারাজ ক্রমে ক্রমে লাবণ্যময়ীর প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়া এরূপ স্ত্রৈণ হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার আর কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য কি কান্তাকান্ত বিচার জ্ঞান রহিল না; স্ত্রৈণতা-নিবন্ধন প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রদ্বয়ের স্নেহ দয়া ও মম-তায় বিসর্জ্জন দিয়া ছিলেন। ফলতঃ অপত্যস্নেহপ্রবণ-হৃদয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা কদাচিৎ এবম্বিধ নির্দ্দয়াচরণ ও এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার সম্ভবে না।

অস্মদ্দেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে অনেকেরই এরূপ স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন প্রকার অনিষ্ট শঙ্কা করিয়া কোন ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় তাহারা সেই নিবারণ না শুনিয়া ঐ বিষয়ে আরও ঐকান্তিকতা প্রকাশ করে। সেই স্বভাবের অনুবর্ত্তিনী হইয়া পুরস্ত্রী-বর্গ কিছুকালমাত্র, নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত থাকিয়া, পুন-র্ব্বার পূর্ব্ব বাক্যের আন্দোলন আরম্ভ করিল। এবারে আর সে ভাব নহে, এবারে সুখময় কাননমধ্যে দুঃখানল প্রজ্বলিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। মহিষীর সহচরীগণ, যাহাতে লাবণ্যময়ীর সপত্নীপুত্রে বিদ্বেষ

জন্মে, অহর্নিশ কেবল এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। চেষ্টাও যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই, কালক্রমে তাহারা আপনাদিগের সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়া তুলিল, একদিন দিবাবসানসময়ে লাবণ্যময়ী সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া উপবিষ্টা আছেন, নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ হইতেছে, কথায় কথায় রাজ্ঞী কহিলেন, আমার শ্বেত ও বসন্তের তুল্য সুকুমারমতি, সুশীল ও সুবোধ বালক আর কাহার নাই, ইহারা দুইটিতে আমাকে কত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, মা মা বলিয়া সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে বেড়ায়, উহাদিগকে নয়নের অন্তরালে রাখিতে আমার ইচ্ছা হয় না ; উহারা যখন পাঠশালে গমন করে তখন আমি এই রাজপুরী অন্ধকারময় জ্ঞান করি, উহারা দুটি ভাইও পাঠশাল হইতে আসিয়াই যেন বহুকালের পরে আমার দর্শন পাইল এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। বাস্তবিক উহাদিগের সেই ব্যবহার দর্শন করিলে নবপ্রসূতা গাভীর অবরুদ্ধ বৎসের মুক্তির ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়। যাহা-হউক উহাদিগের আচরণে আর আমার সন্তান না হও-য়ার খেদ নাই ; আমি এত দিন কেবল ভ্রান্তিপ্রযুক্তই আপনাকে নিঃসন্তান জ্ঞান করিয়া মনে মনে বৃথা দুঃখ

করিতাম; নতুবা স্বপুত্র অপেক্ষা সপত্নী পুত্র হইতে অধিক সুখী হইতে পারা যায়। আমার শ্বেতটি যেমন কিঞ্চিৎ বয়োধিক, তেমন সুবোধও হইয়াছে, শ্বেত কোন কার্য্যেই আমার অবাধ্য হইয়া চলে না, বসন্ত এই কেবল পঞ্চম বর্ষীয় বালক বই নয়, তথাপি আমার বিরক্তিজনক কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় উহারা দুটি ভাই চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকুক্; আর আমার সন্তান না হইলেও তজ্জন্য মনস্তাপ নাই। এখন এই একবৎসর কাল অতীত হইলেই, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শ্বেতের উপনয়ন দিয়াই অমনি মহারাজকে বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিব। আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, শ্বেতের বিবাহ দিয়া নব বধূর সহিত ব্যবহার করিয়া সকলকে এই উপদেশ দিব যে, সপত্নী পুত্রে বিদ্বেষভাব না থাকিলে, কত সুখে সংসারধর্ম্ম করিতে পারা যায়। রাজমহিষী প্রফুল্লচিত্তে এই সকল কথার আন্দোলন করিয়া হাস্যকৌতুক করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় দাসী তরঙ্গিনী সহসা তথায় উপস্থিত হইল।

তরঙ্গিনী নিতান্ত অসূয়াপরবশ, সে কখন কাহার ভাল

দেখিতে পারে না, ইতি পূর্ব্বে তরঙ্গিনী অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজ্ঞীর সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে মনের ভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া, রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ঠাকুরাণি! আজি যে তোমায় অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত দেখিতেছি কেন, সন্তান হইবার কোন প্রকার উপায় হইয়াছে নাকি? তরঙ্গিনীর বাক্যে রাজমহিষী এই উত্তর দান করিলেন, পরিচারিকে! আর আমার সন্তানের কামনা নাই; তোমরা ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা কর যে, আমার শ্বেত ও বসন্ত দীর্ঘজীবী হউক, তাহা হইলেই আমি মনের সুখে কাল কাটাইতে পারিব। উহারা যে আমার গর্ভজাত সন্তান নয়, তাহা কি আমার কুমার দুটির মনে একবারও উদয় হয় না। বিধাতা কৃপা করিয়া আমায় যে দুটি অমূল্য নিধি অর্পণ করিয়াছেন, আমি তাহাতেই পরিতৃপ্ত আছি; আর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র শ্বেতের বিবাহ দিয়া একটী নব বধূর মুখাবলোকন করিতে পারিলেই আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়।

তরঙ্গিনী মহিষীর বাক্য শ্রবণে একবারে চমকিত

ও বিস্মৃত হইয়া ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন, হাঃ পোড়াকপালে! তোমার যেমন বুদ্ধি, যেমন বিবেচনা, উত্তরও তদনুরূপ বটে, পরের ছেলে কখন আপনার হয়? আর ইহা আমি কস্মিন্‌কালেও শুনি নাই যে, সপত্নীপুত্র হইতে বিমাতার সুখ সম্ভোগ হয়। তবে যে, তুমি কি জন্য আশারূপ মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্তচিত্ত হইতেছ, তাহা বলিতে পারি না, বোধ হয় কেবল বিধাতার বিড়ম্বনাতেই এরূপ মতিচ্ছন্ন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা দেবতাস্থানে মাথা কুঁড়িয়া মরি ও কত মানস করি যে, তোমার গর্ভে একটী সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করে; তুমি কি না আমার শ্বেত, আমার বসন্ত, এই করিয়া মর। তোমাকে বিধাতা নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ আমাদের চেষ্টায় কি ফলোদয় হইবে? একটী প্রবাদ আছে, "যার বে তার ধুম্ নাই, পাড়া পড়শীর ঘুম্ নাই" আমাদের ও ঠিক্ সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। তোমার সন্তান হইবে, তুমি সুখ ভোগ করিবে, তাহার জন্যে সদাই আমরা কেবল চিন্তা সাগরে মগ্ন থাকি; তোমার কোন ভাবনা চিন্তা নাই। আমাদের কি? আমরা তোমার দাসী বই ত নয়, তোমার সুখ হইলে যদি সেই

সঙ্গে আমাদেরও কিঞ্চিৎ হয় এইমাত্র। যদি বিবেচনা করিয়া দেখ, তবে তোমার সন্তান না হইলে, আমাদের এমন কিছু বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ; কারণ আমাদের ত চাকরি নিত্য নয়, আজি আছে কালি আবার না থাকিতে পারে। যদি কেবল আমার কথায় মনে প্রত্যয় না জন্মে, তবে রেবতীকে ত বিশ্বাস আছে, তাহাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির বোধ হয়, তাহাই না হয় কর ; আমি কেবল যাহাতে তোমার পরিণামে ভাল হয়, সেই মন্ত্রণা দিতেছি। রেবতী আমার মতে অনুমোদন করে কি না, তাহাকে একবার বলে দেখ ?

তরঙ্গিনীর বাক্যবিন্যাসে মহিষীর মন অপেক্ষাকৃত বিদ্বেষাকৃষ্ট হইয়া উঠিল। তখন তিনি মনে করিলেন, তরঙ্গিনী যে আমায় এত কথা বলিতেছে, ইহাতে উহার কি স্বার্থ আছে ? বিনা স্বার্থে এরূপ ব্যগ্রতা দেখাইবার আবশ্যকতা কি ? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে মহিষীর মনটাও কিছু বিচল হইয়া উঠিল। তখন তিনি মনে করিলেন, যদি উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আর আমার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা

না করে, তবে তখনকার উপায় কি ? হয় ত মহারাজ শ্বেতের হস্তে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবেন। সে সময়ে যদি শ্বেত সপত্নীপুত্রবৎ বিদ্বেষ-পূর্ণনেত্রে সর্ব্বদা আমায় নিরীক্ষণ করে, তাহা হইলে তখন ত আর কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু আবার ইহাও মনে হই-তেছে, যদি স্বীয় গর্ভজাত সন্তান স্ববশে না থাকে এবং স্বকীয় জননীর ন্যায় ভক্তি, শ্রদ্ধা কিম্বা আন্তরিক যত্ন না করে, তবে তাহার ত উপায়ান্তর নাই ; অতএব সেরূপ স্থলে স্বপুত্র ও সপত্নী পুত্র উভয়ই তুল্য ; ফলতঃ আপ-নাপন ব্যবহার দোষেতেই লোকে পতি কি পুত্রের অশ্রদ্ধেয় হয়। নতুবা সাধু ব্যবহার কিম্বা সদাচরণ দ্বারা কখন কাহার বিরাগভাজন হইতে হয় না। বিশেষতঃ শ্বেত ও বসন্ত শৈশবাবস্থায় মাতৃহীন হইয়াছে, উহাদিগের মনে আমার প্রতি বৈমাত্রেয় ভাব উদয় হইবার সম্ভা-বনা নাই। তবে যদি কেহ কুমন্ত্রণা দিয়া বিরাগোৎ-পাদন করিয়া দেয়, সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ নানাবিষ-য়ের আন্দোলন করিয়া,তিনি মনে মনে সংশয়ারূঢ় হইলেন। পরে রেবতীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা

উচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এমন সময়ে সহসা রেবতীকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, রাজমহিষী মনে করিলেন, বিধাতা বুঝি অনুকূল হইয়া আমার মনঃক্লেশ নিবারণ জন্য রেবতীকে আমার সমীপে আনয়ন করিলেন। রেবতী লাবণ্যময়ীর মলিনবদন সন্দর্শনে বিমর্ষভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিষী, রেবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! তোমরাই আমার প্রিয়সখী, তোমরাই আমার সহচরী, তোমরাই আমার পরিচারিণী, তোমরাই আমার সম দুঃখভাগিনী, তোমরাই আমার পরমহিতৈষিণী, তোমরাই আমার ভাবী সুখ দুঃখের চিন্তাকারিণী, আমি সেই জন্য সমস্ত মনের কথাও অসঙ্কুচিতচিত্তে তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকি। ইহাতে আমার মনঃক্লেশও অনেকাংশে হ্রাস হয়। আমি সন্তান না হওয়ায় এত দিন বিষণ্ণমনে তাহার উপায়চিন্তনে প্রবৃত্ত ছিলাম, কিয়দ্দিবস হইল, মহারাজ লোকপরম্পরায় ঐকথা শ্রুতিগোচর করিয়াই নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা করেন, আর আমিও ইদানীং শ্বেত ও বসন্তের সদ্ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইয়া সে সকল একবারে বিস্মৃত হইয়াছি। বরঞ্চ,

সপত্নীসন্তান বলিয়া দিন দিন বিদ্বেষ পরিবর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক্, স্নেহ ও মমতার সঞ্চার হইয়া উহাদিগকে স্বীয় গর্ভজাত সন্তাননির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতেছি। এক্ষণে আমার অন্তঃকরণ এরূপ স্নেহাকৃষ্ট হইয়াছে যে, উহাদিগের বিপক্ষে কেহ কোন কথা উত্থাপন করিলে, সেই ব্যক্তি আমার বিদ্বেষের পাত্র হইয়া উঠে। বলিতে কি, উহারা সচ্ছন্দে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াইলেই আমার সন্তোষ থাকে; যদি কোন দিন কাহারও একটু অসুখ বোধ হয়, তবে আমার মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

মহিষীর বাক্য শেষ হইলে, রেবতী কহিল, ঠাকুরাণি, এটি অস্বাভাবিক কার্য্য, ইহাতে তোমার প্রশংসা ভিন্ন অযশের সম্ভাবনা নাই, তবে যে, আজি এরূপ বিষণ্নভাব দেখিতেছি, তাহার কারণ কি? আমার অনুভব হইতেছে, বুঝি মহারাজের সহিত কোন প্রকার কথান্তর উপস্থিত হইয়া তোমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তুমি ছল করিতেছ, অথবা কৌশল করিয়া লজ্জাবশতঃ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া গোপন রাখিতেছ; কি ঘটিয়াছে স্পষ্ট করিয়া

বল। লাবণ্যময়ী আর কতক্ষণ মনের কথা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্ত্রীজাতি স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সখি রেবতি! মহারাজ এমন কোন কুবাক্য বলেন নাই যে, তাহাতে আমার মনঃদুঃখ উপস্থিত হইবে; আমার শ্বেত এবং বসন্তও এরূপ কোন অন্যায়াচরণ করে নাই যে, তাহাতে আমি দুঃখী হইব; অদ্য তরঙ্গিনী, আমারই হিতের নিমিত্ত যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছে তাহাতেই আমার মনের ও বদনের প্রফুল্লতা নষ্ট করিয়াছে। কাহারও দোষ নাই, হয় আমার অদৃষ্টের দোষ, না হয় আমার বুদ্ধির দোষেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; পূর্ব্বে শেষ ভাবিয়া কার্য্য না করিলেই পরিণামে মনস্তাপ ও গতানুশোচনা উপস্থিত হইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করে। রেবতি! এক্ষণে তুমি যদি ইহার একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, তবে ত সব দিক্ বজায় থাকে, নতুবা ভাবী বিষয়ের ভাবনাতে আমার শরীর ও বল ক্ষয় হইয়া পরিশেষে জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দেখ রেবতি, তরঙ্গিনী, আমারই যাহাতে ভাল হয়, ভবিষ্যতে আমি যাহাতে সুখী হইতে

পারি, সেই উপদেশই দিয়াছে ; কেবল মনের স্বভাবানুসারে নানা বিষয় আবির্ভূত হইয়া আমাকে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছে। এখন আমি কি করি, কোন পথইবা অবলম্বন করিয়া চলি ; তচ্চিন্তাতে অহরহ হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছে। রেবতি, তুমি অতি বুদ্ধিমতী, সকলেই তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তুমি অবশ্যই ইহার একটা সদুপায় করিতে পারিবে ? অতএব আমার সঙ্কটের কথা বলি শ্রবণ কর। রেবতী ইতি পূর্ব্বে তরঙ্গিনীর মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল, তথাচ এক্ষণে যেন বিন্দুবিসর্গও জানেন না, এরূপ ভান করিয়া নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, রাজ্ঞি ! কি ঘটিয়াছে বল, শুনিয়া যদি পারি ত, একটা উপায় করিবার চেষ্টা করিব। রাজমহিষী লাবণ্যময়ী, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, আমি এক্ষণে কোন দিক্ রক্ষা করি ? সপত্নীসন্তানদিগকে স্বপুত্র-নির্বিশেষে একান্ত যত্ন ও স্নেহ সহকারে প্রতিপালন করি, না উহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া, যাহাতে মহারাজেরও বিষদৃষ্টিতে পতিত হয় তদুপায় চিন্তনে সতত রত থাকি ; ইহার অন্যতর স্থির করিতে

পারিতেছি না। লাবণ্যময়ীর কথা শেষ হইলে, রেবতী কহিল মহারাণি! আমরা তোমার দাসী, সুতরাং সততই তোমার সুখাভিলাষী, যাহাতে তুমি চিরকাল সুখে থাকিতে পার, তাহাই আমরা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকি; সুতরাং ভাবী মঙ্গলামঙ্গল পরিদর্শনে ব্রতী থাকিতে হয়। আবার স্নেহের এরূপ স্বভাব যে, স্নেহাস্পদের ভাবী অবস্থার অমঙ্গলই অগ্রে দৃষ্টিপথে পতিত হয়; নতুবা শ্বেত আর বসন্ত ইহারা অতিশয় শান্তস্বভাব, কস্মিন্‌কালেও যে, উহারা আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট সংঘটন করিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; যদি রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তোমার দাসী বলিয়া আমাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়, তৎকালে দাসীবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই সেই অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ হইবে। তবে কি জান, "যার খাই, তার গাই" তোমার কাছে আছি, যাহাতে তোমার হিত হইবে, অগ্রসূচী সে কথা জানাইতে হইবে; তারপর তোমার হিত তুমি বুঝিতে পার ভাল, নচেৎ কষ্ট পাইবে, তাহাতে আর আমরা দোষী হইব না। লাবণ্যময়ী কহিলেন, কিসে যে, তোমরা

আমার অনিষ্ট সূচনা করিতেছ, আমি একাল পর্য্যন্ত তাহার কোন সূত্র অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। সেই অনিষ্ট বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না হইলে, আমি কদাচ ঐ মাতৃহীন বালক দুটীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কি উহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তোমরা যদিও আমার হিত চেষ্টা করিতেছ, তথাপি আশু আমার নিকট তাহা অহিতরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; বলিতে কি, আমার প্রাণ অপেক্ষা, শ্বেতও বসন্ত অধিক প্রিয়। লাবণ্যময়ীর এরূপ বাক্যপরম্পরা শুনিয়া রেবতী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, তোমার ইচ্ছা! আমাদের কি? আমরা নয় তোমার কাছে আর না থাকিব। যখন শ্বেত বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, মহারাজ তাহাকে রাজ্যভার দিবেন, যখন সমস্ত আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য তাহার হস্তগত হইবে, যখন শ্বেতের স্ত্রী রাজমহিষী হইবে, তখন কি আর আমরা দাসীর দাসী হইয়া থাকিব, তাহা কদাচ হইবে না; "যাক্‌প্রাণ থাকুক মান" আমরা এ প্রাণ থাকিতে তাহা সহ্য করিতে পারিব না। লাবণ্যময়ী, রেবতীর উত্তেজক বাক্যে ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিল, আমি কি

তোমাদের অমতে কখন কোন কার্য্য করিয়া থাকি না করিব। তবে কি জান, কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার বিশেষরূপে বিবেচনা ও আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। রেবতী কহিল, তবে এখন আর কি; শ্বেত ও বসন্তের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হও, নচেৎ ভদ্রস্থতা নাই।

লাবণ্যময়ী একেত মহারাজের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী, আদরপেয়ে একেবারে মস্তকে চড়িয়া বসেছেন, সর্ব্বদাই কেবল আত্মগরিমায় প্রমত্ত ও সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত; অহঙ্কারে পৃথিবীকে যেন একেবারে সরা খানার ন্যায় জ্ঞান করেন; তাহাতে আবার পরিচারিকাগণের উদ্দী-পক বচন পরম্পরা, একেত স্ত্রীজাতির মন সহজে অসূয়াপরবশ, তাহাতে যদি কোন প্রকার দোসর যুটিয়া উঠে, তবে কি আর রক্ষা থাকে? ঐ যে রেবতী কহি-য়াছে শ্বেতের স্ত্রী রাজমহিষী হইবে, তুমি তাহার অধীন হইবে, এমন কি দাসীর ন্যায় হইয়া থাকিতে হইবে; আমরা কি দাসীর দাসী হইব? তাহা কদাচ হইবে না। এই কথাতে লাবণ্যময়ীর চিরসঞ্চিত ঈর্ষ্যানল প্রবল-বেগে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। যেমন বিবরস্থিত কুণ্ড-

লিত ফণী অকস্মাৎ অঙ্গস্পর্শে একবারে ফণা উত্তোলিত ও ফোঁস ফোঁস শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠে, রাণী তদ্রূপ শ্বেত ও বসন্তের প্রতি একবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, তখন তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া অন্যান্য লোকে এই মনে করিয়াছিল, বুঝি তিনি শ্বেত ও বসন্ত কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে রাজমহিষীর মুখ হইতে এই কথা বিনির্গত হইতে লাগিল, "কিঃ!! আমি শ্বেতের স্ত্রীর দাসী হইয়া নিতান্ত অনার্য্যের মত জীবন ধারণ করিব? ইহা কখনই হইবে না"। যাহা হয় অবিলম্বে একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। শ্বেত ও বসন্তের প্রতি যে, রাণীর স্বপুত্রনির্বিশেষে স্নেহ, দয়া ও মমতা ছিল, তাহা এককালে অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। অধুনা কিরূপে তাহারা দেশত্যাগ অথবা জীবনত্যাগ করে সর্ব্বদা কেবল তচ্চিন্তাতেই কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। লাবণ্যময়ী, আশু অভীষ্ট সাধনের কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, তরঙ্গিনীকে উপস্থিত ব্যাপারের উত্তরসাধিকা জানিয়া কহিলেন, তরঙ্গিনি! যদি তুমি আমাকে বিষলাড্ডু প্রস্তুত করিয়া দিতে পার,

তাহা হইলে আমি তদ্দ্বারা ভাবী উৎপাতের নিঃশেষ করিয়া ফেলি। তরঙ্গিনী, রাজমহিষীর বাক্য শ্রবণে চকিত ও বিস্মিত হইয়া কহিল ঠাকুরাণি, তুমি এবম্বিধ দুঃসাহসিক দস্যুবৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত কখনই হইবে না। এইরূপ কার্য্য ঘটিলে আমাদের কাহারও পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই। মহারাজ, নিশ্চয়ই এই দুরভিসন্ধির অন্তস্তত্ত্ব জানিতে পারিবেন, তাহা হইলে হয় ত আমাদের জীবন-দণ্ডরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া ক্ষান্ত হইবেন। অত-এব আমার কথা শুনুন্, এরূপ দুরূহ ব্যাপারে কোন রূপেই প্রবৃত্ত হইবেন না ; এ পরামর্শ সৎপরামর্শ নহে ; ইহাতে অযশ, অপমান, কলঙ্ক না হয় ত জীবনদণ্ড পর্য্যন্ত পরিণামফল হইতে পারে। রামায়ণে শুনি-য়াছ ত ? রাজা রামচন্দ্র, একজন সামান্য রজকের মুখে জানকীর অযশঃ শুনিয়া, একান্ত বিকলান্তঃকরণ হইয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সীতাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছিলেন ; আমার বিবেচনায় রামচন্দ্রের অপেক্ষা স্ত্রীতে মমতা মহারাজের অধিক নহে। তুমি যদি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া থাক, তবে রেবতীর সহিত মন্ত্রণা ও যুক্তি করিয়া যাহা সৎ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, সেই পথ অবলম্বন

করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ। কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, অধৈর্য্য হইয়া কোন কার্য্য করিবে না। মন যখন নিতান্ত বিচল হয়, তৎকালে কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে হইলে, তীক্ষ্নবুদ্ধি, দূরদর্শী, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাস্তবিক এ সকল কার্য্য এরূপ সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত সম্পাদন করা উচিত, যাহাতে সকল দিক্ বজায় থাকে এবং লোকসমাজে নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ না হইতে হয়। তরঙ্গিনীর কথায়, লাবণ্যময়ী আপাততঃ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু সেই দুরভিসন্ধি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তরঙ্গিনীকে কহিলেন, তবে অচিরে রেবতীকে আমার সমীপে ডাকিয়া দাও; তাহার সহিত যুক্তি করিয়া যাহা সৎ বলিয়া বোধ হয়, সত্বরে তাহার একটা উপায় করা যাউক। কি জানি মনকে ত বিশ্বাস নাই; পাছে আবার ঐ পামরদিগের প্রতি পূর্ব্বেরন্যায় স্নেহ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে কি আর অভীষ্টসিদ্ধিতে যত্ন থাকিবে? আমার অন্তঃকরণ ঐ চিরবদ্ধ বৈরীদিগের স্নেহে যেরূপ আকৃষ্ট হইয়া ছিল, সে কথা আর কি বলিব; এত যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছে তথাপি ঐ হত-

ভাগাদিগের জন্যে মনটা এক একবার কান্দিয়া উঠে। তোমরা প্রথমে যখন এই কথার প্রস্তাব কর, তখন তোমাদিগকেও শত্রুজ্ঞান করিয়াছিলাম; বলিতে কি, এতদূর পর্য্যন্ত মনে উদয় হইয়াছিল যে, মহারাজের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তোমাদিগকে বিলক্ষণ প্রতিফল প্রদানপূর্ব্বক পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। কারণ সে সময়ে আমার মনে এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, শ্বেতও বসন্তকৃত ভবিষ্যতে অনিষ্ট হইবার কথাও প্রাণে সহ্য হইত না। এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে, দেখিলাম বিপৎপাত-সময়ে তোমরাই আমার সহায়, এই আপতিত বিপজ্জাল হইতে কেবল তোমরাই আমাকে মুক্ত করিলে, তোমা-দের তুল্য হিতৈষিণী আমার আর জগতে কে আছে? যখন এই অলক্ষিত বিপৎপাত তোমাদিগের কর্ত্তৃক লক্ষিত হইয়াছে, তখন তোমরাই ইহার প্রতিবিধানের উপায় করিয়া দিবে। তবে আর বিলম্ব কর না, রেব-তীকে বলিয়া যাহাতে শীঘ্র শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ হয় তাহার উপায় স্থির কর।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, বন্ধ্যানারীগণ প্রায়ই এক একটি মার্জ্জার প্রতিপালন করিয়া, অপত্যা

ভাবদুঃখের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। লাবণ্যময়ীও সেই দেশপ্রচলিত নিময়ের অনুবর্ত্তিনী হইয়া একটি বিড়াল পুষিয়া ছিলেন। এক্ষণে সেই পালিত মার্জ্জারটি উপস্থিত দুরভিসন্ধি সাধনের প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিল। রাজমহিষী, স্বীয় প্রিয় পরিচারিকা রেবতী ও তরঙ্গিনীর সহিত যুক্তি ও মন্ত্রণাপূর্ব্বক সপত্নী পুত্রদিগকে মহারাজের বিরাগভাজন করিবার নিমিত্ত এক এক দিন এক এক অদ্ভূতকাণ্ড উপস্থিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শ্বেতের একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল দেখিয়া, মহারাজ বীরজিৎসিংহ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা দিনাবধারণ পূর্ব্বক মহাসমারোহে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। ইতি পূর্ব্বে রাজমহিষী শ্বেতের উপনয়ন দিব ও উপনয়নের পর বিবাহ দিব বলিয়া যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কার্য্যকালে আর তাহার অনুমাত্রও দৃষ্ট হইল না। ইহাতে মহারাজের মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। কিন্তু শুভকর্ম্ম সম্পাদনে তৎপর ছিলেন বলিয়া, তৎকালে তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই; অধুনা অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া, সহসা এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবার কারণ কি, তাহার অন্তস্তত্ত্ব জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, রাজ্ঞীর আর সে ভাব নাই, তিনি শ্বেত ও বসন্তের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন; বিরক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজমহিষী নৃপতি গোচরে এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, আমি ভাবিয়াছিলাম

আমার সন্তান হইল না, তজ্জন্য আর আমি আক্ষেপ করিব না, শ্বেত ও বসন্তই আমার অপত্যাভাব দুঃখের অবসান করিবে। লোকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অপুত্রক দুঃখ দূরীকরণ করে; আমি সপত্নী সন্তান দ্বারা কি তাহা নিবারণ করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। উহারা ত আমার পর নয়, নিজসন্তান বলিলেই হয়; যাহারা কেবল বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী, তাহারা সপত্নী-সন্তান সহ অসদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার অনর্থোৎপাদন করে। আমি মনে করিয়াছিলাম সস্নেহ সাধুব্যবহার দ্বারা উহাদিগকে বশতাপন্ন রাখিয়া অন্যের মন হইতে সেই ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিব ও চিরবদ্ধমূল বিদ্বেষ অন্তর্হিত করিব। কিন্তু বিধাতার কেমন বিড়ম্বনা, সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আমি যত যত্ন করি ও আত্মা শ্রদ্ধা করি, কিছুতেই উহারা আমার বশতা স্বীকার করিতে চায়না। সর্ব্বদাই কেবল আমাকে মনঃপীড়া দেয় ও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে। মহারাজ! এ অভাগীর দুঃখের কথা আর কত শুনিবেন বলুন।

বীরজিৎসিংহ, লাবণ্যময়ীর প্রমুখাৎ এই সকল আভ্য-

ন্তরিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কিছুকাল নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া আর কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে মহিষীকে কহিলেন, প্রিয়ে! যতদিন পর্য্যন্ত উহারা বয়োধিক ও জ্ঞান প্রাপ্ত না হইতেছে ততদিন উহাদিগের আচার ব্যবহারের সদসৎ বিচার করা ও বিচার করিয়া দোষী স্বাব্যস্ত করা বিধিসঙ্গত কার্য্য নহে। এক্ষণে বালক বলিয়া উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যদি নিজ গর্ভজাত সন্তান হইত, তবে কি বালক বলিয়া উপেক্ষিত না হইয়া অশ্রদ্ধার পাত্র হইত, তাহা কখনই হইত না। মহারাজ এবম্বিধ নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে রাণীকে প্রবোধ দিলেন; লাবণ্যময়ীও যেন মহীপতির কথায় বিকলান্তঃকরণের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন, এইরূপ ভাণ করিয়া রহিলেন। বীরজিৎসিংহ, মহিষীর তৎকালের অবস্থা দৃষ্টে মনে মনে স্থির করিলেন যে, যদি আর কোন প্রকার আকস্মিক উৎপাত উপস্থিত না হয় তবে আর অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা থাকিল না। এবারে রাজ্ঞীর মনঃস্থির হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। শ্বেত ও বসন্ত অতি বুদ্ধিমান ও সুচতুর এবং শান্তশিষ্ট বটে; তবে যদি বলি স্বভাববশতঃ কোন অন্যায় কার্য্য

করিয়া থাকে, ইহার পরে বিদ্যাশিক্ষাপ্রভাবে নম্রতা ও সহিষ্ণুতাগুণোপেত হইলে আর কোন প্রকার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইবে না। পরন্তু শ্বেতের বিবাহ দিলেই মহিষী নববধূর সমাগমে সানন্দমনে সদ্ব্যবহার করিতে রত থাকিবেন। ক্রমান্বয়ে সাধুব্যবহার অভ্যস্ত হইলে অন্তঃকরণে আর বিদ্বেষ ভাবের আবির্ভাব হইতে পারিবে না, সুতরাং আর কুটিলপথে পদার্পণ করিতেও ইচ্ছা হইবে না; তাহা হইলেই আমার মনের উদ্বেগ দূর হইবে ও আমি সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিব।

নরপতি অন্তঃপুর হইতে প্রস্থান করিলে, লাবণ্যময়ী, তরঙ্গিনী ও রেবতীর মন্ত্রণা শুনিয়া কপটমায়া প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহে ও যত্নে কুমার দ্বয়কে পালন করিতে লাগিলেন। শ্বেত ও বসন্ত, একাল পর্য্যন্ত এই চক্রান্তের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই; তাঁহারা লাবণ্যময়ীর সহিত পূর্ব্বাপর সরল ব্যবহারই করিয়া আসিতেছেন। তবে, যে মধ্যে মধ্যে বিমাতার মুখভঙ্গিতে বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইত, তাহাতে মনে করিতেন যে, হয় ত, আমাদেরই

কোন অন্যায়াচরণে কিম্বা অশিষ্ট ব্যবহারে, অথবা সাংসারিক কোন না কোন ঝঞ্ঝাটে এইরূপ বিরাগোৎপাদন হইয়া থাকিবে। তাঁহারা স্বপ্নেও জানিতেন না যে, বিমাতার ষড়যন্ত্রে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে অপার দুঃখার্ণবে পরিক্ষিপ্ত হইতে হইবে। মহারাজও মহিষীর বিদ্বেষানল সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাপিত হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, দুর্দ্দমনীয় প্রবল বিদ্বেষানলে, তদীয় পুরী একেবারে ছার ক্ষার হইবার উপক্রম হইয়াছে। ঐ শ্বেত ও বসন্ত অভাগা বালকদ্বয়, লাবণ্যময়ীপ্রজ্জ্বলিত অগ্নিকাণ্ডের শুষ্ক ও অসার ইন্ধন এবং রেবতী ও তরঙ্গিনী, ঘৃত ও ধুনা স্বরূপা। ইহারা যে অন্তঃপুরের অন্তর দগ্ধ করিবার অভিলাষে সংযোজনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তিনি কিরূপে জ্ঞাত হইবেন। যখন সমুদায় উপকরণ একত্রীকৃত হইয়া হুতাশন দুর্নিবার হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইল, তৎকালে ভূপতির চৈতন্য হইল। তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই অগ্নিতে আমার রাজ্য, সুখ ও সম্পত্তি এককালে ভস্মসাৎ হইবে। বিপদকালে সকলেরই বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে, বুদ্ধি স্থির না হইলে

কাহারও দ্বারা কোন প্রকার সদুপায় হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং বীরজীৎ সিংহ সে সময়ে মন্ত্রণা করিতে কি বুদ্ধিস্থির করিয়া বিবেচনা করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না; তাহাতে তাহার কোন প্রতিবিধান না হওয়াতে বিষম অনর্থ সংঘটন হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পালিত মার্জ্জার লাবণ্যময়ীর দুরভিসন্ধি সাধন সময়ে প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিবে। এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা দেখুন, সত্যই তাহাই ঘটিল। শ্বেত ও বসন্ত, চিরদিনই বিমাতার সহিত এক শর্য্যায় শয়ন করিত, রাজ্ঞী স্বীয় পালিত মার্জ্জারটিকেও আপন সমীপে সেই শয্যাতেই শয়ন করাইতেন; রেবতীর পরামর্শ ক্রমে সে রাত্রিতে ঐ মার্জ্জারকে বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক রাজমহিষী কপট নিদ্রায় অবিভূত হইলেন। রাজকুমারদ্বয়, সপত্নীমাতার উভয় পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রিত হইল। লাবণ্যময়ী কিছুকাল নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া, অতি সতর্কতার সহিত শ্বেত ও বসন্তের সুষুপ্তির পরিচয় পাইয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ঐ পোষিত মার্জ্জারটিও এতক্ষণ রাণীর হৃদয়স্থিত হইয়া সুখে নিদ্রা

যাইতেছিল; সহসা সেই নিদ্রিত মার্জ্জারের পুচ্ছদেশ রাজ্ঞী সজোরে বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলে, মার্জ্জার নিদ্রাবস্থায় মর্ম্মান্তিক যাতনা-প্রদ লেজমর্দ্দনে একবারে অধীর হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে মহিষীর বক্ষঃস্থল তীক্ষ্ণ নখরপ্রহারে স্থানে স্থানে ক্ষত-বিক্ষত করিল। রাজ্ঞী তখন কৃতব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। পরিচারিকাগণ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে নিদ্রা যাইতেছিল, অকস্মাৎ রাজমহিষীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, আস্তে ব্যাস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, শ্বেত ও বসন্ত রাজ্ঞীর উভয় পার্শ্বে গাঢ় নিদ্রায় বিচেতন আছেন, লাবণ্যময়ী অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন ও যাতনায় অস্থির হইয়া ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে-ছেন, তাঁহার অঙ্গাবরণ বস্ত্রসমুদয় শোণিতসিক্ত হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অপূর্ব্ব মুখশ্রী যেন প্রদোষ কালীন শতদলের ন্যায় নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়াছে। সেবিকা-গণ, ঠাকুরাণীর সহসা ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে চকিত ও বিস্মিত হইয়া রহিল; ক্ষণকাল তথায় সেই

ভাবে দণ্ডায়মানা থাকিয়া রাজমহিষীর মুখ হইতে কেবল কাতরস্বরে এইমাত্র বাক্যস্ফুরণ হইতে লাগিল যে, শীঘ্র মহারাজকে ডাকিয়া আন, যাতনায় আমার প্রাণ প্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে। পরিচারিকাগণ তাঁহার সেই কাতরোক্তিকেই আদেশ জ্ঞান করিয়া নরপতি-সন্নিধানে গমন করতঃ উপস্থিত বিপৎপাতের কথা তাঁহার গোচর করিল। মহীপতি, মহিষীসংক্রান্ত অসম্ভব অবস্থার কথা শুনিয়া আর কোন ক্রমেই স্থির থাকিতে না পারিয়া সাতিশয় ব্যাস্ততার সহিত অন্তঃপুরে রাজ্ঞীর শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন। তথায় সমাগত হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তমার অঙ্গাবরণ শোণিতাদ্র সন্দর্শনে একবারে জড়প্রায় নিশ্চল হইয়া চিত্রিত পুত্তলিকা-বৎ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে কি কোন কথা বলিতে পারিলেন না; ভয়ে ও দুঃখে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, অঙ্গে স্বেদ-বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। সেই ভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, বীরজিৎ সিংহ, লাবণ্যময়ীর সমীপস্থ হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, প্রিয়ে! কে তোমার এরূপ অবস্থা করিয়াছে শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বল, আমি প্রতীজ্ঞা করি-

তেছি এখনই তাহার মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। কে সাহসপূর্ব্বক ভুজঙ্গশিশুর মুখে হস্তার্পণ করিয়াছে, কে যে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পতঙ্গবৎ আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কার স্কন্ধে এত শোণিত বৃদ্ধি হইয়াছে, কোন দ্বিমস্তক পুরুষ এরূপ অসম সাহসিকের কার্য্য করিল তাহা শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বল, আর যে বিলম্ব সহ্য হয় না; যে পর্য্যন্ত বৈরনির্যাতন করিতে না পারিতেছি, তত-ক্ষণ আমার মনের আবেগ দূর হইতেছে না। আর গৌণ কর না শীঘ্র বল, ক্রোধানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; কালবিলম্ব না করিয়া ব্যক্ত কর কে তোমার এ অবস্থা করিয়াছে।

লাবণ্যময়ী, আপন সমীপে প্রাণবল্লভকে সমাগত দেখিয়া অভিমানভরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতরতার সহিত রোদন আরম্ভ করিলেন। ভূপতি ও প্রেয়সীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া একান্ত ব্যগ্রতায় বারম্বার জিজ্ঞাসা ক-রিতে লাগিলেন। আত্মাভিপ্রায় সিদ্ধির উপযুক্ত সময় বিবে-চনা করিয়া প্রকৃত অবস্থা সঙ্গোপনপূর্ব্বক একটি কাল্প-নিক ঘটনা উত্থান করতঃ সেই মিথ্যা অবস্থা সাজাইয়া তদ্বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমাগত অশ্রুজল বিমো-

চন করিতে লাগিলেন মধ্যে মধ্যে হা হতঽস্মি! হা দগ্ধঽস্মি! বলিয়া রোদন, করিতে লাগিলেন ইহার মধ্যে অবকাশ কালে গদগদস্বরে বাক্য নিঃসরণপূর্ব্বক কষ্টে সৃষ্টে কহিতে লাগিলেন। লোকের দুরভিসন্ধি সাধনের উপকরণেরও কি অপ্রবল ঘটে না; পাপীয়সী স্মরহত্যাকারিণীদিগের অন্তঃকরণে কি দয়ারলেশমাত্র থাকেনা; এই নিরপরাধ কুসুম সুকুমার কুমারদুটীকে অনায়াসেই নির্ব্বাসিত করিল। ধিক, স্ত্রৈণপিতাকেও ধিক্! হৃদয়কান্ত! বলিতে কি, পাছে উহাদিগের অযত্ন হয় বলিয়া, আমি বালক দুটিকে অন্যের কাছে রাখিতে কি দাসীদিগের ও যত্নের উপর নির্ভর করিতে ভাল বাসিনা। সর্ব্বদা কেবল শ্বেত কি খাবে, বসন্ত কি খাবে, কিসে উহারা ভাল থাকিবে, ইহা লইয়াই ব্যস্ত ও বিব্রত থাকি। মহারাজ আমি সপথ্পূর্ব্বক কহিতেছি, আজিও আমি সেই প্রকার করিয়া উহাদিগের আহারাদি সমাপনের পর, কত যত্ন করিয়া উভয় ভ্রাতাকে উভয় পার্শ্বে শয়ন করাইয়া, শীঘ্র নিদ্রাবেশ হইবার আশয়ে নানাপ্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম; নিদ্রা যাইবার পূর্ব্ব-ক্ষণে বোধ হইল যেন, উহারা দুটিভেয়ে নিদ্রিত হইল।

আর আমি এর পর ভাল মন্দ কিছুই জানি না। অল্প-ক্ষণ পরে দেখি যে, এক ভাই আমার হস্ত পদাদি ধারণ করিয়া বসিয়া আছে; অপর ভ্রাতা আমার হৃদয়োপরি উপবিষ্ট হইয়া ছুরিকা দ্বারা গলদেশে আঘাত করিবার উপক্রম করিতেছে। এই নিদ্রাবস্থায় আকস্মিক বিপৎ-পাতে আমার নিদ্রা অন্তর্হিত হইয়া ভয় সঞ্চার হইল, তখন কি করি, আর কোন প্রতিবিধানের পথ না পাইয়া, বলপূর্ব্বক উহাদিগকে ধাক্কা মারিয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিলাম। ছুরিকা খানি কোথায় যে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধান দ্বারা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। হটাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে ভয়বিহ্বলচিত্তে কে যে হস্ত পদ ধারণ করিয়াছিল, কে যে বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিল তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে পারিলাম না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, হৃদয়স্থিত বালক, অবতীর্ণ হইবার সময়েও অঙ্গ বিদীর্ণ ও ক্ষত বিক্ষত করিয়া পরি-শেষে অপসৃত হইয়াছে; মহারাজ আমি আপনকার অঙ্গ স্পর্শ পুরঃসর সপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ভ্রমে ও কখন উহাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই; বরঞ্চ স্ব সন্তান নির্ব্বিশেষে একান্ত যত্ন ও আগ্রহের সহিত লালন

পালন করিয়া আসিতেছি, এক দিন এক ক্ষণের জন্যেও বিদ্বেষ বা বিরক্তিভাব প্রকাশ করি নাই। যাহা হউক্ আমি যেমন আশা করিয়া ছিলাম যে, অচিরাৎ শ্বেতের বিবাহ দিয়া নব বধূর সহিত সংসারসুখ ভোগে মজিব, তাহার উপযুক্ত প্রতি ফলই প্রাপ্ত হইলাম। আমার ইচ্ছা থাকিলে কি হয়, বিধাতার বিড়ম্বনা কে খণ্ডন করিবে?

বীরজিৎ সিংহ, নব প্রণয়িণীর কাপট্যজালে পতিত হইয়া, আর সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া একেবারে ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কহিতে লাগিলেন; কি! এতবড় আস্পর্দ্ধা! এত বিদ্বেষ! এরূপ নির্দ্দয়তা, এত নিষ্ঠুর ব্যবহার। কি পাষণ্ড; এমন পামর যে, অকারণে জীবন বিনাশে উদ্যত? কি আশ্চর্য্য! আমি আর এ কুলাঙ্গারদিগের মায়ায় মুগ্ধ থাকিব না; আমি এখনই অপত্যস্নেহে জলাঞ্জলী দিয়া উহাদিগের মস্তক চ্ছেদন করিব। দাসি! আর এ রাগ সহ্য হয় না, শীঘ্র খড়্গ আনয়ন কর, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; কি জানি কাল বিলম্বে যদি বৈরনির্য্যাতন সংকল্প বিদূরিত হইয়া স্নেহরস সঞ্চারিত হইয়া মূঢ় দিগের ধ্বংসের

ব্যাঘাৎ জন্মে। কি জানি যদি বিবেকশক্তির প্রভাবে আর এরূপ মতি না থাকে, কি জানি যদি বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব হইয়া ভাবান্তর উপস্থিত করে, তাহা হইলে ত আর প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করা হইবেক না। এই কুলাঙ্গার দিগের বিনাশ সাধন না হইলে আর আমি অন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। এই নরহত্যাকারী পাপাত্মা দিগকে গৃহে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। এপ্রকার দুরাচার সন্তানের পিতা হওয়াপেক্ষা নিঃসন্তান থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। আহা! বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা, তাঁহার লীলার ছলনা কে বুঝিতে পারে? তিনি কখন্ যে কাহার কি অবস্থা ঘটান তাহা সপ্নেরও অগোচর। শ্বেত ও বসন্ত তোমরা সুখে নিদ্রা যাইতেছ, ভাল মন্দ কিছুই জান না; এ দিকে যে, তোমাদের সর্ব্বনাশের উদ্যোগ হইতেছে, বিমাতার ষড়যন্ত্রে মহারাজ যে, তোমাদিগের জীবন নাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, আহা! যদি তোমাদের আর চৈতন্য না হয়, তাহাও এক প্রকার মঙ্গল বলিতে হইবে, তাহা হইলেত আর এরূপ স্ত্রৈণ পিতার নৃসংশ বিধিবহির্ভূত নির্দ্দয়াচারে মনস্তাপে তাপিত হইতে হয় না; তাহা হইলেত আর এই নিষ্ঠুর নরশো-

নিত প্রয়াসী রাক্ষসী বিমাতার কুটিল মন্ত্রণার অন্তঃস্তত্ব অবগত হইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে হয় না; তাহা হইলেত আর মাতৃবিয়োগ দুঃখ অন্তরে আবির্ভূত হইয়া তোমাদিগকে অপার শোকার্ণবে পরিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। হে নিদ্রে! আরত কাহাকেও অনুকুল বলিয়া অনুভূত হইতেছে না, এক্ষণে তুমিই যদি চিরসহচরী হইয়া শরীরকে অধিকার করিয়া থাক তবেত এই যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ হয়।

লাবণ্যময়ী, মনে মনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিঃসং-শয়িত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া, নিজ সন্নিধানে সপত্নী পুত্রের মস্তকচ্ছেদন হইলে, পাছে লোকনিন্দার ভাজন হইতে হয়, এই শঙ্কা অন্তরে উদিত হওয়াতে, কৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক, সাশ্রুনয়নে কাতরবচনে কহিলেন, মহারাজ! এদাসীর এক অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। যদি আমার সাক্ষাতে এই বালক দুটির জীবন বিনষ্ট হয়, তবে সেই সঙ্গে আমাকে বিনাশ করিবেন। নতুবা জীবন সত্ত্বে কদাচ উহাদিগের প্রাণবিয়োগ দেখিতে পারিব না। যদিও উহারা আমার গর্ভস্থ বালক নহে, তথাপি বহুদিন পর্য্যন্ত লালন পালন করিয়া এরূপ মমতা-

সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি যে, উহাদিগের কোন প্রকারে কষ্টে পতিত দেখিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠে। একেত স্ত্রীজাতি, স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ হৃদয়, তাহাতে আমার চিত্ত, উহাদের স্নেহে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে যে, উহাদিগের মুখারবিন্দ মলিন দেখিলেও বিশেষ ক্লেশানুভব হয়। সুতরাং কোন্ প্রাণে স্বচক্ষে উহাদিগের মস্তকচ্ছেদন দেখিব তাহা বলুন। বলিতে কি কার্য্যের প্রতিবাদ ঘটিলে পাছে, আপনকার অন্তঃ-করণে বিরাগোৎপাদন হয়, এই ভয়ে কোন জিদ্ করিতে সাহস হইতেছে না, নচেৎ উহাদের জীবন দণ্ড হওয়া কদাচ আমার অভিপ্রেত নহে। যদি নিতান্ত পক্ষে উহাদিগের নিঃশেষ করাই মনঃস্থ হইয়া থাকে, তবে কোন দূরতর প্রদেশে প্রেরণপূর্ব্বক, অপর কোন ঘাতকের দ্বারা অভীষ্ট সাধন করাই আমার অভিমত। এক্ষণে মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

লাবণ্যময়ীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে, বীরজিৎ সিংহ, স্বহস্তে পুত্রদিগের শিরশ্ছেদনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শ্বেত ও বসন্তের প্রতি জাতক্রোধ নিঃশেষ হইল না। তিনি ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে, প্রধান নগরপাল ভৈরবকে

আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, ওহে ভৈরব! তুমি কল্য প্রভাত হইবামাত্র, আমার রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় গমন করিয়া, শ্বেত ও বসন্তের, মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক শোণিত আনিয়া দেখাইলে, তবে আমি জলগ্রহণ করিব। মহারাজের নিদেশ বাক্য আকর্ণন করিয়া, ভৈরব একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল, সে, করজোড়ে অতি, বিনীত ভাবে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আপনি প্রভু, আমি আপনকার দাস, আমি সকল সময়ে সর্ব্বপ্রযত্নে আপনকার আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত আছি; কখন কোন বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে চাহিনা, কিন্তু এই কঠিন আদেশ শ্রবণে আমার অন্তরাত্মা একবারে কম্পিত হইয়া উঠিল; তথাপি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বিরত হইতে সাহসী হইতেছি না; পাছে আপনি কৃতঘ্ন মনে করেন, যদি নিতান্ত পক্ষে অপত্যস্নেহে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন, তবে নাহয় একটু ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মনঃ স্থির করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বনে অভীষ্ট সাধন করুণ, আমি অতি নীচ জাতি বিদ্যা বুদ্ধি বিহীন, মহারাজকে যে পরামর্শ দিতে পারি এরূপ যোগ্য নহি। তবে বিপৎকালে কাহার ও মতিস্থির থাকেনা, সেই জন্যই বলিতে

সাহসী হইতেছি; আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক, উহাদিগের শিরশ্ছেদন রহিত করিয়া নির্ব্বাসন আদেশ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধিরও ব্যাঘাৎ হইবেনা অথচ উহাদের জীবন রক্ষা হইবে। আর যদিও আমারা নিষ্ঠুর চণ্ডাল জাতি, তথাচ এবম্বিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতে কিম্বা নিতান্ত কৃতঘ্নতা প্রকাশপূর্ব্বক নরহত্যারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। এক্ষণে মহারাজের আজ্ঞাই বলবতী, যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা নিতান্ত অনভিমত কার্য্য হইলেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বলিতে কি আপনকার আদেশে স্বপুত্রের মস্তকচ্ছেদনেও বিমুখ নহি, কিন্তু শ্বেত ও বসন্তের শিরশ্ছেদনের কথা মনে উদিত হইলে বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। বীরজিৎসিংহ স্ত্রৈণতানিবন্ধন এরূপ ক্রোধপরবশ হইয়াছিলেন যে, নগরপালের এবম্প্রকার ন্যায়ানুগত বাক্যেও কোপাবিষ্ট হইয়া, আরক্তনেত্রে কহিলেন, দেখ ভৈরব! যদি তুমি বহুকালের অনুগত, বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ ভৃত্য না হইতে, তাহা হইলে এই দণ্ডেই তোমার প্রাণবধের আদেশ করিতাম, যদি তুমি আমার আদেশ প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হও তবে আর এসংসারে চাকরির

প্রত্যাশা করিও না, আর বুঝিলাম যে, বিপদ সময়ে তোমার দ্বারা উপকার প্রাপ্তির আশা নাই। দেখ ভৈরব, উহারা আমার সন্তান, আমার অপেক্ষা তোমার অধিকতর স্নেহ কিরূপে সম্ভবে? যখন আমিই নির্ম্মম হইয়া অপত্যস্নেহে বিসর্জ্জন দিয়া উহাদিগের জীবন-দণ্ডের আদেশ করিতেছি, তখন তোমার তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা কোন রূপেই শ্রেয়ঃ নহে। অতএব তোমায় পুনঃ পুনঃ অনুমতি করিতেছি যে, তুমি রজনী প্রভাত হইবামাত্র, দুরাচার পাষণ্ডদিগকে দূরতর প্রদেশে লইয়া গিয়া শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক শোণিত আনয়ন করিলে আমি পান ভোজনাদি করিব। ভৈরব বীরজিৎসিংহের অনুগত ভৃত্য, প্রভুর ক্রোধের আতিশয্যদর্শনে ভীত হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক আদেশ পালনে সম্মত হইল।

আহা! শ্বেত ও বসন্ত এই ব্যাপারের অনুমাত্র জানে না। তাহারা প্রতিদিন যেরূপ করিয়া থাকে, নিদ্রা ভঙ্গের পর, সেইরূপ জননীকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া নিয়মিত অধ্যয়নাভিলাষে বহির্ভাগে গমন করিল। এতদূর যে হইয়াছে তাহা কে জানে?

এক্ষণে তাহারা বহিস্থ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে, অমনি প্রধান নগরপাল কহিল, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার! আপনাদিগের জীবন বিনাশ করিবার নিমিত্ত, মহারাজের আদেশ হইয়াছে; অতএব আর অনর্থক কাল হরণ করিবেন না, আপনারা উভয় ভ্রাতা আমার সঙ্গে আগমন করুন, আমি আপনাদিগকে রাজ্যের প্রান্তঃভাগে লইয়া গিয়া নরাধিপের আদেশানুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হইব। নগরপালের বাক্য শ্রবণমাত্র শ্বেত একবারে বিষাদসমুদ্রে নিপতিত হইলেন, কিয়ৎকাল অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন ও নানামতে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বসন্ত তখন অষ্টম বর্ষীয় বালক বই নয়, তিনি আপন অবস্থার ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে অক্ষম, কেবল দাদাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্বেতের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ত্রয়োদশ বর্ষ হইয়াছিল, তিনি অকস্মাৎ জীবনদণ্ডের কারণ জানিতে না পারিয়া, আকুল হৃদয়ে বারম্বার নগরপালকে কহিতে লাগিলেন, নগরপাল! কি জন্য যে মহারাজ আমাদের প্রতি কুপিত হইয়া প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি বলিতে পার? আমরা

জন্মাবচ্ছিন্নে এমন কোন অপরাধ করি নাই যে, আমাদের জীবন বিনষ্ট হইতে পারে ? তবে কি একবার পিতৃদেবের নিকটে গমন করিয়া এরূপ বিষম দণ্ডাজ্ঞার নিদান জ্ঞাত হইয়া আসিব ? তুমি কি বল ? না, তিনি যখন নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া নির্দ্দয় রাক্ষসের ন্যায় অপত্য-স্নেহে বিসর্জ্জন দিয়া এপ্রকার নিদারুণ আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার সমীপদেশে উপনীত হও-যায় কি ফল দর্শিবে ? বোধ হয় বিমাতা কোন প্রকার কুমন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের এই বিষম অনর্থোৎপাদন করিয়া থাকিবেন ; নতুবা অকস্মাৎ মস্তকোপরি অশনি পতন হইবে কেন ? যাহা হউক এক রকম মঙ্গলই হইয়াছে বলিতে হইবে, নচেৎ সসর্প গৃহবাসের ন্যায় সতত সশঙ্কচিত্তে কাল ক্ষেপ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কখন কোন কার্য্যে বিমাতার কোপাগ্নিতে পতিত হইতে হয়, তচ্চিন্তাতেই অহরহ চিন্তিত থাকিতে হইত। যদি বিমাতার চক্রান্তে এই আকস্মিক বিপৎ-পাত সংঘটন হইয়া থাকে, তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি। কিন্তু পিতার তাদৃশ নির্ম্মল অন্তঃকরণ যে, কিরূপে এরূপ বিরূপ হইয়া, অসম্ভাবিত পরুষ আচারে বিচলিত

হইল, তাহাই মনে মনে আন্দোলন করিয়া অতিশয় বিস্মিত ও বিষাদিত হইতেছি। হা মাতঃ! তুমি কোথায় আছ? আজি তোমার সাধের শ্বেতের নিরপরাধে প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। হা তাত! তুমি কি স্ত্রৈণতানিবন্ধন সেই অপরিসীম স্নেহ, দয়া, ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়াছ। আহা! এই পুরীতে কি আমাদের আর কেহই নাই, আমরা কি নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছি; আহা! আমরা কি হতভাগ্য, আমাদের পিতা ভিন্ন সংসারে আর কেহই নাই, সেই পিতা আজি একেবারে নির্দ্দয় পিশাচের ন্যায় হইয়া স্বীয় কুমারদ্বয়ের শোণিতপানে লোলুপ হইয়াছেন। তবে আর আমাদের কে আছে, আমরা মনে করিয়াছিলাম যদিও বিমাতার বিষদৃষ্টিতে পতিত হই, তথাপি পিতৃদেবের স্নেহের ও অনুগ্রহের কখনই ক্রুটি হইবে না, অদ্যকার ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান হইতেছে যে, আমরা এত দিন কেবল ভ্রান্তিজালে পতিত ছিলাম। হে মাতঃ! একবার আসিয়া দেখিয়া যাও; যাঁহার হস্তে পুত্রদুটিকে বিন্যস্ত করিয়া বিশ্বাসপাত্র ভাবিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি করিতেছ, সেই মহারাজই অদ্য তোমার স্থাপিতধনের নিঃশেষ করিতে উদ্যত হইয়াছেন;

এই বেলা আসিয়া উপস্থিত হও, নতুবা কালের হস্তে নিপতিত হইলে আর উদ্ধার নাই। আহা! পিতার দয়া দেখিয়া মনে মনে আশা করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে রাজ্যভোগে অশেষবিধ সুখসম্ভোগে কাল যাপন করিব; আমাদের সেই সঞ্চিত আশার এরূপে নিঃশেষিত হইবে তাহা সপ্নেও জানিতাম না। হা পিতঃ! তোমার সেই অকৃত্রিম স্নেহ, অসীম মমতা, অনন্ত দয়া ও একান্ত যত্নের কি শেষে এইরূপ ফল হইল। কেন যে তুমি সে সকল বিস্মৃত হইলে, কেন যে তুমি আর আমাদের এজন্মে মুখাবলোকন করিবে না, তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। হা বিধাতঃ! তুমি কি আমাদের ললাটে এরূপ লিখিয়াছিলে যে, এই শৈশবাবস্থা অপার দুঃখার্ণবে পরিক্ষিপ্ত করিয়া জীবন শেষ করিবে। আহা! আমরা কি আজন্ম দুঃখভোগ করিব বলিয়াই ভূমিষ্ট হইয়াছিলাম, প্রথমে মাতৃ বিয়োগ, কিছুদিন পরেই বিমাতার বাক্য বাণে জর্জ্জরিতাঙ্গ, অবশেষে পিতার অকারণ কোপ উদ্দীপনে জীবন বিনাশ হইল। হা দগ্ধ বিধে! একদিনের জন্যেও কি আমাদের ভাগ্যে সুখ লিখ নাই। ভৈরব, শ্বেতের এবম্প্রকার

আক্ষেপোক্তি শুনিয়া, সন্তপ্ত হইয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিল, এখানে আর এ অবস্থায় কাল ক্ষেপ করায় ফল কি? চলুন আমরা গমন করি। মহারাজ জানিতে পারিয়া, আবার আমায় আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ বলিয়া তিরস্কার করিবেন। রাজকুমার তখন আর কি করিবেন, কেইবা তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সদুপায় করিবে, তিনি নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া প্রধান নগরপাল ভৈরবের অনুগামী হইলেন। ভৈরব চণ্ডালজাতি হইলেও তাঁহাদের দুঃখে আদ্রচিত্ত হইয়া নয়নজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। শ্বেত ও বসন্ত ভ্রাতৃদ্বয়, সুখসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তৎসমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন।

নগরপাল, রাজকুমার দুটিকে সঙ্গে করিয়া নগরের প্রান্তভাগে অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে উপনীত হইয়া কহিল, যদিও মহারাজ তোমাদের শিরশ্ছেদন করিবার আজ্ঞা করিয়াছেন, তথাপি আমি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া এই কমলাঙ্গের প্রতি ওরূপ কঠিন ব্যবহার করিতে পারিব না। আমি একটা কুকুরের মাথা কাটিয়া তদীয় শোণিত দেখাইয়া মহারাজের মনের আবেগ বিদূরিত

করিব। আপনারা এই পাপ রাজধানী ভিন্ন অন্য যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে গমন করুন। আমি চণ্ডালজাতি অতি পাষণ্ড, নরহত্যাকারি বটে, তথাপি মহারাজের ন্যায় নির্ম্মম নহি। আমি যথাসাধ্য আপনাদের উপকার করিলাম; আমার কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না, এই কথা বলিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নগরপাল বিদায় লইল। শ্বেত, বসন্তের হস্তধারণ পূর্ব্বক বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে সেই বিজন প্রান্তর দিয়া ক্রমাগত উত্তরপশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতেই শরীরে স্বেদবিন্দু সকল নির্গত হইতে লাগিল, কণ্ঠও তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, মুখশ্রী নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া উঠিল। বেলাও প্রায় দশদণ্ড হইল, তাঁহাদিগের পান ভোজনের কাল উপস্থিত, তাহাতে আবার পথশ্রান্তি, একেত সুকুমার রাজকুমার, তাহাতে আবার অংশুমালী গগণের প্রায় মধ্যভাগে উপনীত হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গেরন্যায় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া পথিকদিগকে ক্লিষ্ট করিতেছেন। ইহাঁরা কখন পথ পর্য্যটন করেন নাই, প্রচণ্ড রৌদ্র, আতপত্র সঙ্গে নাই যে, আতপ নিবারণ করিবেন। ক্ষুৎপিপাসায় যুগপৎ আক্রান্ত ও পথশ্রমে কাতর হইয়া,

রাজকুমারদ্বয়ের একবারে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে অতি কদর্য্যস্থান, অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মনুষ্য-নিবাস কি বৃক্ষাদি অতি বিরল, এই সকল কারণে উভয় ভ্রাতাই নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ ভ্রাতৃবৎসল শ্বেত, বসন্তের সেই তাম্রবর্ণ মুখ, ছল ছল নয়ন ও শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় সন্দর্শন করিয়া অধিকতর ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন। নিকটে কোন বৃক্ষ নাই যে, তাহার ছায়াতে উপবেশন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার যাইতে আরম্ভ করিবেন। শীঘ্র যে কোন উপায় হইবে তাহারও কোন উপায় নাই। নগরপাল, কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদিগের সেই অবস্থাদৃষ্টে আর থাকিতে না পারিয়া বিষণ্নমনে সাশ্রু নয়নে রাজপুরীর অভিমুখে প্রস্থান করিল।

শ্বেত, পিতার নিষ্ঠুরাচরণে সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একবারে দুঃখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, তাঁর এদুঃখ সহ্য হইয়াছিল; বসন্ত নিতান্ত বালক, এপর্য্যন্ত আপনা-দের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই; সুতরাং পথশ্রান্তিতে ও প্রখর রবিকরে সন্তপ্ত ও ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন। দাদা,

আমরা কোথায় যাইতেছি, আমাদের বাড়ী ও দাস দাসী সকল কোথায়? দাদা, আমার পিপাসা পাইতেছে ও ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে; আপাততঃ এরূপ ছায়া পাই না যে, একটু বসি; একটু জল না পাইলে ত আর চলিতে পারি না, পিপাসা যে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে; দাদা, এখন কি করি আর যে চলিতে পারি না, ক্রমে কণ্ঠশোষ হইল, আর কথা কহিতেও যে পারিতেছি না। দাদা, এ কোথায় এসেছ, কৈ এক প্রাণীর সহিত ত সাক্ষাৎ নাই; আমার প্রাণ যে যায়, আর যে পা চলে না। শ্বেত, কনিষ্ঠের হৃদয়বিদারক কাতরধ্বনিতে একান্ত বিকলান্তঃকরণ হইয়া, কোথায় যাইবেন, কে আশ্রয় দিবে, আশু কি রূপেই বা ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিবেন, তাহার কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। শ্বেত মনে করিতে লাগিলেন, ইহা অপেক্ষা যদি নগরপাল আমাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিত সেওত ভাল ছিল; তাহাহইলে আর এদুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! এখন কি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে না। শ্বেত, বসন্তের সহিত অবিরল ধারায় অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে, দুঃখে ও কষ্টে নিতান্ত

অপার্য্যমানে প্রায় তিন ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিলেন। দিবসের প্রথমযাম অতীত হইয়াছে এরূপ সময়ে আজিম গঞ্জের সন্নিকটে গঙ্গার অপর পারে, ভাগীরথীর অদূরবর্ত্তী একটি বৃহদাকার অটবী দূর হইতে তাঁহাদের নেত্র-পথে পতিত হইল। সেই অটবী সন্দর্শনে কুমার-যুগলের হতাশ অন্তঃকরণে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখেন যে, উহা অটবী নহে, কতকগুলি অশ্বত্থ ও বট-বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে; তখন ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ক্রমাগত চলিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন পথিকদিগের জীবন নাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে তাহারা পথ কি কুপথ কিছুই না মানিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে গমন করে, তদ্রূপ শ্বেত ও বসন্ত গমন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল দ্রুতপদে গমন করিয়া সেই বৃক্ষ শ্রেণির সমীপদেশে উপনীত হইলেন, তথায় ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষবল্লী নিবিড় পল্লবা-বৃত থাকাতে যেন গৃহের ছাদ স্বরূপ আতপতাপ নিবা-রণে সক্ষম হইয়াছে, তাহার সুশীতল ছায়ায় উপবেশন

পূর্ব্বক গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে তাঁহাদিগের পরি তাপিত শরীর ক্রমে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। আহা! অবস্থার গতিকে মনুষ্যের সকলই সহ্য হয়, তখনকার সেই গাছতলা, সুধাধবলিত রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও গৌরবান্বিত ও সুখকর জ্ঞান হইল। সেই প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডকিরণসন্তাপিত স্বেদসিক্ত কলেবর, কিয়ৎক্ষণ ঐ বটবৃক্ষের তলায় অবস্থিতি করায় কিঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল হইল। কিন্তু তখনও বসন্তের পিপাসা সমভাবে যাতনা প্রদান করিতেছে, তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট বারম্বার বারি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্বেত, যদিও পথ-শ্রান্তিতে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তথাপি বসন্তের কাতরোক্তিতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি কিঞ্চিৎ কাল শান্তভাবে এখানে অবস্থিতি কর, আমি জলান্বেষণে নির্গত হইয়া অচিরাৎ জল আনয়ন করিতেছি। বসন্ত, দাদার কথায় আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতিক্ষায়, গতক্লম হইবার প্রত্যাশায় সেই বৃক্ষ মূলে উত্তরীয় বস্ত্র বিস্তারপূর্ব্বক তদুপরি শয়ন করিলেন। পথশ্রান্তিতে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল তজ্জন্য সেই অবস্থাতেই নিদ্রাগত হইলেন।

এদিকে শ্বেত, নানাস্থান অনুসন্ধানের পর ভাগীরথী-কুলের সমীপস্থ হইলেন। কয়েকটি স্ত্রীলোক, নির্ম্মল জাহ্নবীসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্তে মৃণ্ময় কলসীতে গঙ্গোদক পরিপূর্ণ করিয়া, তদুপরি ফুলের সাজি সংস্থাপন পূর্ব্বক, বামহস্তে স্ব স্ব আদ্রবস্ত্র লইয়া বামকক্ষে কলসী গ্রহণ করতঃ, নানাকথার প্রসঙ্গে সঙ্গিনী সঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত মন্থরগতিতে আগমন করিতেছেন; পথিমধ্যে শ্বেতের সেই অমানুষোচিত সাক্ষাৎ কুমার সদৃশ অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া বামাকুলের হৃদয়ে স্নেহরস সঞ্চারিত হইল। তন্মধ্যে একটি রমণী শ্বেতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি একাকী এদিকে কোথায় যাইতেছ? শ্বেত, সেই স্নেহপূর্ণ মধুরসম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া অতি বিনীতভাবে কাতরস্বরে কহিলেন, মাতঃ! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার সমভিব্যাহারে আসিতেছিলেন, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ঐ বৃক্ষশ্রেণীর মূলদেশে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, আমি তাঁহার নিমিত্ত জল আনয়নার্থ জাহ্নবী কুলে যাইতেছি। শ্বেতের বাক্যাবসানে, রামাগণ অকৃত্রিম মমতার সহিত কহিলেন, বৎস! তোমাকে আর

জল আনয়নের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না, আমরা এই কুম্ভ হইতে বারি প্রদান করিয়া ত্বদীয় কনিষ্ঠের পিপাসার শান্তি করিব। শ্বেত, তাঁহাদিগের সানুকুল- বাক্যে বিশেষ উপকৃত হইলেন। কারণ তাঁহার সঙ্গে এমন কোন পাত্র ছিল না যে তাহাতে করিয়া জল আনয়ন করিবেন; দূর হইতে জল আনয়ন করিতে হইলে সকলেরই জলপাত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে, শ্বেত এত- ক্ষণ পর্য্যন্ত কিরূপে জল লইয়া গিয়া কনিষ্ঠের পিপাসার শান্তি করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই; চিন্তাকুলচিত্তে গমন করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের এই বাক্যে সে চিন্তা দূর হইল। বামাকুলের স্বাভা- বিকী শক্তি অভ্যাসানুসারে শ্বেতের পরিচয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ একটি রামা বলিল, আহা! কোন দুরদৃষ্ট- ভাগিনী কামিনী রাজকুমার সদৃশ কুমারদুটিকে বিদায় দিয়া প্রাণ ধরিয়া নিশ্চিন্তভাবে গৃহে অবস্থিতি করিতেছে? দ্বিতীয়া কহিল, বুঝি ইহাদিগের জননী নাই, মাতৃহীন বালক ব্যতিত কি এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে পারে? একান্তই সংশয়উচ্ছেদাভিলাষে তৃতীয়া কহিল,

বৎস! তোমাদের পিতা মাতা আছেন কি? চতুর্থী বলিল, বৎস! তোমার নামটি কি? এই সকল প্রশ্ন শ্রবণগোচর করিয়া জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সজলনয়নে গদগদবচনে ক্রমশঃ উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, মাতঃ! এ অভাগার নাম শ্বেত। বালকটির নাম শুনিয়া বামাকুল হর্ষবিষাদিত চিত্তে কহিতে লাগিল, আহা! যেমন কন্দর্পের ন্যায় দর্পহারী রূপ, কোকিলের ন্যায় সুমধুর কণ্ঠস্বর, আবার নামটিও তাহার অনুরূপ। আমরা শুনিয়াছি মহারাজ বীরজিৎসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শ্বেত। বাক্যশেষ হইতে না হইতে শ্বেতের মুখ-চন্দ্রিমা আরও মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল। আহা! কি সুন্দর নামটি গা? এমন নাম ত আর কোথাও শুনি নাই। বৎস শ্বেত! তোমার মাতা পিতা আছেন ত! শ্বেত, রোদন করিতে করিতে কহিল, আমার জননী নাই, পিতৃদেব বর্ত্তমান আছেন। শ্বেতের ক্রন্দন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া, রমণীগণ, কহিল, বৎস! আর কিছু বলিতে হইবে না, তোমার রোদনের কারণ কি? শ্বেত বলিল, মাতঃ! আমার জননীর স্নেহ, মমতা, দয়াপ্রভৃতি স্মৃতি-

পথে উদিত হওয়াতে আমার শোকসিন্ধু অনিবার্য্যবেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, অমনি চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শ্বেতের শোকমিশ্রিত মৃদুমধুর বাক্যাবলী শুনিয়া নারীগণের অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। একটি কামিনী নিতান্ত ব্যাকুলভাবে কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা কি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছেন? শ্বেত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, করিয়াছেন বলিয়াইত— এই পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ মনের আবেগ সংবরণ পূর্ব্বক, আর পূর্ব্ব বাক্যের শেষ না করিয়া, কহিলেন, হাঁ, পিতৃদেব পুনর্ব্বার দ্বারপরিগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিমাতার সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। এই ভাবে কথা বার্ত্তা হইতে হইতে মৃদুমন্দ গতিতে, শ্বেত ও সমভিব্যাহারিণী কামিনীগণ, যেস্থানে বসন্ত ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত হইয়া উত্তরীয় বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামিনীকুল বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া, শ্বেত অপেক্ষা বসন্তের বয়সাল্পতা ও উজ্জ্বল মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া এককালে স্নেহ, দয়া ও মমতায় আকৃষ্ট হইলেন।

বসন্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পথশ্রান্তিতে নিতান্ত ক্লিষ্ট

হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তিনি জ্যেষ্ঠের প্রত্যাগমন কি নারীগণের অসম্ভাবী দয়া মায়া সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। শ্বেত, তদীয় সমীপস্থ হইয়া উচ্চৈস্বরে বারংবার আহ্বান করিলে, তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল। বসন্ত, নিদ্রাভঙ্গের পর, কহিলেন, দাদা, জল আনিয়াছ, কৈ, শীঘ্র আমায় জল দাও, পিপাসাতে আমার তালুদেশ ও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র জল দিয়া আমার দুঃসহ পিপাসার শান্তি কর, নতুবা আমার প্রাণ যায়। আগন্তুক রামাগণ, সেই সুধাংশুবদনে এবম্ভুত কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়া আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সঙ্গে সাজির ভিতরে ঘাটে তৈল লইয়া যাইবার যে বাটী ছিল, সেই বাটী করিয়া জল, ও আপন আপন ইষ্টদেবতার নিবেদিত নৈবিদ্যোপকরণ সামগ্রী আহারার্থ অর্পণ করিয়া উভয় ভ্রাতার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলেন। আহা! বিধাতার বিড়ম্বনায় নরগণের যে কখন কি অবস্থা ঘটে তাহা কে বলিতে পারে? যে শ্বেত বসন্তের, ক্ষীর, শর, নবনী, মাখন প্রভৃতি অতি উত্তমোত্তম উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী দ্বারা মনের সন্তোষ ও তৃপ্তি জন্মিত না, আজি সেই

শ্বেত বসন্ত, সামান্য সশা কলা, ছোলা মূলা প্রভৃতি অতি জঘন্য আহার সামগ্রীতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। বামাকুলের মধ্যে অনেকেরই মনে মনে এরূপ ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া গৃহে লইয়া যায়। ফলতঃ শ্বেত বসন্তের অবস্থাবলোকনে তাহারা সকলেই গৃহধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ তথায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। একটি কামিনী আর মনেরভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া, ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা এই বিজন বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে নিঃসহায় ভাবে অবস্থিতি কর, আমার এরূপ ইচ্ছা নহে; আমাদের বাটীতে চল, আমি তোমাদিগকে সন্তান নির্বিশেষে লালন পালন করিব, তোমরা কখন কোন বিষয়ে কষ্ট পাইবে না। সেই রমণীদিগের সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে শ্বেতের অন্তঃকরণে সাতিশয় সন্তোষ উপস্থিত হইল; তখন তিনি কহিলেন, মাতঃ! আমাদের এই অবস্থায় কোথা যাওয়া কি অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে। এই দুরবস্থার সময়ে আমাদিগের যে উপকার করিলেন, তাহা কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইবার নহে। অধিক আর কি বলিব হয়ত ক্ষুৎপিপাসায় আমাদের জীবন শেষ

হইত, তোমাদের প্রদত্ত পানীয় ও ভোজন দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে জীবন রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না; তোমরা আমাদিগের জননীর কার্য্য করিয়াছ, তোমাদিগের অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অবস্থার দোষে তাহা ঘটিল না; এক্ষণে আমাদিগের বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক সকলেই স্ব স্ব ভবনে গমন করুন? আমাদিগের ধৃষ্টতা মনে করিয়া, মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করিবেন না। শ্বেতের এবম্বিধ বিনয়পূর্ণ নীতিগর্ভ মৃদুমধুর বচন পরম্পরা কর্ণগোচর করিয়া সীমন্তিনীগণ অসিদ্ধকাম হইয়াও প্রশস্ত চিত্তে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

বামাকুল আর থাকিয়া কি করিবেন, ব্যাকুল মনে স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করিলেন। শ্বেত, বসন্ত উভয় ভ্রাতা, তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, ভাগীরথী পার হইয়া ক্রমাগত যাইতে আরম্ভ করিলেন। বেলা অবসানপ্রায় দেখিয়া একটি গ্রাম লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হওনানন্তর এক গৃহস্থের বাটীতে উপনীত হইলেন; তথায় সে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত গমনে রত হইলেন।

তিন চারি দিন এইরূপ অবস্থায় অতীত হইলে, পরিশেষে ভগবানগোলায় উপনীত হইলেন। সে সময়ে তাঁহাদের শরীর শীর্ণ মলিন, মুখশ্রী প্রভাশূন্য, দেখিলে আর রাজকুমার বলিয়া বোধ হয় না। অঙ্গের ভূষণ সমস্ত উন্মোচন করিয়া তাহার অল্পাংশ বিক্রয় দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ভগবানগোলা প্রকাশ্য স্থান তথায় অবস্থান করিলে পাছে লোক পরম্পরায় মহারাজের কর্ণগোচর হয়, অতএব এখানে অবস্থিতি করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মনে মনে এই কল্পনা করিয়া, তাঁহারা তথা হইতে কিঞ্চিৎদূরে, প্রায় ছয়ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে শিকারপুর নামক স্থানে গমন করিলেন। শিকারপুর অতি রম্য স্থান, দিল্লীর সম্রাট্ আক্‌বরসাহ, এই নগর সংস্থাপন করেন; তিনি মধ্যে মধ্যে শিকার করিতে আসিয়া রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে সুখে অবস্থান করিতেন। বোধ হয়, সেই জন্যই এই নগরের নাম শিকারপুর হইয়া থাকিবে।

শ্বেত বসন্ত, শিকারপুরের অপূর্ব্ব শোভাসন্দর্শনে বিমোহিতচিত্তে তথায়ই অবস্থান স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। এখানে দীর্ঘকাল বাসোপযোগী একটি উৎকৃষ্ট আলয়

ভাড়া করিয়া লইলেন; একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি সুদক্ষ বিবেচক এবং ধৈর্য্যশীল কিঞ্চিৎ বয়োধিক পরিচারক নিযুক্ত করিলেন। প্রায় দুই বৎসরকাল শিকারপুরে সচ্ছন্দচিত্তে কালযাপন হইলে, পরিশেষে শ্বেতের বয়ঃক্রম যখন ষোড়শবর্ষ, তৎকালীন একদিবস দিবাবসান সময়ে, পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে, শ্বেত নগর হইতে বহির্গত হইয়া যদৃচ্ছা গমনে অতি দূরতর প্রদেশে উপস্থিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে রবি অস্তাচলের শিখরদেশে আরোহণ করত স্বীয় মন্দীভূত কিরণ বিকীর্ণ দ্বারা পশ্চিম আকাশকে নানাবর্ণে সুচিত্রিত করিয়া নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা পথে উদ্ভাবিত করণানন্তর স্বপ্নবৎ দর্শকদিগের নয়ন ও মনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়রসে অভিষিক্ত করিলেন। শ্বেতও গগনালম্বিত ঘনাবলীস্থিত সেই অত্যদ্ভুত ঘটনা সমুদয় পরিদর্শনপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃত হইয়া নিতান্ত বিভ্রান্তচিত্তে কাল ক্ষেপণ করিতেছেন; ইত্যবসরে একটি শ্বেতহস্তী, প্রমত্তভাবে যদৃচ্ছাগতিতে সহসা তথায় উপনীত হইয়া, ক্রমশঃশ্বেতের সমীপে আসিয়া স্বকীয় কর দ্বারা অতর্কিতরূপে তাঁহার কটিদেশে ধারণ পূর্ব্বক

করী পৃষ্ঠস্থ আমারী ঘরের উপরে সংস্থাপন পূর্ব্বক মৃদু-মন্দ সানন্দগমনে স্বাভিলষিত প্রদেশে লইয়া চলিল। শ্বেত বহুদিনের ও বহুবিধ কষ্টের পরে যথোপযুক্ত যানারোহণে মনে অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। তৎকালে পিতা কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও নির্ব্বাসিত ক্লেশ তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল; সে সময়ে প্রাণাধিক প্রিয়তম কনিষ্ঠ সহোদরের স্নেহ তাঁহার সুষুপ্তির অন্তরায় হইতে পারে নাই। সূর্য্যাস্তের সময়ে নিদ্রিত হন, পরদিবস সূর্য্যোদয়কালেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন ভ্রাতৃ স্নেহায়ত্ত্ব হৃদয়ে ব্যাকুল-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! এ আবার কি বিড়ম্বনা, আবার আমায় কোথায় লইয়া চলিলে, আমার সমদুঃখভাগী জীবিতাধিক প্রিয়পাত্র বসন্তকে কোথায় রাখিলে? সে সময়ে হস্তীর বেগ এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, গুরুতর বলপ্রয়োগ কি গুরুতর প্রহার ব্যতীত তাহাকে ক্ষান্ত করা দুষ্কর। নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন যে, পরম সুদৃশ্য একটি নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার বসতির শৃঙ্খলা, প্রশস্ত ও পরিপাটী রাজপথ, অতি সুশোভিত সংখ্যাতীত আপণ-

শ্রেণী, সুধাধবলিত পর্ব্বত সদৃশ উচ্চ সৌধশেখর বিশিষ্ট রাজপুরী এই সকল নয়নগোচর করিয়া আপাতত স্বপ্ন সন্দর্শনবৎ প্রতীয়মান হইল, পরে কিঞ্চিৎকাল শান্তচিত্তে পূর্ব্বাপর অবলোকন করিয়া রাজপুরী ও রাজধানী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

শ্বেত তৎকালে জানিতেন না যে, তিনি কোথায় আসিয়াছেন, এই নিতান্ত অপরিচিত স্থানের সহিত যে তাঁহার চির পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে, ইহা তিনি পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না। এই স্থানটি অন্য স্থান নয় এটি মহারাজ সিংহপ্রতাপের রাজধানী; এক্ষণে শ্বেতের রাজধানী হইল।

* শ্বেতহস্তী প্রত্যাগত ও তদীয় পৃষ্ঠে অমরকর নিন্দিত অতি সুদৃশ্য অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য সম্পন্ন এক বিগ্রহ

* পারস্যভাষার ইতিহাস লেখক এই কথা লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বতন নরপতিদিগের এক একটি শ্বেতহস্তী থাকিত, উহা রাজ্যের প্রধান অঙ্গ, ঐ হস্তী রাজার হিতচিন্তায় সতত রত থাকিত। কোন মহীপতি নিঃসন্তানাবস্থায় উপরত হইলে, ঐ পোষিত শ্বেত-হস্তী দ্বারা রাজনির্ব্বাচন হইত। এখানেও ঐ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সিংহপ্রতাপ নিঃসন্তান ছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় শ্বেতহস্তী কিয়ৎকাল অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিয়া নিতান্ত বিমর্ষাবস্থায় কয়েকদিবস পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত পরিশেষে শিকারপুর গ্রামের প্রত্যন্তদেশে প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে

রহিয়াছেন, তাঁহার সন্দর্শনে অন্তঃকরণে ভক্তিসহ স্নেহ-রসের ও ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে, এই কথা নগর মধ্যে প্রচারিত হইলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রাজদর্শন মানসে, স্বীয় স্বীয় সঙ্গতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপ-হার সংগ্রহ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। সিংহ-প্রতাপের মহিষী শ্বেতকে করীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করা-ইয়া, লক্ষণবিৎ পণ্ডিতদিগের দ্বারা আঙ্গিক লক্ষণ পরি-জ্ঞাত হইয়া, রাজহস্তীর বিধিমতে প্রশংসা করিতে লাগি-লেন। অনন্তর সভাসদবর্গ ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক শুভদিনে শুভক্ষণে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া শ্বেতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। শ্বেতের ব্যবহারে দিন দিন তাঁহার প্রতি অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ, দয়া ও মমতা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইতে না হইতেই রাজ্ঞীর মন হইতে নিরপত্য ক্লেশ বিদূরিত হইল। তিনি শ্বেতকেই গর্ভজাত সন্তান জ্ঞান করিতেন।

শ্বেতের আপাদমস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাজচিহ্ন সকল শরীরে লক্ষিত হওয়াতে সিংহাসনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র বোধে স্বীয় অভীষ্টসাধন মানসে শ্বেতকে আনয়ন করিয়াছিল। শ্বেত-হস্তীকে রাজহস্তী কহিত, রাজা ভিন্ন অন্য কেহ তদীয় পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিতে পারিতেন না।

শ্বেত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া ও সমুদায় সুখের অধিকারী হইয়াও দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলেন না। বসন্তের বিয়োগদুঃখ অহরহ তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া যৎকালে আমোদ প্রমোদে রত হইতেন, তৎকালে কনিষ্ঠের অবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মর্ম্মবেদনা প্রদান করিত। সে সময়ের হৃদয়বাহী অশ্রুজল ও সায়ংকালীন কমল অপেক্ষা নিষ্প্রভ মুখকমল সন্দর্শনে সকলেই তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনার পরিচয় প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক, কি শোক কি দুঃখ কিছুই চিরকাল লোকের মন অধিকার করিয়া থাকিতে পারেনা, ক্রমে সকলই মন্দীভূত হইয়া পরিশেষে এককালে অন্তর্হিত হয়। শ্বেতের তাহাই ঘটিল, কিয়দ্দিন শোকতাপ করিয়া অবশেষে ক্লেশ পরিশূন্য হইয়া বিষয় সুখসম্ভোগে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

এদিকে বসন্ত, দাদার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় ভোজন-দ্রব্য সমুদয় প্রস্তুত হইলেও কিয়ৎক্ষণপর্য্যন্ত আহার না করিয়া তদীয় আসাপথ চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে রজনী প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, তথাপি তাঁহার সাক্ষাৎ নাই দেখিয়া, অগত্যা আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু মনে উৎকণ্ঠা বলবতী থাকাতে সুচারুরূপে আহার হইল না। অধিক রাত্রি হইয়াছে এখন আর কোন উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই, এখন শয়ন করি, এই ভাবিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু দাদা কোথায় রহিলেন, তিনি এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত ভাবে অন্যস্থানে অবস্থান করিবেন এরূপ বোধ হয় না; দাদার কোন প্রকার নিশ্চিত সম্বাদ না পাইয়া নিতান্ত উদ্বিঘ্নমনে ভালরূপ নিদ্রা যাইতেও পারিলেন না। কেবল কখন রজনী প্রভাত হইবে, কখন দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এই চিন্তা-তেই যামিনী যাপন হইল। আহা! এত যে দুঃখের অবস্থা ঘটিয়াছে দাদার আশ্রয়ে থাকিয়া, এতদিন সে

সমস্ত দুঃখের বার্ত্তা কিছুই জানিতে পারেন নাই। কোন রকম কষ্ট উপস্থিত হইলে, তখনই তাহা দাদাকে জানাইতেন, দাদা অমনি শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতেন।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, বসন্ত অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া জ্যেষ্ঠের অন্বেষণে মনোনিবেশ করিলেন। যে যে স্থানে শ্বেতের অবস্থান সম্ভব, সেই সেই স্থানে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না ও তাঁহার কোনরূপ সম্বাদও পাইলেন না। শিকারপুরের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইলে, অবশেষে তৎপার্শ্ববর্ত্তী নিকটস্থ পল্লীসকলেও বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার কোন সম্বাদ পাইলেন না। পরিশেষে হতাশমনে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন, চিন্তিত অন্তরে নানাস্থান পর্য্যটন করাতে বসন্তের শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। বাসায় বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করার পর, তবে স্নান, ভোজন ও পানাদি করিয়া শরীর কিঞ্চিৎ সবল ও সুস্থ করিয়া লইলেন; কিন্তু মন পূর্ব্ববৎ উৎকণ্ঠা-

কুলই রহিল। এইরূপে মনঃস্থির না হওয়াতে কিছু-কাল পর্য্যন্ত স্বতঃ পরতঃ অগ্রজের অনুসন্ধান করিতে ব্যাপৃত রহিলেন, অথচ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কিছুকাল জ্যেষ্ঠের কোন অনুসন্ধান ও নিদর্শন না পাওয়াতে নানা দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইল, বসন্ত ভাবিয়া এমন বিষাদিত হইয়াছিলেন যে, এক স্থানে স্থির থাকিতে আর তাঁর ইচ্ছা হইল না, ক্রমে তাঁহার মনে বিষয় বৈরাগ্যের উদয় হইল। না হইবে বা কেন? পিতৃ-দেবের স্নেহ ও মমতা দেখিলেন। সমবেদী জ্যেষ্ঠ সহোদর, যিনি তিলেকমাত্র কাল কনিষ্ঠের অদর্শনে দুঃখানুভব করিতেন, তিনিও যখন এতদিন পর্য্যন্ত কোন সম্বাদ না লইয়া নিশ্চিন্তভাবে আছেন, তখন আর সংসারাশ্রম বৃথা ভিন্ন মনে অপর ভাবোদয় কি হইবে?

ইতিপূর্ব্বেই রাজকুমারেরা আত্ম আত্ম অঙ্গাভরণ বিক্রয় দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সংগৃহীত অর্থ এতদিন শ্বেতের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল, এক্ষণে তিনি নিরুদ্দেশ হওয়াতে সেই সমস্তধন বসন্তের হস্তগত হইল, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এই অর্থে যাবজ্জীবন চলিবার সম্ভাবনা নাই, তবে কোন প্রকার

ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া চালাইলে মূলধন বৃদ্ধি পাইবে তখন চলিতে পারে। ফলতঃ এক্ষণে দাদার অন্বেষণো-পলক্ষে অনর্থ দেশপর্য্যটন না করিয়া কোন একটি ব্যবসাবলম্বনে দেশ বিদেশে যাওয়া মন্দ নহে। এইরূপ কল্পনা স্থির করিয়া দাস ও পরিচারক ব্রাহ্মণের সহিত শিকারপুর পরিত্যাগ করিলেন। বসন্তকে শিকারপুর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তথাকার সমস্ত ভদ্রসন্তানের মনে বিরহবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, বিদায়কালে, বসন্ত মৃদুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে সকলকেই প্রবোধ দিয়া প্রস্থান করেন। শিকারপুরে তাঁহারা ন্যূনাধিক দুই বৎসর কাল অধিবাস করিয়াছিলেন; এই স্বল্পকাল মধ্যেই সমস্ত ভদ্রলোকের প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। মনুষ্যেরই সদ্‌গুণই অন্যের মনে স্নেহ সঞ্চারের নিদান। বাস্তবিক কোন ভদ্রপল্লীতে, সৌজন্য-শালী সচ্চরিত্র ভদ্রব্যক্তি বাস করিলে সে নিশ্চয়ই সকলের আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠে। বসন্ত যতদিন পর্য্যন্ত শিকারপুর গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একদিন একক্ষণের জন্যেও কাহার সহিত কথান্তর কি বিবাদবিসংবাদ জন্য মনান্তর ঘটে নাই।

তাঁর এমন কারুণ্যস্বভাব ও সদয়চিত্ত ছিল যে তিনি পরোপকার ভিন্ন কাহার অনিষ্ট চেষ্টায় কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। সতত লোকের হিতসাধন কার্য্যেই হস্তার্পণ করিতে দেখা যাইত। এবম্প্রকার সদ্‌গুণশালী ব্যক্তি কেনইবা তাবল্লোকের প্রিয়পাত্র না হইবেন। বস্তুতঃ বসন্তের সমাগমে যে, সকলেই প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইবাক্যের যাথার্থতা শিকারপুরের লোকই অবগত ছিল; যেহেতু বসন্তবিচ্ছেদে নগর শ্রীভ্রষ্টা হইয়া উঠিল, বাস্তবিক বসন্ত বিগমে তাহাদের সকলকারই মন, বিষণ্ণভাব ধারণ করিয়াছিল।

মনঃস্থির না হওয়াতে বসন্ত, কতকদিন পর্য্যন্ত নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে যে রাজা সিংহপ্রতাপের রাজধানী রত্নগঞ্জ, তাহার আটক্রোশ অন্তরে উদয়নালা নামক স্থানে উপনীত হইলেন, এই স্থান আপাততঃ যত অপরিচিত বোধ হইতেছে, বাস্তবিক তত নয়, কার্য্যতঃ উদয়নালা বিশেষরূপে জানা হইবে। সুপ্রদ্ধি হাজিপুরের সহিত, উদয়নালা বহুকাল হইতে বাণিজ্যসূত্রে নিবদ্ধছিল। বসন্ত, উদয়নালায় উপস্থিত হইয়া তথাকার আবাসস্থলীর সুশৃঙ্খলা শ্রেণীবদ্ধ, রাজপথের প্রশ-

স্ততা, আপণশ্রেণীর পারিপাট্য, জলাশয়ের নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা, লোকের বিনয় ও শিষ্টাচার এবং বাঙ্‌নিষ্ঠা, উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের স্থলভতা, বাণিজ্যের স্বচ্ছলতা সন্দর্শনে এককালে বিমুগ্ধ হইলেন, তৎকালে তিনি দাদার উদ্দেশ প্রাপ্তির বিষয়ে এক প্রকার হতাশ প্রায় হইয়াছিলেন, স্থতরাং আর নিরর্থক নানাস্থান পর্য্যটন করা বিফল এই ভাবিয়া তথায় উপনিবেশ নির্দ্ধারিত করিলেন। যদিও উদয়নালা একটি স্থবিখ্যাত নগর নহে, তথাপি এখানে কি বাসী, কি উপনিবাসী কি পথিক সকলেরই বাসস্থানের বিলক্ষণ স্থবিধা আছে, এত ব্যবসায়ী লোকের বাস, যে কি খাদ্য কি ব্যবহার্য্য তাবদ্দ্রব্যই এখানে স্থন্দররূপ পাওয়া যায়, এখানে আসে না এমন দ্রব্য সংসারে অতি বিরল। এখানে অধি-বাসে শরীর অসুস্থ থাকে না, কারণ এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর; নগরের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া একটি ক্ষুদ্রতর গিরিতরঙ্গিনী নাতিখর স্রোতে প্রবাহিত, প্রবাহিনীর উভয় তীরে সমৃদ্ধিশালী ধনীবণিকগণের ইষ্টক-নির্ম্মিত সুধাময় ধবলবর্ণ অট্টালিকা সকল শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত; এই সকল দেখিয়া

ও লোকের আচার ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া প্রোৎসাহিত চিত্তে, মাসিক ভাটকদানে পণবদ্ধ হইয়া, একটি অত্যুকৃষ্ট ইষ্টকালয়ে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত সুস্থির করিলেন। এখানে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায়ী শ্রেষ্ঠিদিগেরই অধিক বসতি ছিল।

বসন্ত এইরূপে মনোরম স্থান ও আবাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের বিয়োগদুঃখের অবসান করত অপেক্ষাকৃত সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রায় মাসাবধি কাল অতীত হইলে, জগদ্দুর্লভ শ্রেষ্ঠিনামক একটি যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রথম সন্দর্শনকাল হইতেই জগদ্দুর্লভের প্রতি, বসন্তের আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জন্মিল। দিন কতকের মধ্যেই জগদ্দুর্লভ, বসন্তের সদয় ব্যবহারে তাঁহার প্রণয়-পাশে এরূপ আবদ্ধ হইয়া উঠিলেন যে, প্রচুর ধনবান বণিকের পুত্র হইয়াও পদব্রজে বসন্তের সহিত ভ্রমণে ও বাসস্থানে আগমনে সতত বাধ্য ছিলেন। কিন্তু বসন্তের আচরণ দেখিলে বোধ হইত, তিনি যেন জগদ্দুর্লভকে অধিকতর প্রেমাস্পদ জ্ঞান করেন। বন্ধুত্বভাবে উভয়ের সুখে কাল কর্ত্তিত হইতে হইতে দৈববিড়ম্বনায়

সহসা জগদ্দুর্লভের পিতার আয়ুসকাল পূর্ণ হইল। পিতৃবিয়োগের পর, শ্রেষ্ঠিনন্দন, অতুল ঐশ্বর্য্যের একাধিপতি হইলেন। বণিকতনয়, অনর্থ কালহরণাপেক্ষা অর্থপ্রয়োগ দ্বারা অর্থলাভের উপায় দেখা শ্রেয়ঃ, মনে মনে এই কল্পনা স্থির করিয়া প্রিয়সখার সহিত মন্ত্রণা করিলেন; উভয়ের মতেই বাণিজ্য শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। ক্রমে ক্রমে আয়োজন আরম্ভ হইল, উভয়েই স্ব স্ব সংস্থাননুসারে পণ্য সংগ্রহ ও তরণী যোজনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেশে কি বিদেশে যত উত্তম সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন সমস্তই সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য যাত্রার একটি দিনাবধারণ করিয়া উভয়েই নৌকা সংগ্রহ করিলেন। উদয়নালার ঘাটে তরণী সমুদয় উপস্থিত হইলে, উভয় বন্ধুতেই আপন আপন অবধারিত নৌকায় দ্রব্যজাত বোঝাই দিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তাহকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে অষ্টম দিবসে, শুভ দিনে শুভক্ষণে উভয় বন্ধুতে আত্মীয় স্বজনের নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব অধিবাস জন্য যে পৃথক্ অতি রমণীয় নৌকা নির্দ্ধারিত ছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট তরণীতে আরোহণপূর্ব্বক, ক্রমে নানা স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক

হাজিপুরে পৌঁহুছিলেন। বসন্ত নিতান্ত উদারচিত্ত ও সরল স্বভাব ছিলেন। শ্রেষ্ঠিনন্দন, সুকৌশল সম্পন্ন অতি চতুর লোক ছিলেন। হাজিপুরে উপনীত হইয়া তথায় ও তৎসমীপবর্ত্তী ধনাঢ্য স্থান সমুদয়ে আপন আপন সংগৃহীত সামগ্রী সমুদয় বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। হাজিপুরের পাঁচক্রোশ উত্তরে, চন্দ্রপ্রভা নাম্নী নগরী, এই নগরী নরকেশরী নামক রাজার রাজধানী, তথায় নব বণিকদ্বয় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধূর্ত্ততায় শ্রেষ্ঠিনন্দন অতি পটু, তিনি নগরে উত্তীর্ণ হইয়াই কিঞ্চিৎ রত্ন সঙ্গে লইয়া ভূপেন্দ্র সমীপে উপনীত হইলেন। জগদ্দুর্লভের স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধি চাতুর্য্য, শীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও সভ্যতাগুণে সর্ব্বত্রই আদর প্রাপ্ত হইতেন। তিনি এখানে আসিয়াও রীতিমত উপহারাদি দানে নরপতি সন্নিধানে পরিচিত, সম্মানিত ও আদৃত হইয়া, স্বীয় পণ্য মধ্য হইতে রাজভোগ্য দ্রব্য সমূহ অভিলষিত মূল্যে বিক্রয় করিলেন; নিজের সংগৃহীত দ্রব্যে সমুদয় সঙ্কুলান না হওয়াতে বসন্তের পণ্য দ্রব্যের অধিকাংশ সামগ্রী নৃপ সমীপে বিক্রীত হইল; যে অল্লাংশ দ্রব্য অবশিষ্ট রহিল, তাহা অনধিককাল মধ্যে নাগরিকলোক

দ্বারা নিঃশেষিত হইল। এই ব্যবসায়ে উভয় বন্ধুতে প্রচুর লাভবান্ হইয়া মনের সুখে সেই নগরের শোভাও আচার ব্যবহার পরিদর্শন জন্য কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিবার অভিলাষ করিলেন।

শ্রেষ্ঠিনন্দন, তথা হইতে আবশ্যকমত পণ্য সংগ্রহ করণাভিলাষে প্রিয় সখা বসন্তের গোচর করিলেন। বসন্ত বন্ধুর প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া তথায় কিঞ্চিৎ অধিককাল অবস্থানের মত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন; জগদ্দুর্লভ যে, মধ্যে মধ্যে নগর ভ্রমণে গমন করিতেন, তত্রত্য জনগণের প্রিয়পাত্র হইবার মানসে তাহাদের কখন কখন ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ প্রমদে প্রবৃত্ত হইতেন। বসন্ত, বন্ধুর সহিত নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাহার স্বাভাবিকী শোভা দৃষ্ট করিতেন, শ্রেষ্ঠিনন্দন কিরূপে স্বার্থসিদ্ধি হইবে সেই চেষ্টায়, পণ্যদ্রব্য সুলভমূল্যে সুবিধামত হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে পরিভ্রমণ করিতেন। যাহার যে অবস্থা হউক না কেন, জাতীয় ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইবার নহে। এক দিবস উভয় বন্ধুতে মিলিত হইয়া নগরের পারিপাট্য সন্দর্শনে কৌতূহলচিত্তে আবাসস্থলী পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হই-

লেন ; অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা দেখিতে দেখিতে তথাকার প্রধান আপণশ্রেণীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় একটি স্থানে কতকগুলি ব্যবসায়ী লোক একত্রীকৃত হইয়া পাশক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া, জগদ্দুর্লভ সেই স্থানেই উপবিষ্ট হইলেন এবং উহাদিগের সহিত ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিলেন, আর রহস্য ও কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বসন্ত তদ্রূপ নীচাশয়ী লোক ছিলেন না; যদিও তিনি হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তথাপি স্বীয় বংশমর্য্যাদা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; তিনি সমস্ত কার্য্যই বংশমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেন, এই ব্যাপারটিতেও তাহা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠিনন্দন অবিকৃত মনে তাহাদের সহিত পাশক্রীড়ায় রত হইলেন; রাজকুমার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, তিনি যেখানে সেখানে সাধারণ লোকের সহিত আলাপ কি উপবিষ্ট হওয়া কিম্বা ক্রীড়াসক্ত হওয়া ভাল বাসিতেন না। এই ক্রীড়াকালে, প্রসঙ্গাধীন জগদ্দুর্লভ বলিয়া উঠিলেন যে, আমার প্রিয়মিত্র বসন্ত, পাশক্রীড়াতে যেরূপ পটু, সেরূপ পটুতা অতি অল্প লোকের দেখা যায়; তাহা শুনিয়া ব্যসনাসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে

একজন বলিয়া উঠিল যে, তাহা এ নগরীতে বলিবার সাধ্য নাই। দ্যূতক্রীড়াতে আমাদের রাজতনয়া সুলোচনার তুল্য আর ত দেখিতে পাই না; কত দেশের কত বিখ্যাত পাশক্রীড়ায় সুনিপুণ ব্যক্তি আসিয়া ঐ বিষয়ে পরাভব স্বীকার করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহারা ভ্রম বশতঃ পরাজিত ব্যক্তিদিগের কারারোধের কথা উল্লেখ করিল না। এরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে আর এক ব্যক্তি কহিল, আহা! আমাদের নৃপনন্দিনীর কি অপূর্ব্বরূপ! তাঁহাকে দেখিলে দেবকন্যা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। মহারাজ তাঁহাকে কি কাল লেখা পড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এত বয়ঃক্রম হইল তথাচ বিবাহ হইল না। নৃপতিও কি তনয়ার কথায় প্রত্যয় করিয়া পাশক্রীড়ায় পরাভবকারী ভিন্ন কন্যার্পণ করিবেন না বলিয়া অমনি পণবদ্ধ হইলেন। প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন ও কত দেশ দেশান্তরের রাজা এবং রাজপুত্রগণ আসিয়া খেলা করিতেছেন, কৈ আজিও ত পরিণয় হইল না। যদিচ রাজকুমারীর দ্যূতক্রীড়ায় নৈপুণ্যের কথা শ্রবণে মনে মনে করিয়াছিলেন, তথাপি পণ-

বদ্ধ হইয়া অদূরদর্শীতার কার্য্য করিয়াছেন, ইহা, কেনা স্বীকার করিবে? আহা! মহারাজের আর সন্তান নাই, কোন্ ব্যক্তির সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট এবং কে, যে, এই অসামান্য-রূপ নিধান কন্যা নিধান লাভ করিয়া এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক এখন আর কিছু প্রার্থনা নাই, কন্যার উপযুক্ত পাত্র জুটিলেই ভাল হয়; হয়ত কোন এক নীচজাতি পাশ-ক্রীড়ায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া রাজকুমারীকে পরাভব করিয়া পাণিগ্রহণ ও রাজ্যাধিকার করিবে এই আশঙ্কা মাত্র। এই কথা শ্রবণ করিয়া জগদ্দুর্লভ কহিলেন, আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, নৃপনন্দিনীর সহিত একবার দ্যূতক্রীড়ায় রত হই, কিন্তু তাহা কিরূপে সম্পাদিত হইবে বলিতে পার? বক্তা কহিলেন কেন? তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। ক্রীড়াভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তথায় যে বাদ্যযন্ত্র আছে, তাহাতে আঘাত করিয়া শব্দ করিবামাত্র অমনি দূত আসিয়া ক্রীড়াস্থানে লইয়া যাইবে। সওদাগরকুমার, এই কথা শ্রবণে মনে মনে আশ্বাসিত হইয়া, সে দিন বাসায় গিয়া আর বন্ধুর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদে রত না

হইয়া আহারাদির পর অমনি শয়ন করিলেন। কিন্তু নিশার অধিক ভাগই নৃপনন্দিনীর সহিত ক্রীড়া করিব, তাঁহাকে পরাভব করিয়া রাজ্য লাভ করিব, এইরূপ চিন্তাতেই অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাত হইবা-মাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ সত্বরতার ও ব্যস্ততার সহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পরিচার-কের প্রতি, আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী শীঘ্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। বসন্ত গত রাত্রি হইতে সখাকে একান্ত ব্যগ্র ও নিতান্ত উন্মনা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রেষ্ঠিতনয়, মনের ভাব সঙ্গোপন করিয়া কাপট্য প্রকাশপূর্ব্বক এই মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন, রাজ-বাটীতে দ্যূতক্রীড়া করিতে যাইব। বসন্ত নিতান্ত উদার চিত্ত ও সরলান্তঃকরণের লোক ছিলেন, তিনি বন্ধুর ঐ রূপ উত্তর দানেই সন্তুষ্ট হইলেন।

বেলা এক প্রহর অতীত হইতে না হইতে আহা-রাদি সম্পাদনপূর্ব্বক আস্তে ব্যস্তে নরকেশরীরাজদুহি-তার ক্রীড়াভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, বহির্দ্বা-রস্থ বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিবামাত্র, তাহার নিনাদে পুরা-ভ্যন্তর হইতে দূত আসিয়া সমাদরপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠিকুমারকে

সমভিব্যাহারে করিয়া ক্রীড়াস্থানে লইয়া চলিল, তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহসজ্জা ও অন্যান্য উপকরণ এবং শোভা সন্দর্শনে মনের আনন্দে নয়নের চরিতার্থতা সম্পাদন করিলেন। যে সময়ে জগদ্দুর্লভ ক্রীড়াভবনে উপনীত হইয়াছিলেন, তৎকালে নৃপনন্দিনী সুলোচনা তথায় উপনীত ছিলেন না। সে সময়ে তিনি আহারার্থ পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; একটি পরিচারিকা তদীয় সমীপদেশে উপনীত হইয়া বণিকপুত্রের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিল। রাজকুমারী সম্বাদ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত ক্রীড়াস্থানে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ বণিকপুত্রের সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা বাক্য পাঠ করিলেন। যদি দ্যূতক্রীড়াতে আমায় পরাস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে পিতৃদেবের পণে আমাকেও সমস্ত রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন; আর যদি পরাভব হন, তবে আপনাকে যাবজ্জীবন কারাযন্ত্রণা স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রতিজ্ঞা বাক্য আপনার অনুমোদিত হইলে, তবে খেলায় প্রবৃত্ত হইবেন, নতুবা গৃহপ্রতিগমন করুন। জগদ্দুর্লভ, নৃপনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া এরূপ বিভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলেন যে,

কারাবাসের আশঙ্কা তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হইল না। পাঠকবর্গের মনে সুলোচনার সেই মনোহর রূপের কথা জানিবার নিমিত্ত অবশ্যই কৌতূহল হইতে পারে, এই বিবেচনায় এখানে নৃপনন্দিনীর রূপের স্বরূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমে সুলোচনার লোচন দুটির কথা এই, উহার আকৃতি শতদলেরন্যায়, বর্ণও প্রায় সেইরূপ, অতিশয় তেজস্বী ও আকর্ণ বিস্তৃত; দেখিলেই বোধ হয় যেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে অরুণোদয় হইয়াছে। গগণমণ্ডলে একটিমাত্র অরুণের উদয় দেখিতে পাওয়া যায়, সুলোচনার মুখমণ্ডলে অরুণযুগল উদিত, উহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? বাস্তবিক নয়নের আকৃতি ত আর ভানুর ন্যায় নহে, উহার জ্যোতির সহিতই কেবল সাদৃশ্য মাত্র। নয়নের উপরিভাগে অর্থাৎ প্রশস্ত ললাটের নিম্ন দেশে বৃত্তের এক চতুর্থাংশ রেখার আকারের ন্যায়, উভয় দিকে শ্রুতিমূল পর্য্যন্ত ধাবিত যুগ্ম ভ্রূ, কিন্তু তাহার শ্রবণ সংযোগ অংশ অবলোকন করিলে ধনুকের শেষ ভাগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কর্ণ দৃষ্টিগোচর নহে, তাহা সুবর্ণ নির্ম্মিত কর্ণে ও তাহারই আভরণে আবৃত, সুতরাং তাহার আর কি বর্ণন

করিব, সোণার কানের কাছে কি আর সোণার কানের বর্ণন ভাল লাগে। নাসিকার গঠন সুডোল্, নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব; ওষ্ঠাধরের বর্ণ যেন গোলাপ ফুলের ন্যায় গোলাপী, তাহাতে আবার তাম্বুল চর্ব্বণে চর্ব্বিত হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত, দেখিলেই বোধ হয় যেন, কোন সুনিপুণ চিত্রকর অতি সাবধানে মিনা দিয়া শেঠ্ করিয়া সংযোগ স্থলের উভয় পার্শ্ব কতকদূর ব্যাপিয়া গাঢ়তর লোহিত রঙে রঞ্জিত করিয়াছে; দন্ত গুলি কিঞ্চিৎ বৃহদাকারের বটে, কিন্তু অত্যুচ্চ নহে, কেবল স্বভাবেতে ঢাকা পড়ে না, তা না পড়ুক উহাতে অতি আশ্চর্য্য শোভা, সর্ব্বদাই যেন হাস্য করিতেছেন এরূপ অনুভূত হয়। পাঠকগণের মধ্যে কি কেহ হাসি হাসি মুখ ভাল বাসেন না? গণ্ডস্থল উজ্জ্বল গৌরবর্ণের উপরে কিঞ্চিৎ লোহিতের আভা বিশিষ্ট। গ্রীবাদেশ উন্নত ও মাংসল; পশ্চাদ্ভাগ হইতে আলোকিত হইলে বোধ হয় যেন, স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ক্রমে সূক্ষ্মভাবে মাংসেরই স্তর সাজান রহিয়াছে, তাহাতে অস্থির সম্পর্ক আছে এরূপ উপলব্ধি হয় না। একে ত বিস্তৃত বক্ষঃস্থলই অনুপম শোভার আধার, তাহাতে

আবার যৌবনের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ, ফলযুগলের অবস্থানে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহারিণী হইয়াছেন। ঐ ফল যুগলের নির্ম্মাণ পরিপাটী অতি চমৎকার, তাহা প্রণয়ী ব্যক্তির করকোষের নিরাপদ রত্ন। উদরটি হৃদয়াপেক্ষা নত কি উন্নত নহে; সমভাবেই অবস্থিত। মধ্যদেশ অতীব ক্ষীণ, বাস্তবিক প্রকৃত প্রস্তাবে অত ক্ষীণ হওয়া সম্ভব নহে; বোধ হয় কেবল যৌবন প্রভাবে নিতম্বের গুরুতা নিবন্ধন কটিদেশের ওরূপ ক্ষীণতা প্রতীয়মান হইতেছে। বাহুযুগল, বাহুমূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া করপদ্ম পর্য্যন্ত লম্বমান ও সংলগ্ন হওয়াতে, উহা ঐ কমল যুগলেরই মৃণাল বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু উহাকে নিষ্কণ্টক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ঊরুযুগল ও নিতম্বের সংযোজিত স্থানটি এরূপ ললিত ও নধর যে মৃদুমন্দ গমনেও চাঞ্চল্য প্রতীত হয়, উহা করীকর হইতেও সুগঠিত, যেখানে মৃত্তিকা সংযোগ, অর্থাৎ পাদপদ্ম, তাহার অবয়ব সাদৃশ্য পক্ষীবিশেষে পুচ্ছের সহিত হইতে পারে, কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে। এবম্প্রকার সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহাতে আবার চঞ্চর চিকুরগুচ্ছ আলুলায়িতাবস্থায় পাদদেশ স্পর্শ করে।

যৎকালে সুলোচনা মুক্তকেশী হইয়া দণ্ডায়মানা থাকেন, সে সময়ে তাঁহার সেই কাঁচা হরিদ্রার ন্যায় বর্ণতে যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী সদৃশ শোভমানা হইয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠিনন্দন, সুরসিক বটেন, তিনি কেবল রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া কারাবাসে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-কালান্তে মোহ নিরাকৃত হইল, তখন জগদ্দুর্লভ হায়! আমি কি করিলাম, হা! আমার জীবনে ধিক্, আমি বৃথা দেহ ধারণ করিয়া এই অবনিমণ্ডলে আসিয়াছিলাম। আমি না পিতা মাতার কার্য্য করিলাম, না স্বদেশের হিতসাধন করিতে পারিলাম, না আত্মীয় স্বজনের মনান্দ বর্দ্ধন করিতে পারিলাম। আহা! আমার ন্যায় হত-ভাগ্য আর কে আছে আমাকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত এই কারাবাসের ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে? বাস্ত-বিক তৎকালে তাঁহার চৈতন্যোদয় হওয়াতে, তিনি একবারে অধৈর্য্য হইয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হৃদয়-বিদারক রোদন ধ্বনি শ্রবণে, নির্দ্দয় কারারক্ষকগণের অন্তঃকরণে করুণা সঞ্চার হইল না; তাহারা তাঁহার

অশ্রুপাতে শ্রুতিপাত না করিয়া দৃঢ়রূপে নিগড়বদ্ধ করণানন্তর কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। জগদ্দুর্লভ, সে সময়ে এরূপ নিরুপায় হইয়াছিলেন যে, বন্ধুর নিকটে সম্বাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত একটি লোক কি একটু অবকাশও প্রাপ্ত হইলেন না।

এদিকে চারি পাঁচ দিন অতীত হইল তথাচ বন্ধু বাসায় প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া, বসন্ত বিকলচিত্তে তদীয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে নিতান্ত চিন্তিত হইয়া মনে মনে আক্ষেপ করিয়া বিধাতার প্রতি এইরূপ কহিতে লাগিলেন। হা দগ্ধবিধে! তোমার কি কিছুতেই মনের আশা মিটে না; এত যে দুঃখ দিতেছ তথাপি মনের অভিলাষ পূর্ণ হইতেছেনা; ইতিপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠের নিরুদ্দেশ করিয়া কিয়ৎকাল দুঃখসলিলে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে? পরে কত কষ্টে ও কত যত্নে একটি বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বিগতদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া একপ্রকার কষ্টকল্পনায় কালতিপাত করিতেছিলাম, তাহাও কি তোমার অসহ্য বোধ হয়? এততেও কি তোমার মনস্তুষ্টি জন্মে নাই? এই

কি তোমার বিধান যে আমায় কেবল দুঃখ পরম্পরা ভোগ করিয়া জীবন শেষ করিতে হইবে? আমার এত যে দুঃখের অবস্থা, ইহাও কি তদীয় সমীপে সুখের অবস্থা বলিয়া পরিগণিত? এবারে যে একেবারে অপরিহরণীয় দুঃখসলিলে নিপতিত করিলে? যাহাহক্ বুঝিলাম যে, আমার শরীরপরিগ্রহ সর্ব্বথা দুঃখভোগের নিমিত্তই হইয়াছে; যদি তাহাই না ঘটিবে তবে আমি বৃক্ষ অবলম্বন করি, তাহাই কেন ভগ্নশাখ হইয়া উঠে? আমার কোন কার্য্যই পরিণামে দুঃখ ভিন্ন সুখোৎপত্তি হইতেছে না ইহারই বা কারণ কি? ফলতঃ আমি নিতান্ত হতভাগ্য, আমার এই দুর্ঘটনার কথা লোকে শুনিয়াইবা আমাকে কি বলিবে? বন্ধুকে হারাইয়া উদয়নালায় কোন মুখে গমন করিব? এইরূপ নানাকথার আলোচন ও চিন্তনের পর লোক পরম্পরায় শ্রুতিগোচর হইল যে, রাজনন্দিনী সুলোচনার সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে গিয়া, শ্রেষ্ঠিনন্দন পরাজিত ও যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কারাবরুদ্ধ হইয়াছেন। এই বাক্য শুনিয়া বসন্তের হতাশপ্রায় অন্তঃকরণে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল; তিনি তৎকালে অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া

বন্ধুর কারামোচনের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন। যাহার নিকটে প্রস্তাব করেন সেই বলে যে, পাশক্রীড়া ভিন্ন অন্য উপলক্ষে নৃপদুহিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তদুপলক্ষে তথায় গমন করিলে আর মুক্তিলাভ করা কঠিন। বলিতে কি কতদেশের কতশত রাজকুমার, কতশত শ্রেষ্ঠিনন্দন, কতশত ধনী লোকের জীবন সর্ব্বস্বধন, কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যাবজ্জীবনের জন্যে বন্ধন দশায় কালক্ষেপণ করিতেছেন। আহা! তাঁহাদের দুরবস্থার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তবে যদি কেহ দ্যূত-ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী থাকেন তবে তাঁহারই তথায় গমন করা কর্ত্তব্য; নতুবা সাধে সাধে কারাবাসে জীবন-শেষ প্রয়োজন কি? যিনি রাজকুমারীকে খেলায় পরাস্ত করিবেন, তিনি এই অসামান্য অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত রাজ্যাধিকার ও সেই লোকাতীত রূপলাবণ্য সম্পন্না অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কন্যারত্নকে লাভ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন।

বসন্ত, এইরূপে লোক পরম্পরায় মিত্রের কারাবাসের ও বীর কেশরীতনয়ার দ্যূতক্রীড়ার এবং অলৌকিক

রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ; কি আশ্চর্য্য ! বন্ধু আমাকে গোপন করিয়া রাজ্যাধিকার আর স্ত্রীরত্নলাভে লোলুপ হইয়া দৈব বিড়ম্বনায় অবশেষে বিদেশে বিপন্ন হইয়াছেন ; বিধাতার বিচিত্র লীলা ! লোভের কি অপরিসীম ক্ষমতা ! সংসার-সাগরের তরঙ্গমালায় কে কখন পতিত হয় তাহা কে বলিতে পারে ? আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। বন্ধু বুঝি মনে মনে এই আশঙ্কা করিয়া থাকিবেন, যে, আমার নিকট প্রকাশ করিলে পাছে কাঙ্ক্ষিত ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। আমি কি এমনই পাষণ্ড ! আমি কি এমন মূঢ় ! আমি কি এমন কাণ্ডজ্ঞান বিহীন যে, মিত্রের পরিভোগের বস্তুতে তাহাঁকে হতাশ করিয়া আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিব ; যাহাহক্ মনুষ্যের মনের গতি অতি বিচিত্র। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি ? বন্ধুর অযথাচরণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া কারা বিমোচনের চেষ্টায় বিরত থাকি, না যথা সাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করি। নিতান্ত পুরুষার্থ বিহীন হইয়া বন্ধুকে হারাইয়া প্রত্যাগত হওয়াপেক্ষা, উদ্যোগী হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি ভালই, নচেৎ উভয়েরই এক দশা ঘটিবে। যদি আমি

বন্ধুকে বিদেশে কারাবাসে রাখিয়া উদয়নালায় প্রতিগমন করি, তাহা হইলে লোকের নিকট কলঙ্কিত ও অপদস্থ হইতে হইবে। আমার এই অমানুষোচিত অসদাচারে অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করিয়া মনে মনে অশ্রদ্ধা করিবে তাহার আর কোন সংশয় নাই। অতএব বন্ধুর কারামুক্তির জন্য সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হই তাহাও শ্রেয়ঃ; কারণ তাহা-তেত আর লোকসমাজে অযশঃ সম্ভাবনা থাকিবে না, দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে বন্ধুসহবাসে কারাবাসে জীবন শেষকরাও মনুষ্যত্বের কার্য্য। মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া, যথাকালে স্নান ভোজনাদি পরিসমা-পনের পর, ভূপেন্দ্রকুমারীর সহিত দ্যূতক্রীড়া করণা-ভিলাষে বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রীড়ালয়ের বহিঃ-দ্বারস্থ বাদ্যযন্ত্রের সন্নিহিত হইয়া, সজোরে তাহাতে আঘাত করিলে, ঠন ঠন শব্দে তাহা বাজিয়া উঠিল। ঘণ্টার গভীর নিনাদে রাজকুমারীর আদেশে, একটি অন্তঃ-পুরচারি সহসা তথায় উপনীত হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্তইবা বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিতে-ছেন, অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে উপযুক্ত বিধান হইবে।

বসন্ত ভৃত্যের বাক্যের শেষ হইতে না হইতেই কহিলেন, ওহে চর! তোমাদের রাজকুমারী এক্ষণে কোথায় আছেন, আমি তাঁহার সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব বলিয়া আগমন করিয়াছি; যদি অগৌণে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তবেই এই ক্রীড়াভবনে প্রবেশ করি, নতুবা স্বস্থানে গমন করি। ভৃত্য কহিল না মহাশয়! আপনাকে আর ফিরে যাইতে হইবে না। কুমারী, হয়ত এতক্ষণ ক্রীড়াস্থানে উপস্থিত হইয়া আপনকার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বে আমার সঙ্গে আসুন। ভৃত্যের কথায় বসন্ত তদীয় অনুবর্ত্তী হইয়া, সুলোচনার লোচনপথে উদিত হইলেন।

সুলোচনা ও বসন্তের নয়ন মিলনে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হইল, যেমন গ্রীষ্মের সময়ে চাতকগণ নব ঘন সন্দর্শনে, পতিব্রতা রামা পতি দর্শনে, দরিদ্রব্যক্তি প্রচুর ধনে, উল্লাসিত হয়; তদ্রূপ উভয়ের মনে আনন্দ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহা পাছে প্রকাশ পায়, সেই ভয়েই অতি সাবধানে ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুলোচনা মনে করিলেন, কি আশ্চর্য্য! এত দিন ত আমার মন এমন বিচল হয় নাই। একাল পর্য্যন্ত কত

রাজকুমার, কত শ্রেষ্ঠিকুমার, কত ধনী মানী সম্ভ্রান্ত-লোকের সন্তান আমার সহিত পাশক্রীড়া করণাভিলাষে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও ত রূপবান্ ও গুণবান্ পুরুষ ছিল; কেহই আমার মন হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অদ্য কি কারণে আগন্তুকের দৃষ্টিশরে বিদ্ধ হইলাম বলিতে পারি না। ইহাঁর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া অবধি আমার বোধ হইতেছে বুঝি সংসারে এরূপ রূপ নিধান আর নাই। বিধাতা বুঝি, আমার প্রতিজ্ঞাভার বিমোচনের আর উপায় দেখিতে না পাইয়া অনঙ্গদেবকে অঙ্গবিশিষ্ট করিয়া আমার সহিত দ্যূত-ক্রীড়া করিতে প্রেরণ করিয়াছেন; নতুবা নরদেহে এরূপ রূপ মাধুরী কি সম্ভবে? যাহা হউক এক্ষণে পরিচয় জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেই সকল সংশয় অপনীত হইবে। এইরূপে মনে মনে পরস্পর রূপের প্রশংসা করিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত উভয়েই উভয়ের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর প্রকৃতকার্য্যারম্ভ হইল, একাদিক্রমে সপ্তাহকাল ক্রীড়া চলিল; কেবল নিতান্ত আবশ্যকীয় স্নান ভোজন প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মে কএক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত

হইল, অবশিষ্ট সময় কেবল ব্যসনাসক্তিতেই যাপিত হইত।

কেমন বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেহ কাহাকে উপর্য্যুপরি তিনবার পরাস্ত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সপ্তম দিবসে সায়ংকাল উপস্থিত, দক্ষিণপথ হইতে মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, অংশুমালী তিমির রাশিতে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় কুমার কহিলেন, রাজনন্দিনি! দেখ, তুমি দুবার পরাজিত হইয়াছ এবারেও বুঝি পরাজয় হও, এই কথা বলিতে না বলিতে সুলোচনা পরাভূত হইয়া লজ্জাবনত বদনে কহিলেন, প্রাণনাথ! এতদিনে আমার দ্যূতক্রীড়ার ও প্রতিজ্ঞার সার্থক হইল। পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকারা অমনি সানন্দ মনে রাজমহিষী সন্নিধানে এই শুভ সম্বাদ প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী আবার এই সম্বাদ নৃপতির গোচর করিলেন; রাজা রাণী উভয়ের মনই সন্দেহ দোলায় দুলিতে লাগিল! তাহাদের মনে কত আশঙ্কাই উপস্থিত হইতে লাগিল, একবার মনে করিলেন, হয়ত কোন নীচবংশীয় অতি কুরূপ নির্গুণব্যক্তি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, কুমারী লজ্জায় আর আমাদের

নিকটে আসিতে পারিতেছেন না। কখন বা মনে করি-
তেছেন যে, কোন অপূর্ব্ব মাধুরীসম্ভার কুমারীর প্রতি-
জ্ঞাভার উন্মোচন করিয়াছেন এইরূপ চিন্তাতে সে দিন
গত হইল, পরদিন দুহিতার নিকট জিত ব্যক্তির পরিচয়
গ্রহণেচ্ছু হইয়া পরিচারিকা দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান
করিলেন।

স্থলোচনা বসন্তের রূপে মোহিত হইয়াও মনোবৃত্তি
পরীক্ষার জন্য একান্তমনে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়
আরম্ভ করিলেন। বসন্তও কৌশলে রাজকন্যার মনোগত
ভাব জানিতে লাগিলেন। ফলতঃ সর্ব্বদা সদালাপ ও
সৎকথার প্রসঙ্গ করিয়া মনের সুখে কালহরণ করিতে
লাগিলেন। সুলোচনা বসন্তের সমীপে বসিয়া দাম্পত্য-
প্রণয়ের আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে একটি পরি-
চারিকা আসিয়া রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,
ও মা সুলোচনা! রাজমহিষী তোমাকে একবার তদীয়
সন্নিধানে যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন, একটু সত্ব-
রতায় অন্তঃপুরে যাইতে হইবে; সুলোচনা ঐকথা শুনিয়া
মনে মনে বিরক্ত হইয়া, অগত্যা যাইতে স্বীকার করিয়া
দাসীকে বিদায় দিলেন; কিন্তু তিনি উভয় সঙ্কটে পতিত

হইয়াছিলেন, একদিকে মাতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, অন্য-দিকে প্রাণাধিক প্রিয়তম বসন্তকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করা; কি করিবেন, দুই দিকই বজায় রাখা আবশ্যক, সুতরাং অনেক ভাবনাচিন্তার পরে মাতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন; ফলতঃ তাঁহার মন বসন্তের নিকটেই রহিল।

নরাধিপদুহিতা সুহিতা সুলোচনা, জননী সন্নি-ধানে উপনীত হইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! আমায় কিজন্য আহ্বান করিয়াছেন; আদেশ করুন। রাজমহিষী কুমুদিনী, কএক দিনের পরে প্রিয়তমা কন্যাকে দেখিতে পাইয়া, তৃষিত নেত্রে আপাদমস্তকের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করত কহিলেন; হা মা সুলোচনা! এই অবধি কি আমাদের স্নেহ, দয়া, ও মমতা বিস্মৃত হইলে? সুলোচনা মাতৃ মুখবিনিঃসৃত রসাভাষ শ্রবণে লজ্জাবনত বদনে এই উত্তর করিলেন, জননি! আমি ত আবহমানকাল প্রচলিত প্রথারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতেছি; ইহাতে কি আপনারা অযথাচরণ মনে করিয়া, আমায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া-ছেন? নৃপগেহিনী কহিলেন, না মা! তুমি মনে মনে

ক্ষুণ্ণ হইওনা, কৈ কিছু অন্যায় ব্যবহার কর নাই তবে কি তা জান, তুমিই একমাত্র কন্যা, আর দ্বিতীয় সন্তান নাই, সেই জন্য স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে সর্ব্বদা তোমায় নিকটে রাখিতে অভিলাষ, সন্দর্শন লালসা বলবতী থাকাতেই এই বাক্য কহিলাম, বাস্তবিক তুমি কোন প্রকার ঘৃষ্টতা কি অশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া আমাদিগের বিরাগ ভাজন হও নাই। হ্যাঁ গো মা সুলোচনা! যিনি তোমায় দ্যূতক্রীড়ায় পরাভব করিয়াছেন, তুমি কি তাঁহার স্বভাব ও পরিচয় জানিতে পারিয়াছ? আজি তোমায় নিতান্ত বিমনা ও উৎকণ্ঠাকুলা বোধ হইতেছে কেন? তোমার অবস্থা দৃষ্টে কত প্রকার আশঙ্কা মনে উদিত হইতেছে বলিয়া, এই সমুদয় কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। জননীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সুলোচনা জননীকে বলিলেন মাতঃ! সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে হইবে না, আচার ব্যবহার রীতি নীতি দ্বারা যত দূর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে ত বিধাতার প্রতিকূলতা প্রকাশ পায় নাই। তবে জাতি কি কুলশীলের কথায় আমি বিশেষজ্ঞ নই বলিয়া তৎ প্রসঙ্গ করি নাই। তদ্বিষয় কোন অভিজ্ঞ কুলজ্ঞ ব্যক্তি

দ্বারা সবিশেষ জানিতে পারিবেন। বসন্ত সম্বন্ধীয় এবম্বিধ কথোপথন হইতেছে ইতিমধ্যে রাজ্ঞী রাজকুমারীকে কহিলেন, সুলোচনা আমি সেই জেতা পুরুষকে একবার দেখিবার অভিলাষ করি, কিরূপে তাহা নির্ব্বাহ হইবে বলিতে পার? সুলোচনা কহিলেন কেন? তিনি ত আপনাদের সন্তান তুল্য, ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারেন। কুমুদিনী স্বীয় পতিপরায়ণতাগুণে বশবর্ত্তিনী হইয়া, মহারাজের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন, তিনি তাহাতে সম্মতি দান করিলেন, তদনুসারে ভাবী জামাতা ও তনয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্তঃপুরে আনয়ন করিবার মনস্থ করিলেন; রীতিমত অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় দেবদুর্লভ খাদ্য সামগ্রী সমুদয় সংগ্রহ করিয়া, কন্যা ও বসন্তকে আহ্বান করিলেন। বসন্ত যথাকালে রাজমহিষীর বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধনপূর্ব্বক গুরুজনযোগ্য সম্ভাষণ প্রণামাদি শীলতা ও শিষ্টতা ব্যবহারে পরিতুষ্ট এবং ভোজন পানাদি পরিসমাপণ করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। রাজগৃহিনী কুমুদিনী, বসন্তের অমর বিনিন্দিত রূপলাবণ্য দর্শনে ও বিনয়পূর্ণ সুমধুর বাক্য শ্রবণে অতীব

প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, আর উপযুক্ত পাত্রের সমবেশ হওয়াতে বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাজ নরকেশরী, বিগত বিবরণ স্বীয় প্রণয়িণীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, পাত্রের যেরূপ রূপগুণের ও সুজনতার কথা শুনিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই কোন সদ্বংশ-জাত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। যাহা হউক একটি শুভক্ষণ স্থির করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনাইয়া বংশের পরিচয় জানিয়া মনের আকুলতা নষ্ট করিয়া জ্যোতি-র্ব্বিদ পণ্ডিত দ্বারা বৈবাহিক লগ্ন স্থির করিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে শুভকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্তিলাভ করিব।

এইরূপ কল্পনার পরে মহারাজ নরকেশরী, শুভ-ক্ষণে দূত দ্বারা রাজকুমারকে রাজসভায় আনাইয়া তাঁহার জাতি ও কুলশীলের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। বসন্ত স্বকীয় পরিচয় প্রদানে উদ্যত হইয়া বিগত দুঃখকাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে অবিরলধারায় অশ্রু বিস-র্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা নরকেশরী, বসন্তের এই শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে চমৎকৃত ও বিস্মৃত হইয়া

শোকের কারণ জানিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অধৈর্য্য হইয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বসন্ত, ভূপতির আগ্রহাতিশয় ও নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে নিতান্ত অনায়ত্ব হইলেও কষ্টেস্বষ্টে মনের আবেগ সংবরণ পূর্ব্বক গদগদ বচনে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বয়ং যতদূর জানিতেন ও লোকমুখে পূর্ব্বকথা যাহা কিছু শ্রুতিগোচর করিয়াছিলেন, আমূল সমুদয় কথা বলিতে লাগিলেন। সেই হৃদয়বিদারক বিবরণ শ্রবণ করিয়া নরপতি নরকেশরী যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত হইলেন, মনে মনে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া ধন্য বোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজের চিত্তে অপূর্ব্ব আনন্দরস সঞ্চারিত হইয়াছিল, যেমন চির রুগ্নব্যক্তি সহাসা অমৃতপানে আরোগ্যলাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয় মহারাজের তাহাই ঘটিয়াছিল; কারণ তাঁহার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়া ছিল যে, হয়ত এই পণবদ্ধ হওয়াতে যথাযোগ্য পাত্র সঙ্ঘটন হইবে না। এইরূপে আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত ফল লাভ হওয়াতে অপার আনন্দনীরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি শুভ সম্বাদ বীরজিৎসিংহের নিকটে প্রেরণে উদ্যত হইলে

বসন্ত কহিলেন, আমি যে জীবিত আছি, এ সংবাদ পিতা কি ভ্রাতৃ সন্নিধানে জানাইতেও কুণ্ঠিত, সুতরাং আমার বিবাহ সম্বাদ আমার আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া উচিত নহে। নরকেশরী প্রথমতঃ বীরজিৎসিংহের স্ত্রৈণতা নিবন্ধন যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া পরিশেষে কহিলেন, পাছে তোমার মনঃপীড়া উপস্থিত হয়, এই মনে করিয়া নসীপুরে সংবাদ প্রেরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম, নতুবা যে পিতা স্ত্রীর বাধ্য হইয়া সন্তানের শিরশ্ছেদনে আদেশ করেন, তাঁহার কি মুখাবলোকন করিতে আছে? না তাঁহার নামোচ্চারণ করিতে আছে?

বসন্তের বাক্যে, সমাচার প্রদানে বিরত হইয়া নরকেশরী বিবাহোদ্যোগে রত হইলেন। সেই সময়ে বসন্ত অতি বিনীতভাবে কহিলেন মহারাজ! আমার একটি অভিলাষ আছে তাহা আপনাকে পরিপূরণ করিতে হইবে। নরপতি হাস্যাননে উত্তর করিলেন, আর আমায় অনুরোধ করিতেছ কেন? এই সমুদয় ঐশ্বর্য্য ও রাজকার্য্য, সকলি ত তোমার অধীন, আমি সমস্তই তোমাতে অর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে যে বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাতেই অকুণ্ঠিত চিত্তে

সম্পাদন করিতে পারিবে। তবে ইচ্ছা হইলে, যেমন অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিবে, তদ্রূপ আমাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে। রাজকুমার, নরেন্দ্রের কথায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে কৃতাঞ্জলী হইয়া নীতিগর্ভ বচনে এই উত্তর দান করিলেন, মহারাজ! আপনার এই গুরুভার কি মাদৃশ চপলবুদ্ধি যুবকের বহন করা সাধ্য? আমি আপনকার অনুগ্রহের ও স্নেহের পাত্র, সন্তান সদৃশ আজ্ঞানুবর্ত্তী, যখন যাহা আদেশ করিবেন, সাধ্যানুসারে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালনে যত্নবান হইব। নরকেশরী বসন্তের বিনয়পূর্ণ মৃদুমধুর বাক্য পরম্পরা শ্রুতিগোচর করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, বৎস! তোমার কি অভিলাষ হইয়াছে তাহা বল, অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। বসন্ত কহিলেন মহারাজ! এই মহোৎসব ক্রিয়োপলক্ষে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত নৃপ কি সম্ভ্রান্ত সন্তানগণ কারাবরুদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিতে হইবে; এই পরোপকারী মহদ্বাক্য আকর্ণন করিয়া ভূপতি সানন্দমনে উৎসাহের সহিত তদীয় প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

রাজকুমার, নৃপের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্বাভীষ্ট

সাধনোদ্দেশে, পাশক্রীড়াপরাভূত কারাবরুদ্ধ ব্যক্তিগণে মুক্তিদানে ব্রতী হইলেন। পর্য্যায়ক্রমে এক এক জন করিয়া নৃপনন্দনের সম্মুখে নীত হইতে লাগিল, তিনি সকলকারই পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলেন, দেখিলেন এক ব্যক্তিও দরিদ্র কি অনার্য্য সন্তান নহেন, সকলেই হয় রাজা অথবা শ্রেষ্ঠি, কিম্বা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ধনীলোকের সন্তান। এই ব্যাপার উপলক্ষে নানাদেশীয় রাজকুমারের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। কিন্তু প্রিয় সুহৃদ্ জগদ্দুর্লভের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে একান্ত বিকলান্তঃ হইতে লাগিলেন। জগদ্দুর্লভ যেরূপ সর্ব্বশেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইরূপ সমুদয় লোক মুক্তিলাভ করিলে, তবে তাঁহার পালা উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠিনন্দন, প্রহরীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজনন্দনের সম্মুখভাগে নীত হইলে, কিয়ৎকাল পরস্পর মুখ নিরীক্ষণের পরে শ্রেষ্ঠিকুমার, রাজকুমারকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু জগদ্দুর্লভ কারাবাসের অসহ্য ক্লেশে এরূপ বিকৃত আকৃতি হইয়াছিলেন যে, সহসা তাহাকে চেনা দুষ্কর। অধিককাল অভিনিবেশ দৃষ্টিপাত হইলে তবে চিরপরিচিত ব্যক্তি জানিতে পারেন যে, তিনি সেই

উদয়নালাবাসী জগদ্দুর্লভ শ্রেষ্ঠি। বহুদিনের পর বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি অপার আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিলেন; কিন্তু জগদ্দুর্লভের মনের ভাব বসন্তের ন্যায় নহে, তিনি বন্ধুকে গোপন করিয়া আসিয়া বিপদে পতিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন; পরিশেষে সেই বন্ধু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলেন। বসন্ত, বন্ধুকে তদবস্থ দেখিয়া, কহিলেন সখা! গতকার্য্যে ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই; যেহেতু শাস্ত্রকর্ত্তারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন "গতস্য সূচনা নাস্তি" অর্থাৎ গত কর্ম্মের অনুশোচনা বিফল। এক্ষণে রাজকন্যা সুলোচনার পাণিগ্রহণ করিয়া অনন্য সাধারণ যশঃ ও খ্যাতি লাভ করা যাউক; বহু-কাল কষ্ট পরম্পরায় কালাতিপাত হইয়াছে, অধুনা কিছুকাল সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করা যাউক। ফলতঃ তোমার কারাবরোধের সম্বাদ প্রাপ্তমাত্র আমি এককালে দশদিক শূন্য ও জনশূন্য অরণ্যবাসের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলাম; বাস্তবিক তুমি ভিন্ন অন্য অবলম্বন ছিলনা, সুতরাং আমায় আশ্রয়চ্যুত উপায়বিহীন বালকবৎ কিছু-কাল চিন্তার্ণবে নিমগ্ন থাকিতে হইয়াছিল। বলিতে কি

অন্ধগণ অবলম্বিত যষ্টি বিহীন হইলে যাদৃশী দশা প্রাপ্ত হয় আমি তদ্রূপ মৃতকল্প হইয়া কালযাপন করিতে ছিলাম। অদ্য তোমায় কারামুক্ত দেখিয়া আমার মৃত-দেহে জীবসঞ্চার হইল, আমার বিগত দুঃখের অবসান হইল। আর চিন্তা নাই, এখন দুজনে মন্ত্রণা করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারিব। বিশেষতঃ এই রাজার ঐ এক কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান নাই, তাহাতে আমার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইতে হইবেই হইবে। তবে আমার যে অবস্থা তাহাতে কস্মিন্‌কালেও ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না। উভয় বন্ধুতে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে সহসা একজন পরিচারিকা আসিয়া রাজকুমারকে কহিল, মহাভাগ! আমাদের রাজনন্দিনী, কি কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আপ-নাকে তৎসন্নিধানে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, কি অনুমতি হয়? বসন্ত, আমি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে রাজ-কুমারীর সমীপে উপনীত হইতেছি, এই উত্তর প্রদানে পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে জগ-দ্দুর্লভ কহিলেন, সখা! তবে প্রণয়িণী সন্নিধানে গমন কর, আমি এক্ষণে বাসস্থানে যাই; সময়ান্তরে পুনরায়

সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইবে, এইকথা বলিয়া পরস্পর বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপন আপন অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন।

বসন্ত, সুলোচনার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অয়ি সরলে! আমায় কি জন্যে আহ্বান করিয়াছেন, আদেশ করিলে চরিতার্থ হই। নৃপদুহিতা প্রিয়বল্লভের উত্তর শ্রবণে মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, আপনি এতদূর সৌজন্য প্রকাশ করিলে এ অধিনী বড় লজ্জিত হয়। প্রাণকান্ত! তোমায় নয়নপথের পথিক করিয়া পর্য্যন্ত আমার মন যে, কেমন বিচল হইয়াছে, আর ক্ষণকালের জন্যেও নয়নান্তরালে রাখিতে ইচ্ছা যায় না; এমন কি এক মুহূর্ত্তকালও যেন যুগ পরিমাণ বলিয়া বোধ হয়। এই যে তুমি অল্পকাল আমায় পরিত্যাগ করিয়া পিতৃদেবের সন্নিকটে গমন করিয়াছিলে, ইহাতেও যে আমার কত প্রকার অসহ্য যন্ত্রণা ও দুঃসহ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। পিতৃদেব কি জন্যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, যদি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করেন, তবে কৃতার্থ হই। বসন্ত

কহিলেন প্রিয়ে! সে বিবরণ শ্রবণে শ্রুতিসুখ হইবে এরূপ বোধ হয় না, সুলোচনা কহিলেন হৃদয়নাথ! আমার কষ্ট হইবে না, যদি আপনকার মনোবেদনা উপস্থিত না হয় তবে দাসীর অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। বসন্ত, সুলোচনার নিকট আদ্যোপান্ত আত্ম-জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন, মধ্যে মধ্যে উভয়েই শোকে অধৈর্য্য হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, আবার শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিতে ও শুনিতে আরম্ভ করিলেন। বলা শেষ হইলে কোমলহৃদয়া সুলোচনা প্রাণকান্তের হৃদয়বিদারক দুঃখাবহ বিবরণ শ্রবণে শোকসিন্ধু একবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। বসন্তের ঈদৃশ ক্লেশ পরম্পরার কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পিতা কি মাতা যদি কোন কার্য্য গতিকে নিকটে যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করেন, তাহা হইলে মণিহারা ফণিনীর ন্যায় চঞ্চলচিত্তে গমন করিয়া কার্য্য শেষ হইবামাত্র প্রিয়বিরহে ব্যস্ত হইয়া আসিতেন।

সুলোচনা কথায় কথায় প্রায় সর্ব্বদাই এই কথা

বলিতেন, প্রাণনাথ! আমার পিতা মাতার আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই, কেবল আমরাই মাত্র সম্বল; সুতরাং আমরাই যাবদীয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, চিরজীবন সুখসচ্ছন্দে কাটাইতে পারিব তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব তুমি অন্যমন করিতে পারিবে না, স্থানান্তরে যাইতে পারিবে না। পিতার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সমস্তই ত তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা রাজার ধর্ম্ম নহে। তুমি এক্ষণে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চল, প্রকৃতিপুঞ্জের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। সময়ে সময়ে কৌশলক্রমে স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার সম্বাদ প্রাপ্তির জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবে। ইহা হইলে আর তোমার মনে কোন উদ্বেগ রহিবে না, নিরুদ্বেগে এখানে থাকিতে পারিবে। মন স্থির কর, আর স্থানান্তরে গমনের অভিলাষ করিও না। তোমার মুখে যে সকল কথা শুনিয়াছি তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বিগত দুঃখের কথা শ্রবণে আমার মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তুমি

বিদেশে গমন করিলেই অপার দুঃখার্ণবে নিপতিত হইবে, এইজন্য তোমায় অন্য স্থানে যাইতে দিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়। আমার কথা শুনুন, চাপল্য পরিত্যাগ করুন, আর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশ পরম্পরা ভোগের প্রয়োজন নাই।

বসন্ত প্রেয়সীর কাতরতা দেখিয়া ও যুক্তিযুক্ত মমতাপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণগোচর করিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন; রাজকুমারী যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে হানি কি? মহারাজের আর ত সন্তান সন্ততি নাই; আমরা একমাত্র অবলম্বন, এই রাজ্যৈশ্বর্য্য সমুদায়ই আমাদের অর্শিবে, এমন কি বলিলে সমস্তই এখনই অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। তবে একবার প্রিয়বন্ধু শ্রেষ্ঠিনন্দনের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে তাহাই করা কর্ত্তব্য, এরূপ কল্পনা করিয়া সে দিন আর কোন উত্তর প্রদান না করিয়া সন্দিহানচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুলোচনা, প্রিয়বল্লভের নিকট কোন উত্তর প্রাপ্ত না হইয়াও মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ইহাতে নাথের অসম্মতি আছে এরূপ বোধ হয় না।

অবধারিত দিবসে মহীপতি নরকেশরী মহাসমারোহে, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ত্রিভুবন মনমোহিনী কন্যারত্ন, বসন্তের হস্তে অর্পণ ও তৎসঙ্গে আপনার যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য ছিল, সমবেত নরপতিগণ, সাক্ষাৎ ঋষিতুল্য তেজস্বী আচার্য্যগণ, নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ধনীগণ, স্বাধিকারস্থ প্রধান প্রধান প্রজা ও রাজন্যগণ, আহূত ও অনাহূত অপরাপর জনগণ সমক্ষে প্রতীজ্ঞাপূর্ব্বক তৎসমুদয় দান করিলেন। আর কহিলেন যতদিন পর্য্যন্ত বসন্ত রাজসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জের পরিপালন ও শাসনভার গ্রহণ না করিতেছেন, আমি ততদিন মাত্র এই রাজকার্য্য স্বহস্তে রাখিয়াছি, উনি গ্রহণেচ্ছু হইলেই আমি তৎক্ষণাৎ ইহা হইতে অবসৃত হইব। এই উদ্বাহসভায় বসন্তের প্রিয়সুহৃদ্ জগদ্দুর্লভ শ্রেষ্ঠি উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহারাজের এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়া মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, তবে ত বসন্তের ভাগ্যে এই আলোকসামান্য অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব রূপনিধান কন্যানিধান পরিভোগ এবং রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি উভয়বিধ সুখই ঘটিল। ভগবান্ কাহার অদৃষ্টে কখন কি ঘটনা করেন তাহার

কিছুই বলা যায় না। আহা! আমিই অগ্রে দ্যূতক্রীড়া করিতে আসিয়াছিলাম, সে সময়ে বসন্ত ইহার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানিতে পারেন নাই; আমার দুরদৃষ্ট-জন্য কারাবাস ফলভোগ হইল, আর বসন্ত আমার অনুসন্ধানে আসিয়া অনুপম সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইল, কি চমৎকার! জগদীশ্বরের লীলাই বিচিত্র!! এই ঘটনা দেখিয়াই বুঝি "এক যাত্রার পৃথক্ ফল" এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে? যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপে পারি এই অভাবনীয় সুখসম্ভোগের ব্যাঘাৎ জন্মাইবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

বসন্ত নিতান্ত উদারচিত্ত ও একান্ত সরল স্বভাব, আমার উৎপন্ন জটিল বুদ্ধির মর্ম্মোদ্ভেদ করা কোনরূপেই তাহার সাধ্যায়াত্ত হইবে না, জগদ্দুর্লভ এইরূপে অনন্য-মনে সর্ব্বদা সেই চেষ্টাতেই রহিলেন।

বিবাহোৎসব শেষ হইল, নিমন্ত্রিত লোকজন সকল স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিল। বসন্ত রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া রাজভোগে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়ীযুগলের মনে মনে যে সকল নব

নব ভাবের আবির্ভাব হইত, তখন মনে করিতেন পরিণয়ের পর অকপটভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে পরস্পর পরস্পারের নিকট ব্যক্ত করিবেন ; কিন্তু এক্ষণে পরিণিত হইয়া সে সকল আর মনে নাই, আমোদ আহ্লাদে কোথা দিয়া দিন গত হইতে লাগিল তাহা অনুভবেই আসিত না। ফলতঃ প্রণয়ীগণের মিলনের পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলিব বলিয়া মনে বাসনা হয়, সম্মিলন হইলে আর তাহা স্মরণ থাকে না, একথা পাঠক মহাশয়েরা মনের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিতে পারিবেন, সুখ প্রায়ই স্থায়ী হয় না, কোথা হতে উৎপাত আসিয়া বাধা দেয় তাহা পূর্ব্বে লক্ষিত হয় না।

একদিন অপরাহ্ণ সময়ে বসন্ত, পরমবন্ধু জগদ্দুর্লভের সহিত নানা বিষয়িণী কথা হইতে হইতে এইকথা বলিলেন, সখা! মহারাজ ত কএক দিন হইতে রাজ্যাধিকার গ্রহণ জন্য উপরোধ, অনুরোধ করিতেছে, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য ? শ্রেষ্ঠিনন্দন কহিলেন, ভূপাল যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান হওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে সহসা তাঁহার রাজ্যাধিকার ও যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ

করিবে ইহা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে সময়ে নরপতি, বার্দ্ধক্য নিবন্ধন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে অক্ষম হইবেন, তৎকালে এই সমস্ত স্বকরে আনা উচিত। যে দেও রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী তুমি ভিন্ন অন্য কেহই নাই, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সমস্তই তোমাকে অর্শিবে; তখন আর তদ্বিষয়ে ব্যগ্রতা দেখাইবার প্রয়োজন কি? আমার বিবেচনায়, অধুনা রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির অভিলাষ জানাইলে, যেন নিতান্ত লুব্ধপ্রকৃতি ও নিচাশয়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরও এক কথা এই যে, বিবাহ করিয়া পত্নীআলয়ে অধিবাস করিলে, পৌরুষের হানি হইতে পারে। বাস্তবিক শ্বশ্রূজন সন্নিধানে, তাঁহাদিগের গলগ্রহ হইয়া নিতান্ত অন্নদানের ন্যায় থাকা সেটা কেবল কাপুরুষের কার্য্য, ভদ্রসমাজে তাদৃশ ব্যক্তি আদর প্রাপ্ত হন না। যদি আমার পরামর্শক্রমে চলিবার মানস করিয়া থাক, তবে বলি শুন; এখন একবার আমরা উদয়নালায় যাই চল; আর যদি তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইতে পার তাহা হইলে ত পৌরুষ ও গৌরবের সহিত যাওয়া হইবে। তথায় কিছুকাল সুখসচ্ছন্দে যাপন করিয়া সময়বিশেষে এখানে

আগমন করিয়া রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিলেই হইবে। জগদ্দুর্লভের বাক্য শেষ হইলে, বসন্ত তাঁহার কৌটিল্যের অন্তর্দেশ প্রবেশে অক্ষম হইয়া বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, তদীয় সরলতা জ্ঞান করিয়া উত্তর করিলেন, আমি সুলোচনাকে পরিত্যাগ ভিন্ন অন্য সমুদয় বিষয়ে অনুমোদন করিতে পারি। পাষাণ্ড শ্রেষ্ঠিনন্দন যখন দেখিলেন যে রাজকুমার সুলোচনাকে পরিত্যাগ করিয়া এক পাও যাইতে স্বীকার নহেন, তখন আর দুরভিসন্ধি-সাধনে কোন বাধা থাকিল না ভাবিয়া তৎপক্ষে যত্ন করিতে লাগিলেন। জগদ্দুর্লভ বলিলেন, সখা! বিবাহের পর স্ত্রী লইয়া যাওয়া মনুষ্যত্বের কর্ম্ম, ইহাতে যে অক্ষম সে কুকুরবৎ পরাধীন; পরনীত হইয়া প্রণয়িণী সমভিব্যাহারে বাসস্থানে গমন করা সর্ব্বদেশ প্রচলিত পদ্ধতি বলিতে হইবে। বসন্ত, গুহ্য তাৎপর্য্য বোধে অপারগ হইয়া, রাজকুমারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে পারিবেন এই আমোদে উৎসাহ সহকারে বন্ধুর পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। পরস্পর আয়োজন করিবার নিমিত্ত বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

রাজকুমার, অন্তঃপুরে প্রবেশান্তর স্বীয় সহধর্ম্মিণীসহ মন্ত্রণাপুরঃসর কর্ত্তব্য স্থিরীকরণার্থ মিত্রের সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, আমুল তাবদ্বিবরণ বর্ণন করিলেন। সুলোচনা প্রাণবল্লভের ঈদৃশ অসম্ভাবিত, অভাবনীয় প্রস্তাব শ্রবণে একবারে বিস্ময়সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যদি আপনি পিতৃ কি ভ্রাতৃ সন্নিধানে গমন করিবার মানস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উত্তম কল্পই করিয়াছেন, আত্মীয় স্বজন বিরহিত অজ্ঞাত কুলশীল জনগণে অধিবাসিত ভূভাগে গিয়া অবস্থান করাপেক্ষা, শ্বশ্রূজন সন্নিধানে অবস্থিতি করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ; তাহার আর সংশয় নাই। বসন্ত বলিলেন, প্রিয়ে! সে জন্য চিন্তিত হইও না; একবার তথায় যাইয়া লোকের আচার ব্যবহার দেখি, যদি মন্মত না হয় তবে পুনরায় আবার এই খানেই প্রত্যাগত হইব; ইহাতে আর বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিতেছিনা। সুলোচনা প্রথমতঃ নানাবিধ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া বহু বিপদের আশঙ্কা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বসন্তের মন, বন্ধুর বাক্যে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল যে তাহা আর ফিরিল

না, যতবার রাজকুমারী বাধা দিবার চেষ্টা করেন, তত-বারই বলেন, সে জন্য চিন্তা করিও না, অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই, অচিরাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে। সুলোচনা আর কি করিবেন, স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শনে মনে মনে বিরাগোৎপাদনশঙ্কা করিয়া কহিলেন; পতিই নারীদিগের একমাত্র আশ্রয়, পতিই কামিনীকুলের গতি, পতিই কুলবালার পরমধন, পতিই রমণীর উপাস্য-রত্ন, পতিই স্ত্রীর জীবন, অতএব আপনি যেখানে যাইবেন আমিও তথায় যাইব; প্রাণান্তেও আপনার সঙ্গ ছাড়া হইব না; আপনার যে দশা ঘটিবে আমারও সেই অবস্থা হইবে, কদাচ এ অধিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। বসন্ত, প্রণয়িণীর প্রণয় পরীক্ষার নিমিত্ত নানামতে আপত্তি উত্থাপন করত সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি কহিলেন, রাজনন্দিনি! তোমার পিতা মাতার আর দ্বিতীয় সন্তান নাই, তুমি আমার সহগামিনী হইলে, তাঁহারা অপার দুঃখার্ণবে পরিক্ষিপ্ত হইবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদিও উদয়নালায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করা আমার অভিপ্রেত হয়, তথাপি অন্ততঃ একবার আসিয়া তোমায় সমভি-

ব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইব। স্বামীর মুখে এইরূপ নিদারুণ পরিত্যাগবাক্য শ্রবণ করিয়া, পতিপ্রাণা পতি-বিয়োগবিধুরা সুলোচনা একবারে অধীরা হইয়া গলদশ্রু-লোচনে বিষণ্ণবদনে পতিমুখপানে চাহিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতির পর, রাজকুমারী বসন্তের চরণ ধারণ করিয়া ছল ছল নয়নে গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, প্রাণনাথ! পিতা মাতা আমার অদর্শনে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইবেন সে কথা সত্য বটে; কিন্তু পুনর্ব্বার আমার আশায় থাকিবে, যদি তুমি পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে যে তোমার অদর্শনে আমার জীবন শেষ হইবে; তখন আমার শোকে তাঁহাদিগের কি দশা ঘটিবে, তাহা একবার মনে করিয়া দেখুন। আমার যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে যে তদীয় বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব এরূপ আশা করা যায় না। আমি সকল কথাই বলিলাম, এক্ষণে যাহা উচিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।

প্রেয়সীর বাক্য শেষ হইতে না হইতে তাঁহার ভাব-ভঙ্গী ও ব্যবহার দর্শনে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, যদি তুমি নিতান্তই জিদ্ কর তবে কি করিব,

অগত্যা তোমায় সঙ্গে লইতে হইবে। কিন্তু পিতা মাতার কাছে বিদায় লইবার ভার তোমাতেই অর্পিত রহিল। সুলোচনা, স্বামী সমভিব্যাহারে যাইতে পাই-বেন বলিয়া একবারে আনন্দসলিলে অভিষিক্ত হইয়া হর্ষবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বসন্ত বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে! আমি কি সত্যই তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম, তাহা কখন পারিতাম না; আমার প্রতি তদীয় মন যতদূর আকৃষ্ট আমার মন তোমার প্রতি তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। শুদ্ধ তোমার মন বুঝিবার জন্য এতক্ষণ বাকচাতুরী করিতেছিলাম। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে আমার অদর্শনে তুমি যেরূপ ব্যাকুল হও, আমি তদীয় অদর্শনজনিত দুঃখে তদপেক্ষা অধিক কাতর হই। এই প্রকার কথা বার্ত্তায় প্রণয়ীযুগল পর-স্পর প্রণয় পরীক্ষা করণানন্তর, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মহা-রাজ নরকেশরী ও তদীয় মহিষীর সমীপদেশে বিদায় লইতে গমন করিলেন। সুলোচনা অগ্রে জনকজননী সন্নি-ধানে গমন না করিয়া বিদেশগমনোপযোগী নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন, রাজভাণ্ডারে কোন জিনিসের ত অপ্রতুল নাই; বস্ত্র অলঙ্কার মণি-

মাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এত দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন যে, কিছুকাল সুখস্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

বসন্ত, নরপতি সমীপে উপনীত হইয়া উদয়নালায় গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অকস্মাৎ জামাতার ঈদৃশ মনেরভাব হওনের কারণ জানিতে না পারিয়া, মহারাজ বিষম উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি মনে করিলেন, পাছে আমাদের কৃত কোন অসৌজন্য ব্যবহার দেখিয়া, রাজনন্দন মনে মনে বিরক্ত হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন; না জানি কোন দাস দাসীতে বা অনাদর প্রকাশ করিয়াছে; তাহারা ত বিশেষ জানে না, সামান্য জামাতা জ্ঞানে যেরূপ প্রচলিত ব্যবহার আছে তাহাই করিয়া থাকিবে, নচেৎ হটাৎ এরূপ মনেরভাব হইল কেন? এবম্বিধ নানা শঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু যখন তন্ন তন্ন করিয়া তথ্য জানিয়া দেখিলেন, অন্য কাহার কোন অপরাধ নাই; বসন্ত আপন বন্ধুর পরামর্শক্রমে দেশভ্রমণোদ্দেশে একবার যাইতেছেন, তখন কহিলেন, বৎস! আমাদিগের পুত্র নাই. তোমায় প্রাপ্ত হইয়া সে দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি,

যদি তুমি একান্তই আমাদিগের মমতা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশগমন কর কি করিব, আমাদের দুরদৃষ্টজন্য এ সকল ঘটনা উপস্থিত হয়। যদি নিতান্তই যাও, তবে তোমার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য কাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইবে তাহা বল; আমি আর কত দিন তোমার প্রতিনিধি হইয়া একার্য্য চালাইব। যাহার কার্য্য তাহার তাহা করা কর্ত্তব্য। বসন্ত, অতি নম্রতার সহিত কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আমি অগৌণে প্রত্যাগত হইব, কেবল একবার বন্ধুকে স্বদেশে রাখিয়া আসামাত্র উদ্দেশ্য; একত্রে আসিয়া সুখসম্ভোগে প্রমত্তচিত্ত হইয়া বন্ধুকে একাকী বিদায় করিয়া দেওয়া, সেটা নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং অনুগমনে বাধ্য হইলাম। আর আপনি বারম্বার রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, আমি সাতিশয় ক্ষুব্ধচিত্ত ও লজ্জিত হই। যদিও অনুগ্রহ করিয়া স্নেহ প্রকাশের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ আমাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, তথাচ যতদিন আপনি কর্ম্মক্ষম আছেন তত দিন আমি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে কোন রূপেই সম্মত

নহি। যে সময়ে দেখিব আপনি জরার প্রভাবে ইন্দ্রিয়-শিথিল হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় একবারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তৎকালে অগত্যা উহা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্ততঃ একবৎসর কালের জন্য অন্যত্র গমনে প্রসন্নমনে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ! জামাতৃ অনুরোধ অবহেলনে অক্ষম হইয়া অগত্যা সম্মতি দান করিলেন। বসন্তকে একান্ত ব্যগ্র দেখিয়া, নরপতি নরকেশরী, স্বীয় পরিচারক ও অপরাপর কর্ম্মকারকদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা যত সত্বর পার, বসন্তের গমনোপযোগী যানাদির সংগ্রহ কর, আর দুই তিন বৎসর কাল চলিতে পারে এরূপ অশন বসন সমভিব্যাহারে দাও; সুলোচনা আর বসন্ত যে সমুদয় দ্রব্য ব্যবহার করিতেন তৎসমুদায় তাঁহাদের সঙ্গে দিতে হইবেক। রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যগণ তদনুযায়ী কার্য্য করিতে ব্রতী হইল।

বসন্ত, ভূপতির নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরে রাজমহিষী সন্নিধানে গমন করিলেন। রাজ্ঞী জামাতৃপ্রমুখাৎ স্থানান্তরে যাইবার কথাই শ্রবণে একেবারে বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন

হইলেন। তিনি সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন; বৎস! তোমায় প্রাপ্ত হইয়া আমি অপুত্রক নিবন্ধন দুঃখ অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিয়া, মনে মনে পুত্রবতীর ন্যায় ভাগ্যবতী হইয়াছিলাম, এক্ষণে বিধাতা যে, আবার আমায় সেই নিদারুণ শোকসিন্ধুনীরে নিক্ষেপ করিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই; যাহা হউক তোমাদের উভয়কে এক সময়ে বিদায় দেওয়া আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্লেশকর হইবে। যদি নিতান্ত পক্ষে তোমা-দিগের গমন করা শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যাও যে, যত শীঘ্র পার প্রত্যাগমন করিবে। বসন্ত, নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া তদীয় মনস্তুষ্টি করিয়া বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নিজ বাসস্থানে আগমন করিলেন।

নিয়মিত দিনে বসন্ত, সুলোচনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, শুভক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করিয়া পুরীর বহির্ভাগে আগমন করিলেন। রাজজামাতা আর রাজনন্দিনী পুরী পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে, রাজা, রাণী ও পুরবাসী আর সকলেই বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ক্রমে সকলই লয় প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল সকলে তাঁহাদের বিরহে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। অদর্শনজনিত শোক ও দুঃখ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। বিধাতার কি বিচিত্র মহিমা! তিনি সকলই সহ্য করাইতে পারেন; যে, তনয়াকে নয়নান্তরালে রাখিয়া রাজমহিষী একক্ষণও নিশ্চিন্তভাবে সুস্থচিত্তে অবস্থিতি করিতে পারিতেন না; অদ্য সেই রাজ্ঞী, অজ্ঞাতকুলশীল নিতান্ত অপরিচিত এক ব্যক্তির হস্তে, প্রাণাধিক প্রিয়তমা কন্যাকে ন্যস্ত করিয়া অতি দূরতর প্রদেশে প্রেরণপূর্ব্বক মনের আবেগ সংবরণ করত সুস্থচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? পূর্ব্বে যাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, পরে সেই কঠিন কার্য্যও লোকের ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া আইসে।

চতুর্থ অঙ্ক।

বসন্ত, শ্বশ্রূজন সন্নিধানে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক, সস্ত্রীক সবান্ধবে তরণীতে আরোহণ করিয়া নাবিকদিগের প্রতি নৌকা চালাইতে আদেশ দিলেন। বৃহৎ বৃহৎ তিন খানি নৌকায়, শ্রেষ্ঠিনন্দন বাণিজ্য দ্রব্যজাত বোঝাই দিয়া, আপনি একখানি অতি মনোহর মধ্যমাকারের তরণীতে আরোহণ করিলেন, সুতরাং চারি খানি নৌকাতেই জগদ্দুর্লভের সম্পোষ্য হইল। বসন্তের সমভিব্যাহারী লোকজন ও দ্রব্যসামগ্রী বহন জন্য দশ খানি বৃহদাকারের নৌকার প্রয়োজন হইয়াছে, আর তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের বাসের জন্য, নরেন্দ্রের উৎকৃষ্ট যে জলযান (বজরা) ছিল তাহাই প্রদত্ত হইয়াছিল। সমুদয় নৌকার মাজি মাল্লাদিগের কলরবে দিক সকল পরিপূর্ণ হইয়া চলিল; আরোহীরা কেহবা গীত গাইতে গাইতে কেহবা তাস বা পাশা খেলিতে খেলিতে, কেহবা নিদ্রা যাইতে যাইতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ দুই দিনের পথ অতিক্রম করিয়া; তৃতীয় দিবসে দিবাবসান সময়ে, জগদ্দুর্লভ বসন্তকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন। সখা! নবপ্রণয়িনীর প্রণয়-পাশে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছ যে, আর এক পাও নড়িবার শক্তি নাই; যাহা হউক ভাই তব তুল্য স্ত্রৈণপুরুষ জগতে অতি বিরল। যদি একান্তই অপর তরণীতে আসিতে না পার, তবে না হয় অনুমতি কর আমিই তোমার নৌকায় যাইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিয়া সময় ক্ষেপণ করি; ভাই একাকী আর নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা যায় না। বসন্ত ভাল মন্দ কিছুই জানেননা, সুলোচনাও অতি সরলা তিনিও অতসত বুঝিতেন না; বন্ধুর চাতুর্য্যজালে উভয়েই পতিত হইলেন। জগদ্দুর্লভের মন ঠিক বিপরীত; তিনি কেবল আত্মস্বার্থদিকে সতত অনুরক্ত, বন্ধুর অনিষ্টচেষ্টায় সর্ব্বদা বিব্রত; বিশেষতঃ এই অলোকসামান্য লাবণ্যবতী রাজকন্যা পরিভোগ কি রূপে সুসম্পন্ন হইবে তচ্চিন্তাতেই মন অস্থির। ফলতঃ তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতেন, আমি যেরূপেই হউক এই অসুলভ কন্যারত্নকে হস্তগত করিব, তাহা না পারিলে আমার জীবন ধারণ করা বিফল। কুটিলবুদ্ধিচাতুর্য্য দ্বারা স্বাভীষ্ট সাধন মানসে বন্ধুকে কেবল ঐ সকল কথা বলিলেন, নচেৎ তাঁহার মনে অকপট মিত্রতা কি সরলতা

স্থান প্রাপ্ত হইত না। বসন্ত, বন্ধুর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বীয় বাসের তরণীতে আসিতে বলিলেন। তদনুসারে জগদ্দুর্লভ বসন্তের সেই বজরাতে আগমনপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। (এই দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্বান্ত হয়)। সেই বজরায় চারিটি বিভাগ ছিল, তাহার দ্বিতীয় বিভাগে প্রথমতঃ খেলা আরম্ভ হয়; পরিশেষে, বন্ধুর প্রবর্ত্তনায় বাহিরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন ও ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ক্রীড়ায় এরূপ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর অন্য কিছু মনে রহিল না; বন্ধুকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সময় বুঝিয়া জগদ্দুর্লভ, বসন্তকে এমন জোরে একটি ধাক্কা মারিল যে, বসন্ত নৌকা হইতে অন্যূন চারি পাঁচ হাত অন্তরে গিয়া জলে নিমগ্ন হইলেন। জগদ্দুর্লভ মনের দুরভিসন্ধি গোপন রাখিয়া, হায় কি হইল, বন্ধু হঠাৎ জলে নিপতিত হইলেন; বিধাতা আমায় এতদিনে বন্ধু বিহীন করিয়া অসহায় অবস্থায় ফেলিলেন অতঃপর আমি কি করি?

সুলোচনা, বন্ধু কর্ত্তৃক প্রিয়বল্লভের যে এই দুর্দ্দশা ঘটিল তাহার অনুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া একবারে

দশদিক্ শূন্য হেরিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে, নৌকার গবাক্ষ উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক, বায়ুপূর্ণ একটি বৃহৎ বালিস্ * নীরে নিক্ষেপ করিলেন। ঘটনাক্রমে বায়ুবেগ বশতঃ ঐ বালিস্‌টি বসন্তের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বসন্ত প্রাণবিনাশশঙ্কায় নৌকা অথবা কুল প্রাপ্তির আশয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই সফলপ্রযত্ন হইতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক কষ্টে প্রিয়াদত্ত বালিস্ আশ্রয় করিয়া নদীর লহরীমালায় ভাসমান থাকিয়া ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া অতিদ্রুত চলিত তরণীশ্রেণীর প্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিলেন।

জগদ্দুর্লভ, বন্ধু যেন বিমনা হইয়া নৌকার কিনারায় বসিয়া খেলিতে খেলিতে তথা হইতে স্খলিত ও নিপাতিত হইয়াছেন এরূপ ভাণ করিয়া, তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক সে চেষ্টা কোন কার্য্যেরই নহে, তাহাতে বসন্ত নিরাপদ হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

---

* দমের তাকিয়া বালিস্।

নিদাঘকালের অপরাহ্ন সময়ে প্রায় প্রতিদিনই মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, করকাপাত, বজ্রনিনাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার দুর্যোগ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। দৈব বিড়ম্বনায় সে দিন সেই সময়েও আকাশমণ্ডল নিবিড়-ঘনাবলী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাৎ উত্থিত হইল, নৌকা সকল দিক্‌ভ্রম হইয়া বিপথগামী হইতে লাগিল, নাবিকগণ শশব্যস্তে নিরাপদ স্থানান্বেষণে বিকলচিত্ত হইয়া যদৃচ্ছা গমনে কুলের নিকটে আপন আপন তরণী লইয়া চলিল; কেহই আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই আত্ম রক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নৌকা সকল উচ্ছৃঙ্খলভাবে সঙ্গভ্রষ্ট হইয়া নানাস্থানী হইয়া পড়িল। বোধ হয় সুলোচনা উৎপন্ন বুদ্ধির প্রভাবে ঐ বালিস্‌টি প্রক্ষেপ না করিলে, এই গোল-যোগেই বসন্তের জীবন শেষ হইত। জগদ্দুর্লভ বন্ধুকে বিপন্মুক্ত করণাভিলাষে জলে ঝম্প প্রদান করত পুন-রায় রাজকন্যার বজরায় উত্থিত হইলেন, এই দুর্যোগ উপস্থিত হওয়াতে আর বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অবসর পাইলেন না, তাঁহাকে আদ্রবস্ত্রেই থাকিতে হইয়াছিল, কপট মিত্রের ব্যবহার সন্দর্শনে কুপিত হইয়া যেন

পবনদেব তৎক্ষণাৎ প্রতিফল দিতে উদ্যত হইয়া আর যেন, পতিব্রতা সতীর জীবন বিনাশশঙ্কায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

সুলোচনা, সাতিশয় বুদ্ধিমতি, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া অন্যে প্রবেশ প্রতিরোধপূর্ব্বক আপন তরণীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত ঝড়ের পূর্ব্ব হইতেই আন্দোলিত ও আকুলিত হইতেছিল, এক্ষণে অনন্যমনে অনিমিষ নয়নে, যে দিকে বসন্তের দেহ বালিস্ আশ্রয় করিয়া ভাসমান ছিল, কেবল সেই দিকেই অলক্ষ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা অন্যকে কোন কথা না বলিয়া, মধ্যে মধ্যে মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মন! তুমি অত ব্যাকুল হইতেছ কেন, ক্ষান্ত হও? পতিপরায়ণা নারীদিগের পতিবিয়োগ হওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

প্রায় চারি ছয় দণ্ডকাল অবিশ্রান্ত ঝড় জল হইয়া আকাশমণ্ডল ও দিক্ সকল পরিষ্কার হইল। নাবিক সকল পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল; এক এক খানি করিয়া তরণী

সমুদয় একত্রীকৃত হইল; জগদ্দুর্লভ বজরার মাজি মাল্লাদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়া স্বকীয় আবাস নৌকায় গমন করিলেন। সকলেরই মন সুস্থির হইল, কেবল স্বলোচনা তাঁহার পরিচারিকাগণ সহ ব্যাকুলচিত্তে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তটিনী যেন বিরহিণী স্বলোচনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আকুলভাবে কিয়ৎকাল হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তরঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিল। পক্ষিণীগণও যেন ব্যাকুলা হইয়া বীচিরবে স্ব স্ব নীড়াভিমুখে স্বন্ স্বন্ শব্দে গমন আরম্ভ করিল। নাবিকগণ, কেহবা সঙ্গীত করিতে করিতে, কেহবা রসাভাষ করিতে করিতে, কেহবা দেবতাদিগের নামোচ্চারণ করিতে করিতে নৌকা চালাইতে আরম্ভ করিল। পথিক্গণ দুর্যোগ অপগত হইল দেখিয়া, কেহবা আপন আবাসোদ্দেশে, কেহবা নদীকুলের রাস্তা দিয়া পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। বেলারও অবসান হইল, তমস্বিনী সময় বুঝিয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিল। এই সময়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিসঞ্চার হওয়াতে স্বলোচনার আর সন্ধ্যাসমীরণসেবী নব্য বাবুদিগের মনঃক্লেশ উপস্থিত হইল। নব্য বাবুরা আর প্রকৃতির

শোভা সন্দর্শন করিতে না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। সুলোচনা এতক্ষণ অনিমিষনয়নে প্রিয়বল্লভপানে সতৃষ্টদৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, অন্ধকার হওয়াতে তাহার ব্যাঘাৎ জন্মিল; ইতিপূর্ব্বে, সূর্য্যাস্ত সময়ে নীলনভস্তলে যেমন অভিনিবেশ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিলে আভাস্‌মাত্রে কখন কখন এক একটি নক্ষত্র টীপ্ টীপ্ করিতে দেখা যায়; তদ্রূপ সেই নীলবর্ণ অম্বুরাশিতে অতি দূর হইতে বালিসাশ্রয়ী বসন্তকে এক একবার নয়নপথের পথিক করিতেছিলেন, অধুনা রজনী উপস্থিত হওয়ায় অন্ধকারে তাহা রহিত হইল। নৌকা ক্রমাগত চলিতে চলিতে রাত্রি প্রায় দশদণ্ড হইল দেখিয়া জগদ্দুর্লভ নদীতটে তরণীসংযোগপূর্ব্বক নিশা যাপন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সুলোচনা, তথায় অবস্থান সময় হইতেই নয়নরঞ্জন হৃদয়রত্ন বসন্তকে দেখিতে পাইলেন না; আর আর লোকজন এক এক করিয়া সকলেই নিদ্রাভিভূত হইল, বিষম চিন্তা ও অকূল দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অন্তঃকরণ এরূপ বিকল হইয়াছিল যে, কোনক্রমে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; তবে আলস্যের আবির্ভাব হওয়াতে মাঝে

মাঝে আবল্য উপস্থিত হইয়া নয়ন নিমীলিত করিতে লাগিল। যতবার তাঁহার নেত্রদ্বয় মুদিত হইয়াছিল, ততবারই যেন, কে একজন আসিয়া কর্ণকুহরে এই কথা বলিল, "প্রিয়ে! তুমি একেবারে হতাশ হইওনা আমি জীবিত আছি, পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে"। এই আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তিনি দৃঢ়ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক তদগতচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন, রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড আছে এরূপ সময়ে, বণিক্‌পুত্রের আদেশানুসারে নাবিকগণ পুনরায় নৌকা পরিচালন আরম্ভ করিল। বায়ুর অনুকূলতায় পরদিন দিবা সার্দ্ধ দ্বিতীয় প্রহর সময়ে, তরণীসমুদয় উদয়নালার অদূরে আসিয়া পঁহুছিল, জগদ্দুর্লভ অমনি সানন্দচিত্তে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় আবাসে উপনীত হইয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত দেখা শুনা ও কথা বার্ত্তায় দিনমান শেষ করিয়া ফেলিলেন; রাজতনয়াকে হস্তগত করিয়াছি আর তিনি কোথায় যাইবেন, বসন্ত এতক্ষণ কি আর জীবিত আছে? এই প্রকার মনে মনে আলোচনপূর্ব্বক ভরসা বাঁধিয়া রহিলেন, একবার মন পরীক্ষার জন্য, সায়ংসময়ে একটি দূতীকে তরণীতে তরণীসন্নিধানে প্রেরণ করি-

লেন, দূতী সুলোচনার সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিল, রাজকুমারি! শ্রেষ্ঠিনন্দন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনি তদীয় আবাসে উত্তীর্ণ হইবেন, না সমভিব্যাহারী লোকজনের সহিত পৃথক্ আলয়ে অবস্থিতি করিবেন। কন্যা উত্তর করিলেন, তুমি শ্রেষ্ঠিনন্দনকে কহিবে, ভদ্রলোকে সপরিবারে অবস্থিতি করিতে পারে এরূপ একটি বাড়ী মাসিক ভাটক দান স্বীকার করিয়া স্থির করণানন্তর আমার নিকট সংবাদ প্রদান করেন। দূতীপ্রমুখাৎ এইরূপ উত্তর দান শ্রবণ করিয়া জগদ্দুর্লভ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজকন্যার যেরূপ মনভাব দেখিতেছি, তাহাতে যে তিনি সহজে হাতে আসিবেন এরূপ অনুভবে আসে না। তবে "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ"। একবার যত্ন ও চেষ্টা করিয়া দেখি কি পর্য্যন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বল প্রকাশ করিতে গেলে হাতছাড়া হওনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; দেখি, নৃপনন্দিনীর সঙ্গে যে সকল লোকজন আছে, যদি উহাদিগকে কৌশলক্রমে হস্তগত করিতে পারি। আর এক প্রকার উপায় উদ্ভাবন দ্বারা নৃপতনয়ার মন নরম করিবারও চেষ্টা দেখি; এক একটা উপায়াব-

লম্বনে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক শ্রেষ্ঠিকুমারের বিষম চিন্তা উপস্থিত হইল, তিনি সততঁ এই চিন্তা করিতেন পাছে এই অসুলভ অসমুদ্রসম্ভূত কন্যারত্ন ও এই অতুল ঐশ্বর্য্য হস্তবহির্ভূত হয়। জগদ্দুর্লভ সাধ্যানুসারে নানা উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পতিব্রতা সতী নারীদিগের সুরক্ষিত সতীত্বরত্ন কিছুতেই অপহৃত হইবার নহে। সমস্তভুবনপ্রকাশক সূর্য্য যাঁহার তেজস্বরূপ, এই প্রকাণ্ড অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার দেহস্বরূপ, যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম, তিনিই অষ্টপ্রহরই তাহার প্রহরী থাকেন, সুতরাং জগতে এমন দস্যু কে আছে যে তাহা অপহরণ করিবে?

এখানে দিবসত্রয় অম্বুরাশিতে ভাসমান থাকিয়া চতুর্থ দিবসে বেলাবসান সময়ে, বসন্ত স্বীয় অগ্রজ, অরুণবীর্য্য নামধারী শ্বেতের রাজধানী রত্নগঞ্জের ন্যূনাধিক একক্রোশ অন্তরে একটি স্থানে আসিয়া, সেই অবলম্বিত বালিসসহ তটিনীতটে সংলগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার এতাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, অঙ্গসঞ্চালন

কি বাক্য স্ফুরণ করেন এরূপ শক্তি নাই; কেবল জীবিতআশা বলবতী থাকাতে এক একবার নয়নোন্মীলন করত ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতেছিলেন। বিধাতার অনুকূলতার ঘটনা ক্রমে একটি বিভবশালিনী বিধবা ব্রাহ্মণী উপযুক্ত পুত্রশোকে মনোদুঃখিনী সাশ্রু-নয়নে সেই সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মনের ব্যাকুলতা প্রযুক্ত সর্ব্বদা এদিক্ ওদিক্ অলক্ষ্য দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, সহসা তাঁহার ঐ বালিসাশ্রয়ী মৃতকল্প দেবতা সদৃশ রূপরাশিতে নেত্র-পাত হইল। সাক্ষাৎ কুমার সদৃশ যুবককে তদবস্থ জলে নিপতিত দেখিয়া, জীবিত কি মৃত তদ্বিষয়ে মনে মনে সন্দিহান হইয়া সেই দিকে গমন করিলেন। ক্রমশঃ বসন্তের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হৃদয়ে করুণাসঞ্চার হওয়াতে অনিমিষলোচনে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বসন্তও সেই বৃদ্ধারমণীকে স্ব সমীপে আসিতে দেখিয়া, ম্রিয়মানাবস্থায় সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেইরূপ নেত্রপাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতে লাগিল যে, আপনি কে? বিধাতা বুঝি অনু-

কূলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনাকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন; যদি আসিয়াছেন তবে অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক শীঘ্র আমায় জল হইতে তীরে উত্তীর্ণ করিয়া জীবন দান করুন। বৃদ্ধা একেত উপযুক্ত পুত্রশোকে সতত রোরুদ্যমানা, তাহাতে আবার সেই অনুপম রূপরাশি, যেন বিরল ঘনাবলী দ্বারা আচ্ছাদিত শশিকলার ন্যায়, নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এরূপ কুসুমসুকুমারকে ঈদৃশী দশাপন্ন দেখিলে, কাহার না অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়? তাহাতে তিনি অচির মৃতপুত্রশোকাতুরা সুতরাং তাঁহার স্থিরপ্রায় শোকসিন্ধু একবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর সুস্থির থাকিতে না পারিয়া, অপেক্ষাকৃত চঞ্চলপদে জলে ভাসমান মৃতকল্প যুবকের জীবনরক্ষার্থে তথায় উপস্থিত হইলেন। সমীপস্থ হইয়া জলে অবতরণপূর্ব্বক বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করত তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। আমার বোধ হয়, যদি তৎকালে বসন্তের কথা কহিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি অকপটভাবে ঐ দয়াবতী সাধুশীলা বৃদ্ধাকে মৃদুমধুরস্বরে মাতৃ সম্বোধনপূর্ব্বক, তাঁহার চিরসঞ্চিত শোকসন্তপ্তহৃদয়ের জ্বালা আং-

শিক নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে পারিতেন। তথাপি কেমন মমতার কর্ম্ম, বসন্তকে ক্রোড়ে ধারণ করিবামাত্র বৃদ্ধা যেন আপন নয়নরঞ্জন সেই হারাণধন প্রাপ্তবৎ ক্ষণকালের জন্য সমুদয় বিগত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। বসন্ত মুমূর্ষু দশাগ্রস্ত, সুতরাং তাঁহার মনে মনে চেষ্টা থাকিলেও তৎকালে তিনি বাক্য দ্বারা কিছুই প্রকাশ করিতে ক্ষমবান হইলেন না।

বৃদ্ধা, বসন্তকে নদীকূলে বালুকা রাশির উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক নিজালয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আরও তিনজন সাহায্যকারিনী স্ত্রীলোক ডাকিয়া আনিলেন। চারিজনে অতি সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে পদ নিক্ষেপ করত প্রায় এক ঘণ্টাকাল যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বসন্তকে লইয়া স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন। নিকেতনে পহুঁছিয়া বসন্তের সজীবতা সম্পাদন জন্য, শরীরস্থ জল অচিরে নির্গত হইবার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই সকল ক্রিয়াতে বসন্তের শরীরস্থ জলভাগ নির্গত হইয়া কিঞ্চিৎ বলাধান উপলব্ধি হইল। কিন্তু অনবরত কম্পন হওয়াতে সে বল কোন কার্য্যকারী হইবে বলিয়া বোধ

হইল না। তদ্দর্শনে বৃদ্ধা অচিরে অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়াতে বসন্তের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণা পরিভোগ হওয়াতে তাঁহার তালুদেশ এরূপ বিশুষ্কদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাক্যস্ফুরণের শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল। কিয়ৎকাল মধ্যে মধ্যে অল্পমাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ পান করাইলে পর মৃদুস্বরে দুই একটি কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধা অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত বসন্তের সেবা শুশ্রূষায় নিয়োজিত রহিলেন। সপ্তাহকাল দিবা রাত্রি শুশ্রূষা ও পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক দ্রব্য আহার জনিত ইত্যাকার নানাবিধ উপায় বিধানে তাঁহাকে সবল ও প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিলেন।

বসন্ত এইরূপে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া অন্যূন চারিবৎসর কাল সেই বৃদ্ধার বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বৃদ্ধাকে স্বীয় জননী হইতে অভিন্নভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। বৃদ্ধাও তাঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ, দয়া ও মমতা এবং যত্নের সহিত রাখিয়াছিলেন। বাস্ত-

বিক তৎকালে সদ্যোজাতশিশুর ন্যায় বসন্ত নিতান্ত উপায়বিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; বৃদ্ধাও দুগ্ধপোষ্য বালকবৎ লালনপালন করিয়া বসন্তের জীবন দান করেন। বৃদ্ধা জাতিতে ব্রাহ্মণ, আর বসন্ত ক্ষত্রকুলোদ্ভব, ইহাতে আহারাদিরও কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে নাই। ফলতঃ এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে জাতিভেদরূপ আত্মাভিমান মনে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে। শুনিয়াছি ভাগবতের অধিনায়ক ভগবান বসুদেবনন্দন, সদ্যোজাতাবস্থায় নন্দালয়ে আসিয়া একাদশ বর্ষে পুনরায় মথুরায় প্রত্যাগত হন, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে গোকুলে গোপকুলের গৃহে একদিনও অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কেবল মাত্র ক্ষীর, সর, নবনীত ভোজন করিয়াই এই দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই জনপ্রবাদটি কেবল শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদক মাত্র, নচেৎ সচরাচর এরূপ সম্ভবে না।

বসন্ত যে সময়ে কোন স্থানে একাকী শয়ন কি উপবেশন করিয়া থাকিতেন, সে সময়ে কেবল আত্মদুর্ভাগ্য পর্য্যালোচন করত অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেন। যখন তাঁহার মনে, সুলোচনার সেই লোকাতীত রূপ-

লাবণ্যসম্পন্ন মোহিনীমূর্ত্তি, অমায়িক শান্ত স্বভাব, সারল্য ব্যবহার ও মধুরসম্ভাষণের কথা উদিত হইত, তখন তিনি এককালে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া নিতান্ত বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায়, শূন্যনয়নে অন্ততঃ অলক্ষিত দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতেন, সে সময়ে কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিলে সহসা উত্তর প্রাপ্তির আশা থাকিত না। যে সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণে কপট বন্ধুর কুটিল ব্যবহার এবং অপাত্রে প্রণয় সংস্থাপনের ফলভোগ প্রভৃতি আবির্ভূত হইত, তখন তাঁহার নয়নদ্বয় বাস্পবারি পরিপূর্ণ হইয়া একেবারে অন্ধবৎ দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িত তৎকালে আর্ত্তস্বরে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কেবল এই মাত্র কহিতেন; হা জগৎপিতঃ! হা বিধাতঃ! হা সর্ব্বশক্তিমন্! হা সর্ব্বজীবহিতকারিণ্! পরিণামে কি আমার এই দশা হইল। আমার ভাগ্যে কি শেষটা এই ছিল? আর কি আমার প্রিয়সংযোগ সংঘটন হইবে না। কোন কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূদয়ের চিন্তাতে একান্ত নিবিষ্টমনা ও রোমাঞ্চিত হইয়া একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইতেন। কোন কোন দিন নির্জনে বসিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেন। এই সংসারে অকপট নিঃস্বার্থ

বন্ধুত্ব অতি দুষ্প্রাপণীয়, সচরাচর যে অবস্থার মিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয় হয় কুক্রিয়াসক্তিতে, না হয় দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ। অধর্ম্মাচারী কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণ শুদ্ধ স্বাভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশে অন্যের সহিত মিত্রতা করিয়া থাকেন। তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধুত্ব মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত নহে। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, মদ্যপায়ী মাতালেরা মধুবণিজ বিপণিতে অথবা কোন প্রকার রঙ্গভূমিতে অনেকে একত্রে উপবেশনপূর্ব্বক পরস্পর অকপটভাবে মিত্রতা প্রকাশ করণানন্তর নানামতে আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে; পরিশেষে সুরাদেবীর মোহিনী শক্তিতে প্রমত্তচিত্ত হইলে, তখন আর সে পূর্ব্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় না; সে সময়ে এক এক করিয়া সকলে আপনাপন অভীষ্ট স্থানে গমন করে, অবশেষে আর তদ্রূপ সম্পর্কের কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না; ঐ বন্ধুত্ব পর্য্যবসানে স্বপ্নকল্পিতঘটনাবৎ প্রতীয়মান হয়। দস্যু কি তস্করদিগের বন্ধুত্ব ও এই ভাবে পরিদৃশ্যমান হয়। তাহারা স্ব স্ব বৃত্তিসাধক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ

পূর্ব্বক অন্যের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে নিবদ্ধ হয়; কিন্তু তৎকার্য্য সমাধান্তে আর সে বন্ধুত্ব দৃষ্ট হয় না; এমন কি হয় ত সেই অপহৃত বস্তুর বিভাগ সময়েই মিত্রতা শত্রুতায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। অস্মদ্দেশীয় ধনবান ব্যক্তিদিগের স্বার্থসিদ্ধিলালসায়, একান্ত অর্থপিচাশ পাপাসক্ত নীচাশয়ী পামরদিগের সহিত বন্ধুত্বভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, যদুদ্দেশে আত্মীয়তা করা হইয়াছিল, সেই কার্য্য সাধন হইলে আর সে ভাব থাকে না। পূর্ব্বে বিশেষরূপে স্বভাবের পরিচয় পরিজ্ঞাত না হইয়া অপাত্রে কিংবা অনুপযুক্ত পাত্রে বিশ্বাস সংস্থাপন পূর্ব্বক বন্ধুত্ব করিলে যেরূপ ফল ভোগ করিতে হয় আমারও তদ্রূপ অমৃতবৃক্ষে বিষ ফলোৎপত্তি হইয়াছে। বন্ধু নিতান্ত নির্দ্দয় পামর না হইলেইবা কেন অকারণে নানাপ্রকার চাতুর্য্যজাল বিস্তার পূর্ব্বক বিনা অপরাধে অভিন্নহৃদয় পরমোপকারী বন্ধুর জীবনবিনাশে উদ্যত হইবেন? এরূপ নৃশংসাচরণ ভদ্রচেতা সাধুশীল ব্যক্তি কর্ত্তৃক কি কখন সম্ভবে? বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! এইমাত্র জীবন সংশয় হইয়া এককালে জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিতেছিলাম, কত করে জগদীশ্বরের

কৃপায় অদ্ভুত উপায়ে করাল কালের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম; যেই একটু সুস্থ ও কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছি, অমনি কি হৃদয়গ্রাহিণী সর্ব্বসন্তাপনাশিনী অনুপম সুখপ্রদায়িনী প্রণয়িনীকে অন্তরাকাশে উদিত করিয়া প্রলুব্ধচিত্ত হইলাম; হা মন! তোমার বিচিত্র গতি! তোমায় ধিক্! তুমি কি পুনর্ব্বার প্রত্যাশাপন্ন হইতেছ? কি আশ্চর্য্য!! আশার আশ্বাসনী শক্তির কি ইয়ত্তা নাই। আহা! কেমন বিধাতার কার্য্যপ্রণালী, সংসারের কোন কার্য্যই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যখন দুস্তর বিপদার্ণব হইতে উদ্ধার হইয়াছি, তখন প্রেয়সী সহ পুনর্মিলনেরই বা বিচিত্র কি?

বসন্ত এইরূপ দুঃখের অবস্থায় কাল যাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে হটাৎ একদিন যদৃচ্ছা গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শ্রবণ করিলেন যে, "মহারাজ অরুণবীর্য্য, লোকপরম্পরায় অসম্ভব রূপলাবণ্যের কথা শ্রুতিগোচর করিয়া, উদয়নালার জগদ্দুর্লভ শ্রেষ্ঠির হস্ত হইতে একটি কন্যারত্ন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া স্বকীয় রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছেন; শুনিলাম, ঐ কন্যা এরূপ অসাধারণ ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা যে, কি রূপ গুণ,

কি সুখ ঐশ্বর্য্য, কি শৌর্য্য বীর্য্য, কোন প্রকার প্রলো-
ভনেই তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইবার নহে।
তিনি রত্নগঞ্জে নীত হইলে, মহারাজ অরুণবীর্য্য, তাঁহাকে
স্বীয় আবাসে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্নও
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সফলপ্রযত্ন হইতে
পারিলেন না। রাজতনয়া রাজভবন গমনে সম্পূর্ণ
অস্বীকৃত হইলেন ; নৃপতি অগত্যা তাঁহার নিমিত্ত পৃথক্
বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলেন। সেই কন্যারত্ন, অরুণ-
বীর্য্যের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত বিরহিত থাকিয়া স্ব সমভিব্যা-
হারী দ্রব্য সামগ্রী ও লোকজনের সহিত স্বাধীনভাবে
কালাতিপাত করিতেছেন। শুনিয়াছি তাঁহার সেই
বাসস্থানে পঞ্চমবর্ষীয় বালকেরও প্রবেশাধিকার নাই।”
বসন্ত, এই জনপ্রবাদ মধ্যে জগদ্দুর্লভ শ্রেষ্ঠির নাম,
ও অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না কামিনীর কথা আক-
র্ণন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইলেন। সেই
দিন হইতে কথিত অসামান্য রূপনিধান কন্যানিধান
নিশ্চয়ই তাঁহার সেই মনমোহনকারিণী সুলোচনা কি না
তদ্বিষয়ে সংশয়ারূঢ় হইয়া তাঁহারই তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত
হইলেন। নানাবিধ উপায় চিন্তনের পরে স্থিরীকৃত

হইল যে, দুগ্ধবিক্রেতা গোপজাতীয় যে স্ত্রীলোকটি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে তাহাদের বাটীতে দুগ্ধ বিক্রয় করিত, তদ্দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান হইলে, অতি সঙ্গোপনে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। তদনুসারে বসন্ত, প্রথমে অন্যান্য বিষয়ক আলাপ করিয়া গোপ কামিনীর স্বভাব ও মনের ভাব পরিজ্ঞাত হইলেন। পরিশেষে আত্মাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, তুমি কৌশলক্রমে অগ্রে সেই কন্যার পরিচয় গ্রহণ করিয়া দেখিবে যদি আমার বাক্যের সহিত ঐক্য বলিয়া হৃদ্বোধ হয় তাহা হইলে আমার পরিচয় প্রদান করিবে। নচেৎ কিছুই ব্যক্ত করিবে না।

গোপকামিনীগণ দুগ্ধ বিক্রয়চ্ছলে সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতে পারে, তাহাদের নিকট রাজভবন কি দুঃখীভবন বলিয়া কিছুই বিশেষ থাকে না। বসন্তের পরামর্শানুসারে এই গোয়ালিনী সেই রাজনন্দিনীর ভবনে প্রতিদিন যাতায়াত আরম্ভ করিল। দুই চারি দিবস যাওয়া আসা হওয়াতে এক রকম জানা শুনাও হইল, ব্যবসায়ী রমণীগণ প্রায়ই সুচতুরা হইয়া থাকে; গোপকামিনী একদিন সময় বুঝিয়া কৌশলক্রমে নৃপদুহিতার পরিচয় গ্রহণ করিয়া এবং

মনের ভাব জানিয়া বিশেষরূপে হৃৎপ্রত্যয় জন্মিলে, বসন্তের পরিচয় প্রদান করিল। সুলোচনা, প্রিয়-তমের জীবিত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকাল হর্ষবারি বিসর্জ্জন করিয়া পরিশেষে মনেরভাব গোপন রাখিয়া গোপকামিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি যাঁহার কথা বলিতেছ, তিনি কে, তাহা আমি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম না। যদি তাঁহার আর কিছু অধিক জানাইবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তিনি যেন তোমার দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন, পত্র প্রাপ্ত হইলেই আমি সবিশেষ অবগত হইতে পারিব, গোপকামিনী রাজনন্দিনীর নিকট বিদায় হইয়া বসন্ত সমীপে আসিয়া সুলোচনার নিদেশবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন এবং যে কথা যে ভাবে বলিয়াছিলেন অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিলেন। বসন্ত, দূতীপ্রমুখাৎ প্রণয়িনীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রোৎসাহিতচিত্তে লিপিপ্রণয়নপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন; হৃদয়কান্তের পত্র প্রাপ্তিতে, সুলোচনা বিশ্বস্তচিত্তে পত্রদ্বারা জলে নিপতিত-হওনদিবসাবধি আমূল তাবদ্বৃত্তান্ত বল্লভের গোচর করিলেন। যে ছলাবলম্বনে অদ্যাপিও দুরন্ত নরপতি

হস্ত হইতে নির্লেপ্স রহিয়াছেন ও পরিত্রাণ পাইয়াছেন সে সকল কথা পত্রিকার শেষভাগে লিখিয়া দিলেন। বসন্ত, দূতী দ্বারা পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হওয়ার পর শেষ কথার এই উত্তর লিখিলেন যে, ব্রতেরভাণ করিয়া মহারাজ অরুণবীর্য্যের প্রলুব্ধ-চিত্তের আপাততঃ স্থৈর্য্য সম্পাদন করা উত্তম কল্পই হইয়াছে ; তিনি ব্রতের প্রতীক্ষায় আর কতকাল আশার ছলনে প্রতারিতাবস্থায় কালহরণ করিবেন ; কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা উজ্জাপন আয়োজন করিতে তৎ-সন্নিধানে বার্ত্তা প্রদান কর। কিন্তু উজ্জাপনোপলক্ষে যেন, তাঁহার সম্ভ্রমোপযুক্ত সমৃদ্ধি সংঘটন হয়।

সুলোচনা, প্রাণবল্লভের ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচখানি পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া নিঃসঙ্কচিত্তে পতির অনুমতিক্রমে অরুণবীর্য্যের সমীপে দূতীদ্বারা সংবাদ দিলেন যে, আগামী কার্ত্তিকীপূর্ণিমার দিবস আমার সঙ্কল্পিত ব্রতো-জ্জাপন হইবে, সেই উপলক্ষে মহারাজের সম্পত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ; আমার প্রতি তাঁহার যত দূর আগ্রহ দেখিতেছি তাহাতে নানাস্থানীয় রাজা ও রাজন্যবর্গের এবং ঋষি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম

হইবে। দান দ্রব্যের আয়োজন হইলেই বুঝিতে পারিব যে মহারাজের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে কি না। যাহাদিগকে সমাপন কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদবিধিজ্ঞ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যেরূপ ধনপ্রবাদ আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুলোচনা এই ভাবের কতকগুলি কথা বলিতে আদেশ দিয়া দূতীকে রাজভবনে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ দূতীদ্বারা ভাবী প্রণয়িনীর সহিত অচিরে সম্মিলন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হর্ষসলিলে ভাসমান হইলেন। তিনি দূতীর নিকট এই উত্তর প্রদান করিলেন, আমি নৃপতনয়াকে যে পাণাপেক্ষা অধিক স্নেহ ও যত্ন করি, তাহা এই উজ্জাপন উপলক্ষেই প্রমাণ সিদ্ধ হইবে।

সুলোচনা, অরুণবীর্য্যের উত্তর পাইয়া সানন্দ মনে বসন্তসন্নিধানে শুভসম্বাদ প্রদানে তৎপর হইলেন। বসন্ত, প্রেয়সীর পত্র পাইয়া তদুত্তরে অর্থাৎ শেষ পত্রে এই কথা লিখিলেন যে, আমার জীবনবৃত্তান্তই ঐ ব্রতের ফলশ্রুতি কথা হইবেক। ইহা অনন্য সাধারণ গোচর আমি ও তুমি ভিন্ন অন্যে আর তাহা বলিতে পারিবে

না ; অতএব তুমি আমার জীবনবৃত্তান্তটি যথাশ্রুত আমূল স্মৃতিপথে উদিত করিয়া রাখিবে। সুলোচনা, সেই দিন হইতে প্রাণবল্লভের জীবনচরিত এক একবার মনে মনে আলোচনা করিতেন। তিনি যদি ও জানিতেন যে উহা কোন অংশেই অন্যের জানিবার উপায় নাই, তথাপি অভাগিনীর ভাগ্যে কি ঘটিবে বলা যায় না ; এই আশঙ্কাক্রমে উহা অভ্রান্তরূপে স্মরণপথে রাখিতে যত্নবতী হইলেন।

রাজকুমারী মনের ব্যাকুলতায়, হৃদয়নাথের নিকটে লিখিলেন যে, "প্রাণনাথ! তুমি কোনরূপে দাসীকে বিস্মৃত হইও না, ছদ্মবেশে আসিয়া অধিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, করিও। আমি ওচরণ ভিন্ন আর কিছুই জানি না।" এইরূপে উভয়ের মনের ভাব, পত্রদ্বারা উভয়ের নিকট ব্যক্ত হইলে, যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইল।

মহারাজ অরুণবীর্য্য, সংসার ললামভূতা সুলোচনাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবেন মনে মনে এই আশা মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য দেখাইবার জন্য এবম্বিধ সমৃদ্ধি সহকারে ব্রতোজ্জাপন কার্য্যের

অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন যে, তদ্দর্শনে অনেকেরই মনে এই ভ্রান্তি উপস্থিত হইল যে, মহারাজ বুঝি এই কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বস্বান্ত হইবেন। ব্রতপ্রতিষ্ঠা ও তদুপ-লক্ষে বহুতর আগন্তুকের সমাবেশ জন্য, একটি সুদীর্ঘ সুরম্য হর্ম্মাবলী পরিশোভিত অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ হইল। সেই পুরীর মধ্যস্থলে সভাস্থান, তাহার এক দিকে সেই সর্ব্বজন মন কমনীয় কামিনীরত্নের বসিবার স্থান, উহার অবিদূরে নৃপতিদিগের উপবেশন স্থান, কিয়দ্দূরে অধ্যাপকবর্গের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য দর্শকদিগের আসন, অপর দিকে সাধারণ নিমন্ত্রিতবর্গের ও অন্যান্য আহূতদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান, এইরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে সকলেই আপনাপন স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। পুরীর আরও শোভা হইল, দানের নিমিত্ত শাল, বনাৎ, পটু, লুই প্রভৃতি গাত্রবস্ত্র, ঘড়া, গাড়ু, থাল, বাটী প্রভৃতি তৈজস, সূত্র ও পট্টবস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রীর প্রচুর পরিমাণে স্তূপাকার করিয়া রাখিল। নরেন্দ্র এই ধূমধামে ও আমোদ প্রমোদে প্রসক্ত হৃদয় হইয়া মনের সুখে সম্মিলনের পর যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবেক স্বপ্নবৎ তদ্বিষয় মনোমধ্যে উদিত

করিয়া কল্পিত কল্পনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে স্থলোচনা, প্রিয়বল্লভের সাক্ষাৎ না পাইয়া কেবল পত্রিকাদ্বারা মনস্তুষ্টি না হওয়ায় আশাপথ নিরীক্ষণে, তৃষিত চাতকিনী যেমন নবঘনের ঘননটায় পরিতৃপ্ত না হইয়া ব্যাকুলতা ও ব্যগ্রতা প্রকাশপূর্ব্বক বারিদসন্নিধানে বারম্বার বারি যাচ্ঞা করিয়া থাকে তার ন্যায় কাতরতা ও দীনতার সহিত সম্মিলন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বসন্তও প্রেয়সীর ব্যাকূলতায় আর ধৈর্য্যাবলম্বনে অশক্ত হইয়া অবিলম্বে মানস পরি-পূরণ করিবার নিমিত্ত ঐকান্তিকতা দেখাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দুঃখের অবসান হইল। স্থলোচনা যথাযোগ্য যানারোহণে সভাস্থলে পটমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন নানাদেশের নরপতিগণ, রাজন্যবর্গ, ধনী, মানী, সম্ভ্রান্তব্যক্তি, সমস্ত লোক স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বৈষয়িক আলাপ করিতেছেন; ঋষিগণ ও ছাত্র পরিবেষ্টিত অধ্যাপকবর্গ, নানাশাস্ত্রীয় কথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন। রাজপুরোহিতগণ তাঁহার প্রতীক্ষায় আশাপথ নিরীক্ষণে কালহরণ করিতেছেন।

রাজকুমারী উপস্থিত হইলে যথাবিধি সঙ্কল্প করণানন্তর ব্রতেব্রতি হইলেন। সুলোচনা, রাজপুরহিতদিগকে বরণ করিয়া কার্য্যেব্রতি করিয়া দিয়া ; কতক্ষণে প্রাণ-কান্তের সন্দর্শন পাইবেন এই চিন্তায় নিবিষ্টচিত্তে অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন।

অরুণবীর্য্যের মনে আর আহ্লাদ ধরে না, তিনি, কতক্ষণে কার্য্য শেষ হইবে, কতক্ষণে চিরতৃষিত মন পরিতৃপ্ত হইবে, কতক্ষণে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইবে ;এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কাহার অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। সংসার সমুদ্রের অবিরল লহরী লীলায় কখন, সুখ, কখন বা দুঃখ, পর্য্যায় ক্রমে উদিত ও অস্তমিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আজন্ম সুখে কালক্ষেপ করিয়া আয়ুসকাল পূর্ণ করিয়াছেন সংসারে এরূপ লোক অতি বিরল। আবার বসন্তের ন্যায় ভূমিষ্ঠকালাবধি দুঃখ পরম্পরা ভোগ করিতে দেখাও, দুষ্কর। প্রথমা-বস্থায় সুখ সম্ভোগ করিয়া শেষ দশায় দুঃখের কঠোর হস্তে নিপতিত হইলে যতদূর ক্লেশকর হয়, আদিতে দুঃখ পরিণামে সুখভোগ ততদূর ক্লেশাবহ নহে। যেমন

অসিতপক্ষীয় তামসীরজনী প্রভাতে সূর্যোদয় হইলে জীবলোক যাদৃশ আনন্দপূর্ণ হয়, যেরূপ সপ্তাহকাল অনবরত বর্ষণের পর বারিদজাল বিদূরিত হইয়া অরুণো-দয় হইলে লোকসমাজ উৎসবপূর্ণ হয়, সুলোচনাও বসন্তবিগত দুঃখে তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা কে না স্বীকার করিবে।

রাজপুরোহিতগণ, ব্রতের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করণানন্তর সুলোচনাকে ফলশ্রুতি বাক্যাবলী শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত পটদ্রোহের সন্নিকর্ষে উপনীত হইয়া কথারম্ভ করিলেন; কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে কথা রাজকন্যার অনুমোদিত হইতেছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলোচনা ঐ কন্যার আংশিক গ্রাহ্যযোগ্য বলিয়াও স্বীকার করিলেন না। সভাস্থলে কথোপলক্ষে মহান্ গোলযোগ হইতে লাগিল। যত ঋষি, অধ্যাপক, আচার্য্য প্রভৃতি বৈদিক্কর্ম্মঠ লোক ছিলেন, এক এক করিয়া সকলেই পরাস্ত হইলেন। ইনি সামান্যা কন্যা নহেন। একবার দ্যূতক্রীড়া উপলক্ষে কত রাজকুমার ও কত সওদাগরকুমারকে পরাভব করিয়া কারাগারে পরি-ক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; এবারে বুঝি ব্রাহ্মণদিগের ললাটে

বজ্রপাত হয়। ইহার কোন কার্য্যে কাহার অভীষ্ট পূর্ণ করা কঠিন ব্যাপার! সুলোচনা, ইতিপূর্ব্বে রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ব্রতের কথা আমার মন্মত না হইলে উজ্জাপন কার্য্য সমাধা হইবে না। মহারাজ পরিণাম না জানিয়া সরলান্তঃকরণে তাহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন.; ভবিষ্যতে যে এরূপ বিষম বিভ্রাট্ ঘটিবে তাহা তাঁহার মনে একবারও উদয় হয় নাই; যখন দেখিলেন যে, সভাস্থ ঋষি ও অধ্যাপক এবং আচার্য্য প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তা ব্যক্তি মাত্রেই ক্ষুব্ধচিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তৎকালে তাঁহার মনে আর পূর্ব্বের ভাব রহিল না। ইতিপূর্ব্বে তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন যে, আজি আমার রজনী সুপ্রভাতা, আজি আমার কি আনন্দের দিন, আজি আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আজি আমার জন্ম সার্থক, আজি আমি সেই শ্রবণসুখকর চিরাকাঙ্খিত অলৌকিক রূপনিধান কন্যানিধানকে নয়নের ও মনের আনন্দদায়িনী করিয়া হৃদয়স্থিত আশালতাকে ফলবতী দেখিয়া কৃতার্থ হইব। আজি আমি নানা শঙ্কাকুলচিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, চিত্তপ্রসাদনকারিণী সংসারললামভূতা কন্যা-

রত্নকে প্রাপ্ত হইয়া তৎসহ সহবাসে অপার আনন্দনীরে পরিক্ষিপ্ত হইব। বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ব্বভাব অন্তর হইতে অন্তর হইল। মহারাজ উপস্থিত ব্যাপারে একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার প্রফুল্ল বদন নিষ্প্রভ হইল, তিনি, কিরূপে মান রক্ষা হইবে, কেমন করিয়া লজ্জা নিবারণ হইবে তদুপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। নানাপ্রকার লোক আসিয়া নানা শাস্ত্রসম্মত ব্রতাঙ্গ ফলশ্রুতি কহিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সুলোচনার পতিব্রতের কথা কেহই বলিতে পারিলেন না। অরুণবীর্য্য ক্রমেই হতাশ ও নিরুদ্যম হইতে লাগিলেন। পরিশেষে দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া দিলেন, যিনি এই ব্রতের ফলশ্রুতি কথা বলিয়া রাজকুমারীর মনস্তুষ্টি করিতে পারিবেন তাঁহাকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব।

এই ঘোষণার দিন হইতে সপ্তাহকাল নানাস্থানের অধ্যাপক ও ঋষি আসিয়া যথাজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এক ব্যক্তিও কৃতকার্য্য হইয়া যাইতে পারিলেন না। মহারাজের সুখের সিংহাসন দুঃখ আসিয়া অধিকার করিল। বিষম সঙ্কটে পড়িলেন,

যদি প্রারব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন না হয় তাহা হইলে দেশ বিদেশে অযশ, কলঙ্ক ও অখ্যাতি ঘোষণা হইবে। রাজকুমারীও মনে করিবেন, এরাজ্যে শাস্ত্রজ্ঞ লোক নাই এবং রাজারও এমন ক্ষমতা নাই যে একটা ব্রত সমাপন সম্পাদন করিতে পারেন। যাহা হোক্ কিছুতেই পরাঙ্মুখ হওয়া হইবে না, সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় কি জীবন দিতে হয় সেও স্বীকার। এইরূপ ঘটনা-কেই "লজ্জারচড় গাল্‌পেতে লওয়া বলে"।

বিধাতা অনুকুল হইলেন, অষ্টমদিবসে নিতান্ত অজ্ঞাত কুলশীলের ন্যায়, শীর্ণকলেবর, বক্ষঃ প্রলম্বিত শ্মশ্রুধারী, তরুণ অরুণ সদৃশ বর্ণভাতি, প্রস্ফুটিত শতদল তুল্য মুখকমল, একটি নবীন যুবাপুরুষ, কুক্ষি-দেশে এক খানি পুস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক মৃদুমন্দ গতিতে দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। মহারাজ দ্বারবান্‌দিগের প্রতি এই আদেশ দিয়াছিলেন, যিনি ব্রতের কথা বলিতে আসিয়াছি বলিবেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দ্বার ত্যাগ করিবে। সুতরাং বসন্ত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আগমনাভিপ্রায় জানাইলেই তাহারা দ্বার ত্যাগ করিল।

বসন্ত সভাস্থলে প্রবেশ করিলে কি পিতা, কি

ভ্রাতা, কি স্ত্রী, কেহই সহসা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার বয়স ও বেশ দেখিয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হওয়াতে সভায় মহান্ গোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহবা উপহাস করিয়া কহিল, অর্থলোভে আত্ম ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম। কেহবা অপূর্ব্বকান্তি দর্শনে বৃহস্পতিদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন কি! কেহবা আকার দর্শনে মহান্‌তেজস্বী ঋষিকুমার জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কেহবা আচার্য্য গুরুকুল পুরোহিত বামদেব, কেহবা সন্নাসী বেশধারী কামদেব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

বসন্ত সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অতি বিনীতভাবে মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন, আমি লোকপরম্পরায় শ্রুত হইলাম যে, এই সুসমৃদ্ধিসম্পন্ন পতিব্রতের ফলশ্রুতি কথা বলিয়া এক ব্যক্তিও রাজতনয়ার মনে সন্তোষ জন্মাইতে পারেন নাই। যদি মহারাজের ও সভাস্থ মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের অনুমতি হয়, তবে আমি সতীত্ব ব্রতের ফলশ্রুতি যাহা কিছু পরিজ্ঞাত আছি, যথাসাধ্য তাহা বর্ণনে প্রবৃত্ত হই। বসন্তের কথা শুনিয়া মহা

রাজ অরুণবীর্য্য সস্পৃহনয়নে সভাসীন ব্যক্তিগণের দিকে বারম্বার নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ চলচিত্ত হইয়াছিলেন যে, বিবেকশক্তি এককালে রহিত হইয়া গিয়াছিল। এই নিমিত্ত স্বয়ং উত্তরদানে অগ্রসর না হইয়া, সভ্যদিগের দ্বারা তদুত্তর প্রাপ্তির আশয়ে একবার বসন্তের প্রতি আর একবার সভাস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই, বসন্তের প্রশান্ত প্রকৃতি, মাধুর্য্য ভাব, ও গম্ভীরস্বভাব অবলোকনে এবং বিনয়নম্র বচনে ইতিপূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ইনি নিশ্চয়ই সুপণ্ডিত হইবেন। অধুনা মহারাজের ঐরূপ নিরুত্ত-রাবস্থানে, আর অনিমিস নয়নে দীনতার সহিত সতৃষ্ণ নেত্রপাতে, তাঁহাদের অন্তঃকরণে ইহাই উদিত হইল যে, মহারাজের অভিলাষ যে, তাঁহাদের কর্তৃক উত্তর প্রদান সুসম্পন্ন হউক। কিন্তু সেই সভাস্থিত কয়েকজন ঈর্ষ্যাপরবশ যাজকের ও কয়েকটি আত্মাভিমানী দাম্ভিক অধ্যাপকের বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সভার আর আর সকলে একবাক্যে কৌতূহলচিত্তে আগ-ন্তুক ব্যক্তিকে ব্রতের কথা বলিবার নিমিত্ত অনুরোধ

করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কয়েকজন বিরসবদনে অবস্থিত রহিলেন।

কি কথা বলেন ইহাই শ্রবণ মানসে সকলেই বসন্তের মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বসন্ত, সকলের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পটগৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে, অবগুণ্ঠনবতী সুলোচনা সেই বস্ত্রাবৃত গৃহ হইতে তাঁহার আপাদ মস্তকের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করত মনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মন! স্থির হও আর ব্যাকুলতার প্রয়োজন নাই; বিধাতা বুঝি এতদিনে সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, একবার স্থিরভাবে অনিমিষ নয়নে চেয়ে দেখ দেখি, এবারে কে কথা শুনাইতে আসিয়াছেন; ইহাঁকে দেখিয়া কি তোমার আশার সঞ্চার হইতেছেনা? একবার ভালরূপে চেয়ে দেখ, আগন্তুক ব্যক্তি কে? ইনি কি পরিচিত নহেন। আমার কথা শুন, ইহাঁর আকার প্রকারের প্রতি একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত কর, তোমার উদ্বেগ দূর হইবে। কি জানি যদি ইনিই তোমার সেই নয়ন রঞ্জন হারাণধন বসন্ত হয়েন। আহা! ইহাঁর এই হৃদয় বিদারক অবস্থা দৃষ্টে, এখনও তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ?

ইহাতে কি প্রিয়তমের নিকটে তোমার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতেছে না? দেখ যেন তোমায় পাষাণ হৃদয় মনে না করেন। হা পরমেশ্বর! তোমার কি এই বিবেচনা?" হা নিদারুণ বিধি! প্রাণকান্তকে, কি এরূপ দুরবস্থায় রাখিতে হয়? আহা! প্রাণবল্লভের এদুর্দ্দশা দেখিয়া যে, হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, আহা! সে কমল কান্তিইবা কোথায়? সেই অনুপম রূপলাবণ্যইবা কোথায়? অবস্থা দেখিয়া যে, আর চিনিবার সম্ভাবনা নাই। ইনি যে এক্ষণে সাক্ষাৎ কুমার তুল্য রাজকুমার বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিকুমারের বেশ পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। ইনি এখন কাহার উপাসনায় এই নবীন বয়সে কঠোর তাপসব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার কিছু বলিতে পার? একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা কর, এখনই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন, বোধ হয় তুমি ও মনে মনে জানিতে পারিয়াছ, কেবল লোক লজ্জা ভয়ে মনের আবেগ সংবরণ পূর্ব্বক অগত্যা সুস্থির ভাবে অবস্থিতি করিতেছ; কিম্বা পাছে ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে মনে করিয়া এখনও সংশয়িত চিত্তে কালক্ষেপ করিতেছ; যাহা হউক আর অধিককাল

এভাবে থাকিতে হইবে না, ব্রতের কথার শেষ হইলেই সংশয় শেষ ও দুঃখ শেষ হইবে।

বসন্ত, রাজনন্দিনীর পটমণ্ডপের সমীপস্থ বেদীর উপরিভাগে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করণানন্তর নাতি উচ্চ, নাতি মৃদুস্বরে ব্রতের কথারম্ভ করিলেন, এই কথা আর কিছুই নহে কেবল বসন্তের জীবনচরিত মাত্র। পাঠক মহাশয়েরা তাহার সমস্তই জানিয়াছেন সুতরাং আর পুনর্ব্বার উল্লেখের প্রয়োজন বোধ হইল না। সেই জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণে সভাসীন ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই উপন্যাস মনে করিয়া উপহাস আরম্ভ করি-লেন। কিন্তু সেই বসন্তের পিতা, মহারাজ বীরজিৎ সিংহ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার ও অধুনা অরুণবীর্য্য নামধেয় শ্বেতের মুখ ম্লান, নয়নদ্বয় ছল ছল হইয়া ক্রমশ শোকসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিল। যে সময়ে বসন্তের মুখ হইতে বিমাতৃ ষড়যন্ত্রে পিতাকর্ত্তৃক জীবন দণ্ডের কথা বিনির্গত হইল, তৎকালে বীরজিৎসিংহ একবারে অধৈর্য্য হইয়া উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণে অসমর্থ হইয়া প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যে সময়ে শ্বেত, শ্বেতহস্তী আক্রান্ত ও

তাহাতে আরোহিত হইয়া, অভিন্নহৃদয়, চিরসহায় সহোদর স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া রাজভোগের পরিভো নিবিষ্টমনা হইয়া, সেই অসহায় ভ্রাতৃপরায়ণ উপায় বিহীন অকৃত্রিম প্রণয়াস্পদকে এককালে বিস্মৃত হওনের কথার উল্লেখ হইল, তখন শ্বেত, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বিহ্বলচিত্তে অনর্গল অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। বীরজিৎসিংহ, অরুণবীর্য্যকেই যখন স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া নিশ্চয় জানিতে পারিলেন, তখন সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার শ্বেতের মুখপানে দৃষ্টি করিয়া মনে মনে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। বসন্তের বলার আর বিরাম নাই, মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কথার শেষ না হইলে স্বয়ং প্রকাশ হইব না; সুতরাং পিতার ও ভ্রাতার আচরণ বিশেষরূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি সেই কথিত কথায় অনেকেরই অন্তরে অরুণবীর্য্যের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করিল। বসন্তের শেষাবস্থার বিবরণ শ্রবণে প্রায় সকলেরই মনে দুঃখের সঞ্চার হইয়াছিল, বাস্তবিক ঐ অংশটি সাধারণের পক্ষেই মর্ম্মান্তিক যাতনাপ্রদ ও শোকাবহ, ইহাতে যে তদীয় পিতা ও ভ্রাতার মনে

অধিকতর ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বসন্তের জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণে লোকের মনে কখন ভয়, কখন বিস্ময়, কখন শোক, কখন দুঃখ, কখন বিদ্বেষ, কখন জীবনাশা পরিত্যাগের আক্ষেপ ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবোদয় হইয়াছিল। যে সময়ে শ্বেত সাধারণ সমীক্ষে পরিচয় পরিজ্ঞাত হইলেন যে, অলোক সামান্য রূপলাবণ্যবতী নৃপদুহিতা তাঁহার ভ্রাতৃবধূ, তখন তিনি একান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন ভগবান্ আমায় রক্ষা করিয়াছেন; নচেৎ আমি নিশ্চয়ই দুরপনেয় পাপপঙ্কে নিপতিত হইতাম। আমি ইতিপূর্ব্বে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই। অবশেষে অনুতপ্ত হৃদয়ে জগদ্দুর্লভ শ্রেষ্ঠির কর্ম্মানুরূপ প্রতিফল প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কথার শেষভাগে, যখন সেই শ্মশ্রুধারী কৃশাঙ্গ নবীন পুরুষ বসন্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, সেই সময়ে আর কোন ব্যাপারই কাহার অগোচর রহিল না। অরুণবীর্য্য আর মহারাজ বীরজিৎ উভয়ে আসিয়া যুগপৎ বসন্তকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বহুকালের পর পুত্রদ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বীরজিৎসিংহ

স্বীয় অঙ্কদেশে কুমার দুটিকে রাখিয়া বারম্বার মস্তক আঘ্রাণ, মুখ চুম্বন ও হর্ষবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আহা! তাঁহার সেই হারাণনিধি হস্তগত হওয়াতে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ জন্মিয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সভাস্থ সমস্ত লোকই এই অশ্রুত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর মহারাজ অরুণবীর্য্যের আদেশানুসারে সভাভঙ্গ হইল। সকলেই আপনাপন বাসস্থানে গমন করিলেন, বীরজিৎসিংহ পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বতন্ত্রস্থানে মনের দুঃখ কহিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। সুলোচনা বসন্তের অনুমতিক্রমে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিলেন। সে দিন আর কান্তের সহিত কথাবার্ত্তা হইল না।

এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া নিমন্ত্রিতগণ বিদায় হইলে মহারাজ বীরজিৎ পুত্রদ্বয় সহ রাজধানীগমনের অভিলাষ করিলেন। কিন্তু অরুণবীর্য্যের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পিতৃভবনে গমন করা সুকঠিন, এই জন্য আরও কএকদিবস তথায় চারিজনে একত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অরুণবীর্য্য, ভ্রাতার প্রতি হৃদয়বিদারক পরুষ আচারে জগদ্দুর্লভের প্রতি কোপাবিষ্ট ছিলেন, তিনি এক্ষণে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য তাহাকে পদাতিক দ্বারা আনাইলেন, কিন্তু বসন্ত এই সম্বাদ জানিতে পারিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট অনুরোধ করিয়া কৃতঘ্ন বন্ধুর বিপদুদ্ধার করিলেন। পাছে ভবিষ্যতে কোন প্রকার বিপদে পতিত হন এই শঙ্কায় তাহাকে পুনর্ব্বার সমভিব্যাহারে করিয়া নসীপুরে আনিলেন। সেই অবধি জগদ্দুর্লভ শ্রেষ্ঠির মুরসিদাবাদে অধিবাস হইল।

মহারাজ, বসন্তকে রাজ্যভার দিয়া নারকী রাজ্ঞীর সহবাসে পাপাসক্ত হইবার শঙ্কায় বাণপ্রস্তধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। লাবণ্যময়ী পৃথক্ বাসস্থানে থাকিয়া মাসিক বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনশেষ করিলেন। মহারাজ বীরজিৎ আর একবার রাজধানী আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্ম পরিচয় দেন নাই।

উপসংহার।

মুরসিদাবাদনিবাসী জগৎশেঠ নামে অভিহিত অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই জগদ্দুর্লভ শ্রেষ্ঠি ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। ইনিই পরিশেষে দিল্লীশ্বরের কোষাধ্যক্ষ মান্য গণ্য ও এত বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁর নাম ইতিহাসে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য চক্রান্ত হইয়াছিল, তৎকালে এই জগদ্দুর্লভই তন্মধ্যে প্রধান-রূপে পরিগণিত হন; বাস্তবিক পরের অনিষ্ট চেষ্টায় ইনি বিশেষ পটু ছিলেন।

পুরাকালের রাজধানী মুরসিদাবাদের সন্নিকর্ষে এই উল্লিখিত নসীপুর, এই নগর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এবং সেখানকার রাজবংশ সূর্য্যবংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, যিনি এই গ্রন্থে বসন্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, অধুনা তাঁহারই বংশের রাজত্ব চলিতেছে, ইহাঁদের রাজত্ব বহুকাল পর্য্যন্ত স্থির ভাবেই অবস্থিতি করিতেছিল। পরে ইংরেজরাজ্যের অন্তর্গত হইয়া ক্রমশঃ

হীনাবস্থা হইয়া আসিতেছে। ইংরাজ অধিকারে যদি রাজত্বের অনেক হ্রাস হইয়াছে তথাপি আচার ব্যবহার দর্শন করিলে পূর্ব্বকালের সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজবংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এতকাল অতীত হইল তথাপি ইহাঁর নিতান্ত নিঃস্ব হন নাই বলিয়া সাতিশয় সম্পত্তিশালী নরাধিপ বংশ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

নসীপুরে গমন করিলে, এখনও সেই ভূপতিত ভগ্নাবশিষ্ট রাজপুরীর নির্ম্মাণ কৌশল, শিল্পচাতুর্য্য ও শোভা, নগরের সুশৃঙ্খলা এবং পারিপাট্য, রাজবাটীর কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মিত ব্যয় দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। অপরাপর যে সকল ঘটনার কথা লেখা হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রকৃত ঘটনা বলিয়া অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে; কেবল নামের অনৈক্য মাত্র। বাস্তব ঘটনা এত চমৎকারিণী যে তাহাও অনেক সময়ে অসম্ভব অনুভূত হয়।

সমাপ্ত।